আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ঝিনাইদহের পাটের জুতা ইউরোপ-আমেরিকায়

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের 'সোনালি আঁশ' খ্যাত পণ্যের কদর পুরো পৃথিবীতেই লক্ষ করার মতো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাটজাত পণ্যের প্রতি নাগরিকদের দুর্বলতা দেখা যায়। পরিবেশবান্ধব পৃথিবী গড়ার কারিগররা মনে করছেন, পাটপণ্য (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৪৯ || সোমবার || ভাদ্র ১৬ || ১৪২৭ || মহররম ১২ || ১৪৪২ || Vol. 24 || Issue 49 || August 31 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

জ্যামাইকায় বাংলাদেশীর আত্মহত্যা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকায় এক বাংলাদেশী আত্মহত্যা করেছেন। তার নাম মোহাম্মদ ফারুক। তার বয়স হয়েছিলো ৭০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। জানা গেছে, শারীরিক অসুস্থতায় যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তিনি গত শনিবার ভোর রাতে নিজ বাসায় এসি'র ভেন্টিলেটরের সাথে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যথা সহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলে এলাকাবাসী জানান। স্বেচ্ছা মৃত্যুর আগে তিনি একটি চিরুকুট লিখে যান। তাতে 'তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন' লিখা রয়েছে বলে সূত্র জানায়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র আর এক কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। মোহাম্মদ ফারুকের আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন। জ্যামাইকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মরদেহ সিটি পুলিশের তত্বাবধানে রয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মোহাম্মদ ফারুকের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার পর কবে, কখন, কোথায় মরদেহ দাফন করা হবে সে ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

ফুপুর অডিও ক্লিপ ফাঁস করলেন ভাতিজা
ট্রাম্পের মুখ হাঁসের পশ্চাদদেশের মতো
ইভাঙ্কা বাবার মতোই ছোট মনের, এরিক-ট্রাম্প বলদ টাইপের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাতিজি মেরি এল ট্রাম্প এবার তার ফুপুর নতুন একটি অডিও ফাঁস করেছেন। সেই অডিওতে শোনা যায়,ট্রাম্পের বোন মেরিয়ানে ট্রাম্প বেরি তার ভাইয়ের পরিবার সম্পর্কে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করছেন। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)



হবিগঞ্জে নেয়া হচ্ছে না মরদেহ

দেশের পথে সিআর দত্তের মরদেহ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত) (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

করোনায় বিধ্বস্ত ভারত, দৈনিক সংক্রমণে বিশ্ব রেকর্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ভারত। প্রাণঘাতী করোনা-ভাইরাসের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

করোনা-ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র
সেপ্টেম্বরে করোনায় মৃত্যু দুই লাখ ছাড়াতে পারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারি করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বিপর্যস্ত দেশগুলোর একটি যুক্তরাষ্ট্র। আক্রান্ত ও মৃত্যুতে বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে করোনাভাইরাসে মৃত্যু দুই লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে এক পূর্বাভাসে জানিয়েছে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি)। এদিকে, করোনা নিয়ে লড়াইয়ের মধ্যেই দেশটিতে আঘাত হেনেছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় লরা। গণমাধ্যমের ভাষ্যমতে, করোনা নিয়ে ধুঁকতে থাকা যুক্তরাষ্ট্র লরার তান্ডবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আগামী চার সপ্তাহের জন্য জাতীয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড ১৯-এ মৃত্যুর পরিসংখ্যানের এই পূর্বাভাস বৃহস্পতিবার দিয়েছে সিডিসি। সিডিসির হিসাব মতে, ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন করে আরও চার হাজার থেকে ৮ হাজার ৩০০ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তবে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হলে ওই তারিখ নাগাদই মৃতের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে দুই লাখ সাত হাজারে।সিডিসি এর আগে গত সপ্তাহেও এ সংক্রান্ত পূর্বাভাস দিয়েছিল। সে সময় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ৯০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। জন (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

১৫ আগস্ট যেন আরেকটি কারবালা : হাসিনা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কারবালার সঙ্গে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের যেন অদ্ভুত মিল রয়েছে। আজ রোববার সকালে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

পাকিস্তান কি বাংলাদেশের মিত্র হতে পারবে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির হাই কমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মে বাঙালির অবদানের কথা তুলে ধরেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মুখপাত্র আয়শা ফারুকি জানিয়েছেন, ঢাকার সঙ্গে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প আনছে সৌদি আরব



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবের কিং আব্দুল আজিজ সিটি ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (কেএসএসটি) একটি নিরাপদ (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন'র সিনিয়র এডভাইজার ওসমান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনের সমর্থনে দক্ষিণ (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

প্রণব মুখার্জির শারীরিক অবস্থার উন্নতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

কোরআনে আগুন, সহিংস বিক্ষোভ সুইডেনে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুইডেনের মালমো শহরে বিক্ষোভ করেছেন মুসলিমরা। এক পর্যায়ে তা সহিংসতায় রুফ নেয়। এই শহরের রোজেনগার্ড শহরতলি অভিবাসী অধ্যুষিত। সেখানে পোড়ানো হয় মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন। এর প্রতিবাদে ওই বিক্ষোভ করেন (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

কাজী জাফর থেকে শিখলাম আন্ডার গ্রাউন্ডটা কী জিনিস- ড. ইউনূস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির (জাফর) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমেদের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার (২৯ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক ভার্চুয়াল (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Hajj trusted since 2000
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjsunnah.com

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments · Tax Liens · Charge Offs · Garnishment · Inquiries · Collections
Call us: 646-775-7008
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com
Mohammed A Kashem
Credit Consultant

APOLLO BROKERAGE
TLC INSURANCE
Shamsher Ali

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-386-4140, 917-592-7823
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
Crescent Insurance Brokerage Inc.
KABIR CHOWDHURY

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

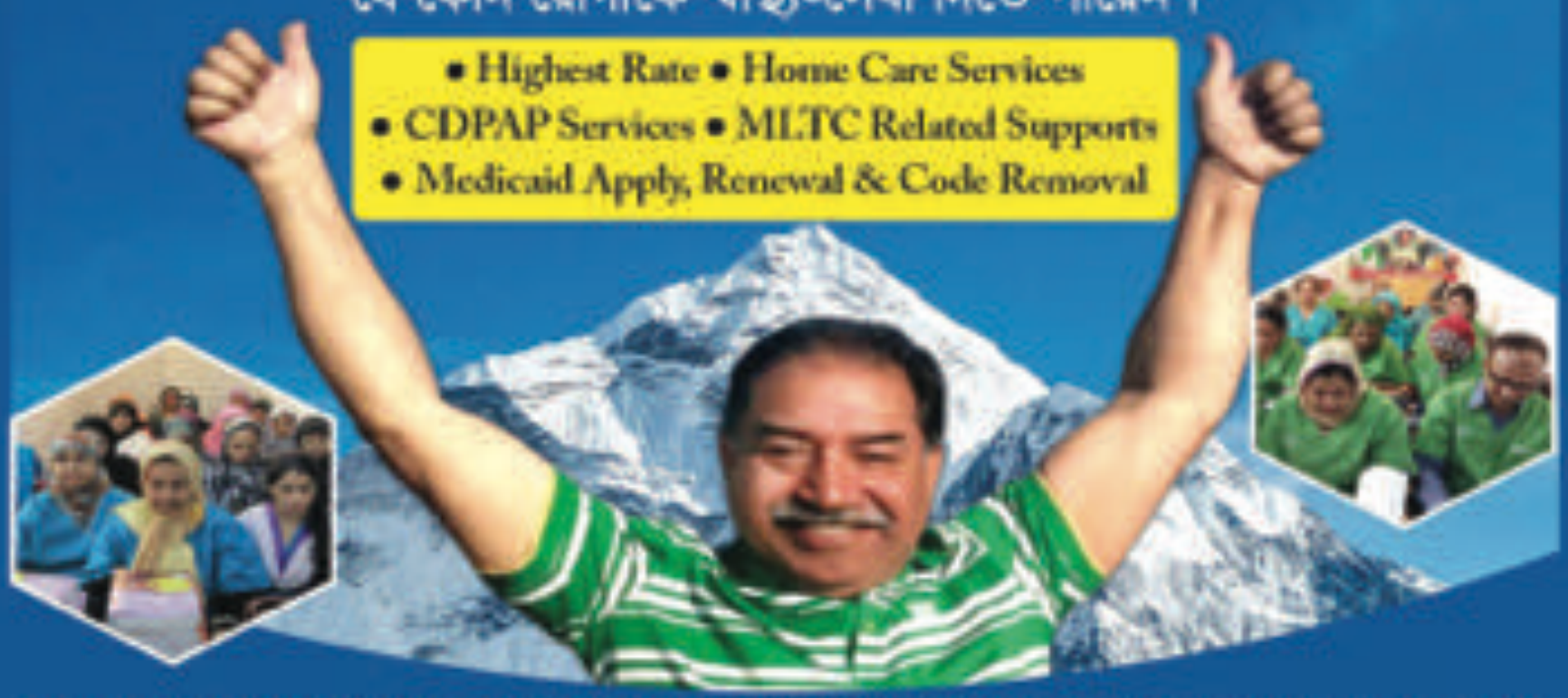


Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
JAMAICA OFFICE : 169-20 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

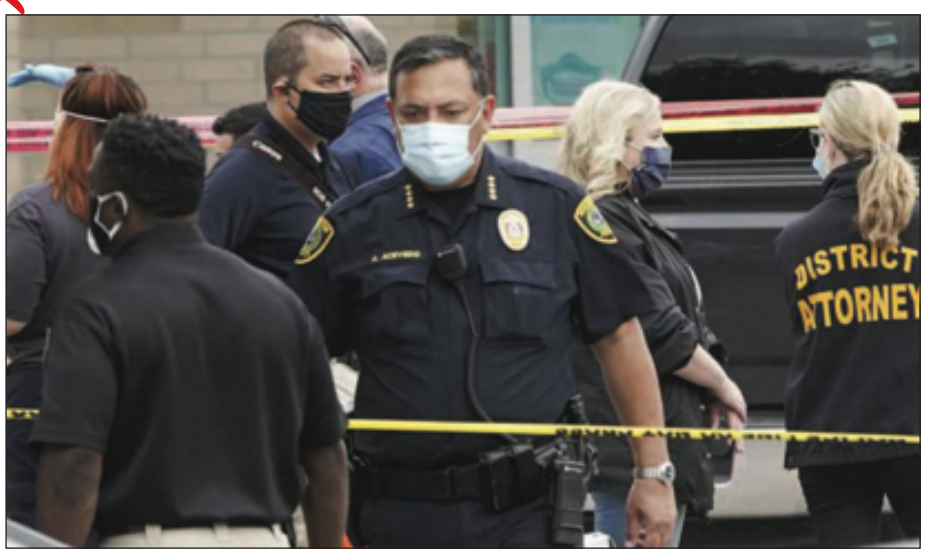
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday //August 31 // 2020
৩-এর পৃষ্ঠা

ঘূর্ণিঝড় লরা কেড়ে নিল ৬টি প্রাণ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১০০ মাইলেরও বেশি বেগে লুইজিয়ানায় আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় লরা সহায়-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা ছাড়াও ৬টি তরতাজা প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। লুইজিয়ানা স্বাস্থ্য বিভাগের মুখপাত্র আলীসন নীল জানান যে ক্যালসাসীন প্যারিশ একাডিয়ায় ২ জন; এলেনে ১ জন, জ্যাকসনে ১জন এবং ভার্নন প্যারিশে একজন মারা গেছেন। গভনর্র জন বেল এডওয়ার্ডস বলেন, ১ হাজার ৫০০ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকর্মী, ৪০০ বোট ও হাইওয়ে যান ঘূর্ণিঝড় কবলিত লেইক চার্লসে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান যে লুইজিয়ানায় ৬ লাখ ১৫ হাজার ৪৫ জন অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন। লুইজিয়ানার বিউরোগার্ড প্যারিস (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

হিউস্টনে পুলিশের গুলিতে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত খুন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হিউস্টনে ৩ জন সাধারণ যাত্রীবাহী চেভরোলেট টাহো কারে এবং প্যাট্রোল কারে গুলি বর্ষণকারী এক সশস্ত্র দুর্বৃত্ত সোয়াট পুলিশ কর্মকর্তাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। ২৮ আগস্ট হিউস্টন পুলিশ প্রধান আর্ট আসেভেডো জানান যে যাত্রীবাহী কারে গুলি করার খবর পেয়ে পুলিশ কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং নিহত দুর্বৃত্তের হাতে সিলভার রঙের একটি রিভলবার দেখতে পান। সোয়াত কর্মকর্তাগণ ৩০ মিনিট ধরে অস্ত্র সংবরণের প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। দুর্বৃত্ত পুলিশের ডাকে সাড়া না দিয়ে প্যাট্রোল কারের প্রতি গুলি বর্ষণ করে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে দুর্বৃত্ত গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতালে নেয়ার পর দুর্বৃত্তকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘটনার অভ্যন্ড়রিণ তদন্ড় চলছে বলে পুলিশ প্রধান আসেভেডো জানান।

বিক্ষোভে উত্তাল উইসকনসিন: শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা রাস্টেন শেশকীর গুলিতে উইসকনসিনের কেনোসা সিটিতে ২৯ বছর বয়স্ক কৃষ্ণকায় জ্যাকব ব্লেইক গুর“তর আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে উইসকনসিনের বাসিন্দারা। ৭টি গুলিবিদ্ধ ব্লেইক বর্তমানে হাসপাতালে চি-কিৎসাধীন রয়েছে এবং তার পঙ্গু হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে বিক্ষোভকালে ১৭ বছর বয়স্ক কাইল রিটেনহাউজের হিয়ারিংয়ের গুলিতে ২ জন বিক্ষোভকারী মারা যাওয়ায় বিক্ষোভে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ ভবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং কয়েকটি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করেছে। এদিকে ব্লেইকের প্রতি গুলি বর্ষণকারী পুলিশ কর্মকর্তা শেশকীর বির“দ্ধে প্রথম ডিগ্রী ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষ খুনসহ ৬ কাউন্ট অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে বিক্ষোভকারীদের খুনী রিটেনহাউজের শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৮ আগস্ট শুক্রবার।

লিঙ্কন মেমোরিয়ালে সমাবেশ: ২৮ আগস্ট ঐতিহাসিক সিভিল রাইট মার্চের স্মরণে এবং পুলিশ আইনের সংস্কার দাবিতে হাজার হাজার জনতা লিঙ্কন মেমোরিয়ালে জড়ো হয়েছেন। তারা পুলিশি বব্রতা বন্ধসহ যাবতীয় হত্যাকান্ডের দাবিতে সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। এদিকে খুনী রিটেনহাউজকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করার মামলার সভাপতিত্বকারী ইলিনয়ের বিজ্ঞ বিচারক জানান যে রিটেনহাউজকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ড় ইলিনয়ের লেইক কাউন্টিতে রাখা হবে এবং তারপর তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে লড়বেন দুই বাংলাদেশী নারী



আকিব মাহমুদ: যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ অংশ নিতে যাচ্ছেন দুই বাংলাদেশী নারী। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পেনিসিলভিনিয়া থেকে অংশ নেবেন ড. নিনা আহমেদ, অপরদিকে টেক্সাসের ডিষ্ট্রিক্ট ৩১ থেকে অংশ নেবেন ডোনা ইমাম। তরুন প্রার্থী হিসেবে দুইজনই এগিয়ে রয়েছেন অন্যান্য প্রার্থীদের শীর্ষে। দু'জনেই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর গুণাবলী দিয়ে জয় করেছেন ভোটারদের মন। তবে নির্বাচনের মাঠে তাদের ব্যক্তিগত ইমেজ অন্যান্য হেভিওয়েট প্রার্থীদের কতটা রুখে দিতে পারবে সেটিই এখন চিন্তার বিষয়।

ড. নিনা আহমেদ ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমান প্রায় ১৪ হাজার কিলোমিটার দূর যুক্তরাষ্ট্রে। দীর্ঘ ৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান তিনি। বাংলাদেশী নারী রসায়নে সম্পন্ন করেন পিএইচডি। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের থমাস জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল ফেলোশিপ করেন তিনি। তাছাড়া আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে পেনসিলভানিয়ার অডিটর জেনারেল পদে নির্বাচনের জন্য ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নের দৌড়ে থাকা ৬ জনকে উল্লেখযোগ্য ব্যাবধানে হারিয়ে দলীয় মনোনয়ন লাভে সমর্থ হন তিনি। নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী টিমোথি ডেফোর।

আর এই অর্জনের মধ্যে তিনি ইতিহাস গড়েন বাংলাদেশী-আমেরিকান এ নারী। আলাপকালে তিনি বলেন, আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটিকে তাদের চিরস্থায়ী বিদেশীর মত অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। লোকজন যেন কমিউনিটির অবস্থান বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন পেন-সিলভানিয়ায় নিবন্ধিত রিপাবলিকানদের চেয়ে নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যা আট লাক্ষাধিক। আর এটিই আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। রাজনীতির পাশাপাশি নিনা আহমেদ একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আণবিক জীববিজ্ঞানী।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডিষ্ট্রিক্ট-৩১ থেকে লড়বেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান ডোনা ইমাম। টেক্সাসে জন্মগ্রহণকারী ডোনা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জি-নিয়ারিংয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন শেষে নিজেই একটি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে কাজের পাশাপাশি আমেরিকান রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচনে ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে টেক্সাসের কংগ্রেসনাল ডিষ্ট্রিক্ট-৩১ প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত হন তিনি।

অস্টিনের উইলিয়ামসন কাউন্টি এবং সেনা ছাউনি অধ্যুষিত ফোর্ট হুড নিয়ে গঠিত এই নির্বাচনী এলাকার ৮ লাখ ৩০ হাজার মানুষের শতকরা ৫৯.১৯ ভাগ হলেন শ্বেতাঙ্গ। এশিয়ানের সংখ্যা মাত্র ৫.২ ভাগ। হিসপানিক হচ্ছে ২৩.৯৩ ভাগ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ১১.২৪ ভাগ। এই আসনে কখনোই ডেমোক্র্যাটরা জয়ী হতে পারেনি। এবারই প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান ডোনা ইমাম রিপাবলিকানদের একটি ধাক্কা দিয়ে জয়লাভ করেছেন। ইতোমধ্যেই তিনি অভিবাসী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টির পাশাপাশি মধ্যম আয়ের শ্বেতাঙ্গদেরও পাশে টানার চেষ্টা করেছেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যমে মন্তব্য করা হয়েছে।

জানা গেছে, ডোনা ইমাম প্রাথমিক পর্ব অতিক্রম করেছেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। সাম্প্রতিক 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনের আগে কঠোর পরিশ্রমী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। ডোনার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন জন কার্টার। আরও রয়েছেন লিবারেল পার্টির ক্লার্ক প্যাটারসন এবং স্বতন্ত্র জেরেমী ব্রেভো। ডোনা একমাত্র নারী প্রার্থী হিসেবে ভোটারদের কাছে ইতোমধ্যেই আলাদা একটি জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

ইতিমধ্যে ডোনাকে সমর্থন দিয়েছে 'বাংলাদেশী আমেরিকান ফর পলিটিক্যাল অ্যাকশন' নামক একটি সংগঠন। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের বল নিজের কোর্টে আনতে লড়াই করে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। নির্বাচনে বাংলাদেশী প্রার্থীদের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বাংলাদেশী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গরা। সবে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে তার দিকে তাকিয়ে আছে সাধারণ প্রবাসীরা।

সিটিতে ২০% সংক্রমণ ঘটছে ভ্রমণকারীদের মাধ্যমে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক সিটিতে নতুন করোনা সংক্রমণের ২০% নিষিদ্ধ ঘোষিত ৩১ টি স্টেট থেকে আসা ভ্রমণকারীদের মাধ্যমে ঘটছে বলে দাবি করেছেন মেয়ার বিল ডি ব্লাসিয়ো। ২৭ আগস্ট ডি ব্লাসিয়ো বলেন, ৩১টি স্টেট থেকে নিউ ইয়র্কে আগমনকারী ভ্রমণকারীদের জন্য স্টেটের পক্ষ থেকে কোয়ারেন্টাইন তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আর কোয়ারেন্টাইনে থাকা পর্যটকদের মাধ্যমে সিটিতে ২০% নতুন করোনা সংক্রমণ ঘটেছে।

ডি ব্লাসিয়ো আরও বলেন, শেরিফের দপ্তর ৩ সহস্রাধিক যানবাহন থামিয়েছেন, ২টি সাইটেশন ইস্যু করেছেন এবং কোয়ারেন্টাইন স্টেটের পর্যটকদের হাতে ১২ সহস্রাধিক ফেইস কাভারিং বা মুখোশ তুলে দিয়েছেন।

মঙ্গলবার থেকে নিউ জার্সীতে খোলা হচ্ছে জিম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অভ্যন্ড়রিণ ধারণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ ২৫% সদস্যকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে নিউ জার্সীর জিমগুলো খোলার জন্য নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন গভনর্র ফিল মার্ফী। ৪ সেপ্টেম্বর খুলতে যাওয়া জিমগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে কতিপয় নিয়ম পালনের শর্তও ২৭ আগস্ট স্বাক্ষরিত নির্বাহী আদেশে জুড়ে দিয়েছেন গভনর্র মার্ফী।

প্রতি ২০০ বর্গফুটের জন্য ১ জন কাস্টমারকে অবশ্যই ফিটনেস ক্লাশ করতে হবে, সকল সদস্য এবং স্টাফকে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে, সকল জিম সদস্য এবং স্টাফকে লগ (তালা) রাখতে হবে, জিমের প্রত্যেক যন্ত্রপাতির মধ্যে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং সকল যন্ত্রপাতি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা সংকট
আত্তীকরণ নয়, প্রত্যাবাসনই সমাধান

২০১৭ সালের ২৫ আষ্ট ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণসহ বর্বর নির্যাতনের মুখে দলে দলে রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসে। এই জনগোষ্ঠীর বিপুলসংখ্যক মানুষের খাদ্য, পানীয়, স্যানিটেশন, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দিতে গিয়ে বাংলাদেশ হিমশিম খাচ্ছে। কক্সবাজার অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের জীবন রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। একটি জেলার একটি অংশে ১০ লাখ অতিরিক্ত মানুষ আশ্রয় নেওয়ায় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য ক্রমেই এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। কক্সবাজার ছেড়ে তারা এখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। অনেকে অবৈধ পথে বাংলাদেশের পাসপোর্ট সংগ্রহেরও চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের মতো একটি দুর্বল অর্থনীতির দেশের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার ভার বহন করা সম্ভব নয়। তদুপরি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদসহ বিভিন্ন অপরাধীচক্র রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে নানা ধরনের অপরাধ নেটওয়ার্ক তৈরিতে তৎপর রয়েছে। স্থানীয় সন্ত্রাসীরাও তাদের দলে টানার চেষ্টা করছে। আবার বেসরকারি সংস্থার ছদ্মবেশেও অনেকে অনেক রকম উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে অনেকবারই বলা হয়েছে, কক্সবাজারে বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে ইয়াবার রমরমা কারবার চলছে। গড়ে উঠেছে 'বাঙালী-রোহিঙ্গা' সিন্ডিকেট। উখিয়া ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোকে ইয়াবা কারবারের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে এই মাদক পাচারকারীচক্র।

এ অবস্থায় প্রত্যাবাসনই হতে পারে একমাত্র সমাধান। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মিয়ানমারের আশ্বাস সত্ত্বেও গত তিন বছরে একজন রোহিঙ্গাও প্রত্যাবাসনচুক্তির আওতায় ফিরে যায়নি। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয়ভাবে মিয়ানমারের সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কাজ করছে। রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের জবাবদিহি উদ্যোগে অগ্রগতি হলেও প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি নেই। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত টালবাহানা করছে মিয়ানমার।

ঢাকা দৈনিক কালের কণ্ঠ'র খবরে বলা হচ্ছে, মিয়ানমার তার দেশের রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে না নিলে তাদের বাংলাদেশে আত্তীকরণের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে সরকার। কক্সবাজারের ওপর চাপ কমাতে সরকার চলতি বর্ষা মৌসুমের পরপরই ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছে। বিকল্প হিসেবে তৃতীয় দেশে বড় পরিসরে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের চেষ্টাও বিবেচনায় আছে। অন্যদিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে মিয়ানমারের ওপর পশ্চিমা দেশগুলো কার্যকর চাপ সৃষ্টি করেনি। জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধসহ গুরুতর অপরাধের শিকার হয়ে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রকাশিত খবর বলছে, তাদের ফেলে আসা বসতভূমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলাসহ বড় ধরনের বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা খুঁজছে অনেক দেশ।

অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের দুঃসময়ে আশ্রয় দেওয়া বাংলাদেশের ওপরই চেপে বসেছে তাদের বোঝা। বাংলাদেশের ওপরই প্রত্যাশার চাপ বাড়াচ্ছে পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা। তারা মনে করে, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরার পরিবেশ নেই। যে পর্যন্ত না সেই পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, সে পর্যন্ত বাংলাদেশেই তাদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পাওয়া উচিত। অতীতে বিভিন্ন দেশে এ ধরনের ঘটনার পরিণতির আলোকেই বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আত্তীকরণের ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত সমাধানই এখন সবচেয়ে জরুরি। আর এই সংকট যারা সৃষ্টি করেছে, মূলত সেই মিয়ানমারকেই এর সমাধান করতে হবে। রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সেখানে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দিতে হবে। প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে মিয়ানমার মূল ভূমিকা পালন করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মান্যবর কোভিড সাহেবের বিদায় সংবর্ধনা

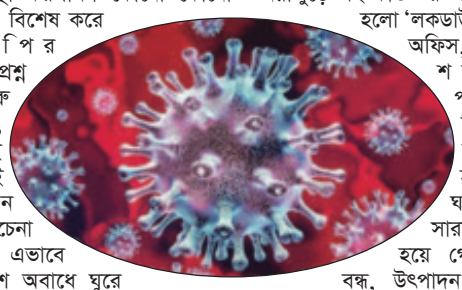
ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

সরকারের ভার্চুয়ালের লৌহ-খাঁচা ভেঙে আজকের সভায় উপস্থিত ভাই-বোন, চাচা-চাচী, খালা-খালু, ফুপু-ফুপা, গ্রামবাসী, পাড়া-প্রতিবেশী। এক দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজ মান্যবর কোভিড সাহেব বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়ে নিউজিল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস প্রভৃতি দেশ সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ এসব দেশ গর্ব করে বলেছিল, তারা তাদের দেশ থেকে কোভিড সাহেবের ছানাপোনাদেরও বিদায় করে দিয়েছেন। এই ধরনের অসম্মানজনক কথা বলায় কোভিড সাহেব খুবই মর্মাহত হয়েছেন এবং তাদের জানান দিতে যাচ্ছেন যে, কোভিড সাহেবকে বিদায় করার সাধ্য কারো নেই; তিনি ফের হাজির হয়ে শেষ কথা প্রমাণ করে দিতে চান।

সম্মানিত বন্ধু ও মুরুব্বিগণ

আপনারা অবগত আছেন, মান্যবর কোভিড সাহেব চীন থেকে গোটা ইউরোপ, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়ার দেশে দেশে তার ভ্রমণ শুরু করেন গত বছর ডিসেম্বরের শেষ থেকে। শুরুতে তিনি বাংলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ বন্ধুবৎসল দেশ সফরে আসতেই চাননি। কিন্তু তা কী করে হয়! তার বাংলাদেশ সফরে অনীহা আমাদের ইজ্জতের সওয়াল হয়ে দাঁড়াল। আমাদের সদাশয় সরকার কোভিড সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'আপনি আসুন। আপনার এই আগমনকে সর্বাঙ্গীণ সফল করে তোলার জন্য আমরা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবো।' হে মান্যবর, সরকার এত করে বলায় শেষ পর্যন্ত আপনি বাংলাদেশ সফরে রাজি হলেন।

কিন্তু চার্টার্ড প্লেনে করে আপনি বাংলাদেশে আসতে রাজি হলেন না। প্লেনের নিঃসঙ্গতা কাটাতে আপনি বিদেশপ্রত্যাগত বাংলাদেশীদের সাথে ঢাকার বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু আপনার মতো সম্মানিত অতিথিকে তো কোয়ারেন্টিন বা আইসোলেশন, তথা বিমানবন্দরের নিকটবর্তী আশকোনা হজ ক্যাম্পে আটকে রাখা যায় না। অতোটা অসভ্য আমরা নই। অতিথি আপ্যায়নে আমাদের রয়েছে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য। ফলে আমরা আপনাকে প্রায় সাথে সাথেই প্রবাসীদের সাথে গ্রামে পাঠিয়ে দিলাম। সবুজে শ্যামলে, পুকুর নদীতে ভরা আমাদের গ্রামগুলো। আপনি যাতে অবাধে গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে পারেন– আমরা তার ব্যবস্থা করলাম। কোনো কোনো ছিদ্রান্বেষী, বিশেষ করে বিএনপির লোকেরা প্রশ্ন করতে শুরু করল, চেনা নেই জানা নেই এমন একজন অচেনা লোককে এভাবে সারা দেশে অবাধে ঘুরে বেড়াতে দিলে বিপদ হতে পারে। 'এরা এরকমই'। সরকারের কোনো উন্নয়নই এরা সহ্য করতে পারে না। তখন আমাদের দিগ্বিজয়ী, ফ্যাশন করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়া সড়ক ও সেতুমন্ত্রী সাহেব বলে দিলেন, কোভিড সাহেবের যদি কোনো ক্ষতি করার শক্তি থাকে, তাহলে এ সরকার তারও ওপর শক্তিশালী। অতএব, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা সাধারণ নাগরিকরাও এ আশ্বাসে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করলাম।



তবে মান্যবর কোভিড সাহেবের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। তাকে খালি চোখে দেখা যায় না। তিনি হাঁচি-কাশি-স্পর্শের মাধ্যমে একজন থেকে আরেকজনের দেহে সংক্রমিত হন। ফলে তিনি ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন। তারপর থেকে তো ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। এখন টেস্ট করলেই ২০ শতাংশের ওপর কোভিড রোগী। সারা দুনিয়ায় কোভিড সাহেবকে নিয়ে তোলপাড়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলল, কোভিড থেকে নিরাপদ থাকার জন্য চারটি কাজ করতে হবে। টেস্ট, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া আর একজন থেকে একজন কমপক্ষে তিন ফুট দূরে দাঁড়ানো এবং মুখে মাস্ক পরা। দু-নয়াজুড়ে এই কান্ড শুরু হয়ে গেল। শুরু হলো 'লকডাউন'। বন্ধ হলো অফিস, আদালত, শিপিং মল, পর্যটনকেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ– ঘরে থাকুন। সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেল। কাজকর্ম বন্ধ, উৎপাদন বন্ধ। শিক্ষা বন্ধ। কর্মহীন কোটি কোটি লোক। দিনমজুরদের না খেয়ে থাকার অবস্থা। বাংলাদেশে সরকার ত্রাণ দিতে চেষ্টা করল কর্মহারা দরিদ্র মানুষদের। কিন্তু তা লুটে খেলো ক্ষমতাসীন মহলের ঘনিষ্ঠ চোরেরা। সরকার এই গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি খুলে দেয়, এই বন্ধ করে। এ রকম আগু-পিছু করতে করতে খুলে গেল গার্মেন্ট। বলা হলো, 'কারখানা খুললেও সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মানতে হবে। মাস্ক পরতে হবে।' মাস্ক পরল অনেকেই, তবে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা দুরূহ হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে খুলে দেয়া হলো দোকানপাট, হাট-বাজার। এখন সব খোলা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলেনি। ভার্চুয়ালে তা চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। খুলে গেছে সব পর্যটনকেন্দ্র। অবরুদ্ধ মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে এমন ছ্যাঁচা খাবেন, তা বোধ হয় 'তিনি' কল্পনাও করেননি। কোভিড সাহেব এ পর্যন্ত বিশ্বে দুই কোটি ৩৪ লাখ লোককে আক্রমণ করেছেন। তাতে মারা গেছেন আট লাখ ৯ হাজার লোক। বাংলাদেশে আক্রান্ত প্রায় তিন লাখ। মারা গেছেন প্রায় চার হাজার। আক্রমণের বিস্তার চলছে।

হে মহাত্মন!

আপনি হয়তো ভেবেছিলেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আপনার শুভাগমনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, বা এখনো হচ্ছে, বাংলাদেশেও আপনার আগমনে তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমাদের বাক্যবীর মন্ত্রী সাহেব তো শুরুতেই বলে দিয়েছেন, 'আমরা আপনার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। আপনি আমাদের টিকিটিরও নাগাল পাবেন না।' সত্যি সত্যি নাগাল পাননি। কিন্তু আপনার শুভাগমনে আমরা আত্মবিশ্বাসে শত গুণ বলীয়ান হয়েছি। আমরা যে জাতি হিসেবে কত শক্তিশালী, আপনার আগমনে তা আবারো প্রমাণিত হয়েছে। হ্যাঁ, মৃত্যু কিছু হচ্ছে। প্রতিদিন 'মাত্র' আড়াই-তিন হাজার লোক আক্রান্ত হচ্ছেন। আমেরিকার তুলনায় তা কিছু না। তাহলে নিঃসন্দেহে আপনিও স্বীকার করবেন যে, আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি। মৃত্যু কোনো ব্যাপার না। এমনিতেই তো কত মানুষ মারা যায়। বন্যায় মরে, সড়ক দুর্ঘটনায় মরে, পানিতে ডুবে মরে, বজ্রপাতে মরে। সে তুলনায় আপনার প্রভাবে গড়পরতা দৈনিক ৪০ জন মানুষের মৃত্যু আমরা গোনায় ধরি না। উপরন্তু আমাদের রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে সফল স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি স্বাস্থ্য খাতকে পুরো ঢেলে সাজিয়েছেন। দ্রুত ব্যবস্থা (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

রাহাত খান: বটবৃক্ষের ছায়া আমার

এ টি এম নিজাম

সাংবাদিক রাহাত খান। স্বনামে পরিচিত দেশের প্রগতিশীল ধারার অন্যতম ব্যক্তিত্ব তিনি। এই মৃদুভাষী, নিরহঙ্কার ও নিভৃতচারী ব্যক্তিত্বের লেখনী শুধু সাংবাদিকতা ক্ষেত্রকেই আলোকিত করেনি। নিপুণ কথাশিল্পী- কথাকার রাহাত খানের লেখনি জীবন ও সাহিত্যের প্রতিটি ধারাকেই স্পর্শ করেছে। সমৃদ্ধ করেছে।

দীর্ঘদিন এই মহান ব্যক্তিটির ঘনিষ্ঠ সাহচার্য লাভের সুযোগ হয়েছিল আমার। রাজধানী শহরে তিনিই ছিলেন আমার বটবৃক্ষের ছায়া। শুক্রবার রাতে রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনের বাসায় অসাধারণ আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন প্রিয় ব্যক্তিটি অনন্ত পথের যাত্রী হয়েছেন। মাথার উপর থেকে সেই বট বৃক্ষের ছায়া সরে গিয়ে রাজধানীতে এখন ঝলসানো প্রখর রোদের দাপট। কোথাও কী আর এমন কোনো বটবৃক্ষের শীতল ছায়ার পরশ পাবো?

এই তো সেদিন শুনেছিলাম দেশ বরেণ্য প্রখ্যাত সাংবাদিক, কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক রাহাত খান গুরুতর অসুস্থ হয়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনের বাসায় শয্যাশায়ী আছেন। এমন খবর জেনে ২০ জুলাই সোমবার রাত ১০টা ৫৯ মিনিটে রাহাত ভাইয়ের ব্যক্তিগত সেলফোন নাম্বারে আমি রিং দেই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফোন রিসিভ করে বলতে শুরু করলেন, নিজামও কী আমার ইন্টারভিউ নিতে চাচ্ছ না-কি? আমার শরীরটা খুবই খারাপ। আগামী সপ্তাহে সময় করে রিং দিও।

উত্তরে আমি বললাম, অবশ্যই রাহাত ভাই আগামী সপ্তাহে আমি রিং দিবো। কিন্তু আজ আপনার শরীরের অবস্থা জানতেই এতো রাত বিবেচনা না করেও আপনাকে রিং দিলাম।

তাৎক্ষণিক আবার তিনি বলে উঠলেন, না না নিজাম। আমার অনেক কথা আছে, সেসব তোমাকে বলবো বলে। কতোদিন কথা হয়নি তোমার সঙ্গে। এমনিতেও তো অনেক কথা জমে আছে তাই নয় কি?

আমি আবার বললাম ঠিক আছে রাহাত ভাই, তাই হবে। কিন্তু; ওই রাতে আমার সঙ্গে কথা বলার পরের দিন ২১ জুলাই তিনি আরও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরলে স্ত্রী অপর্ণা খান তাকে নিয়ে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করেন।

সে সময় আমি এ বিষয় নিয়ে সাংবাদিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট (পিআইবির)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ভাই এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের সঙ্গে কথা বলি। তারা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে রাহাত খানের খোঁজখবর ও দেখভালের ব্যবস্থা করেন।

বারডেমে বেশ কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠলে তিনি ছাড়পত্র নিয়ে আবার বাসায় ফিরে যান। আর সেখানেই শুক্রবার রাতে অনন্ত পথের যাত্রী হলেন তিনি। দুর্ভাগ্য আমার আমাকে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দেয়া দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রাহাত খানের সঙ্গে ফোনে শেষ কথাটি শোনার সুযোগ হল না। এ দুঃখ ও বেদনার ভার আমাকে সারাজীবন খুঁড়ে খুঁড়ে খাবে। আজ তার অনন্ত যাত্রার পর বারবার মনে হচ্ছে, মনে প্রশ্নের বুদ্বুদ সৃষ্টি হচ্ছে, কী কথা ছিল আমার সঙ্গে। তিনি আমাকে কী বলতে চেয়েছিলেন অথবা জানাতে চেয়েছিলেন?



রাহাত খান এবং আমার বয়সের ব্যবধান বিস্তর। কিন্তু তিনি নিজেই সে ব্যবধান চুকিয়ে দিয়ে এক সময় আমাকে তার ঘনিষ্ঠ করে, আপন করে নিয়েছিলেন। আর সে সম্পর্ক ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নবায়নের প্রয়োজন পড়েনি। আমি ১৯৮৭ সালে বাংলার বাণী ছেড়ে চতুর্থ ওয়েজবোর্ড নিয়ে অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলায় রিপোর্টার হিসেবে যোগদান করি। ওই টরেটক্কা ও টেলিপ্রিন্টার্সের যুগে মাসে দু'চার দিন পেশাগত কাজেই ঢাকায় দৈনিক বাংলা অফিসে যেতে হতো। আর অবসর সময় কাটতো রামকৃষ্ণ মিশন রোডে অবস্থিত দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে প্রখ্যাত সাংবাদিক রাহাত খানের চেম্বারই ছিল একমাত্র ভরসা। কেন জানি তিনি আমাকে কাছে পেলে সহজে ছাড়তে চাইতেন না। অবশ্য, আমিও এমন বটবৃক্ষের ছায়া লুফে নিতাম। মাঝেমধ্যে এ নিয়ে রঙ্গ-রসও কম হতো না।

আমি এক বিকালের প্রাণ খোলা আড্ডায় রাহাত খানকে বলে বসলাম যে, পীর মতিউর রহমান ওরফে ক্যাপ্টেন হামিদের মুসলিম মিল্লাত পার্টি নিয়ে একটি বিশেষ ফলোআপ রিপোর্ট আছে। এ নিয়ে সম্পাদক মহোদয়ের সঙ্গেও হয়তো কথা বলতে হবে। এ কথা বলা শেষ করতে না করতেই তিনি রিং করে টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে দৈনিক বাংলা সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুনকে বলতে শুরু করলেন, হুমায়ুন তোমার কিশোরগঞ্জের চারণ সাংবাদিক এ টি এম নিজাম দেখছি আজকাল সৌজন্যতাবোধটুকুও ভুলে গেছে। তার নাকি রাহাত খানের সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ নেই। তোমার সঙ্গে নাকি ওর বিশেষ কী কাজ আছে?

এসব শুনে আমি হাসতে হাসতে কুটি কুটি অবস্থা। কিন্তু রাহাত ভাই হঠাৎ রিসিভার ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। আমি হুমায়ূন ভাইকে সালাম জানাতে জানাতেই তিনি বললেন, আগে রাহাতের কাজ সারো। আমি পত্রিকা লে-আউট পর্যন্ত দৈনিক বাংলা অফিসে আছি। তারপর ঘড়ি বন্ধ করে আড্ডা। সে আড্ডা জুড়ে ছিল তাঁর দূরন্ত শৈশব-কৈশোর (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	৩১	১	২	৩	৪	৫	৬
ফজর	৫.০৭	৫.০৮	৫.১০	৫.১১	৫.১২	৫.১৩	৫.১৪
সূর্যোদয়	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৯	৬.৩০
জোহর	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৪	১২.৫৪
আসর	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫
মাগরিব	৭.২৬	৭.২৫	৭.২৩	৭.২১	৭.২০	৭.১৮	৭.১৬
এশা	৮.৪৫	৮.৪৩	৮.৪১	৮.৩৯	৮.৩৭	৮.৩৫	৮.৩৪

কাজী নজরুল ইসলাম : কত অজানারে

সুভাষ সিংহ রায়

'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব/তবু আমারে দেবো না ভুলিতে।' ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে রেকর্ডিং চলাকালীন হঠাৎ কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার জিভ আড়ষ্ট হয়ে জড়িয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছিল তার ঠোঁট। মুখ দিয়ে কোনো স্বর বেরোচ্ছিল না। অনেকেই জানেন, আবার অনেকেই জানেন না কবি নজরুল কী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই নিয়ে বিভ্রান্তিও কম ছড়ানো হয়নি। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুন কলকাতার নাগরিকদের উদ্যোগে নতুন করে যে নজরুল-নিরাময়-সমিতি পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল, তাদের পক্ষ থেকে বিকলমেধা কবি-দেহটিকে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের কাছে হাজির করানোর একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, তার পরামর্শও একাধিকবার পাওয়া গেল, যদিও পীড়ার প্রথম পর্বে বিধানচন্দ্রের মতো চিকিৎসককে দিয়ে নজরুলকে ভালোভাবে পরীক্ষা করানো বোধ হয় সম্ভব হয়নি। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের পঁচিশে জুলাই সেই রাঁচিতেই নজরুলকে সরকারিভাবে পাঠানো হয়, কিন্তু দশ বছর আগে পাঠালে তখন হয়তো কোনো সুফল পাওয়া যেত। রাঁচিতে মেন্টাল হাস-পাতালের অধ্যক্ষ মেজর ডেভিস চার মাস পরীক্ষা ও চিকিৎসা করে নজরুলের অবস্থার কোনো উন্নতি সাধন করতে পারেননি, রোগ নির্ণয়েও কোনো আলোকপাত করেননি। নিরাময়-সমিতির সদস্যরা সরকারের অর্থ সাহায্যে এই প্রথম প্রায়-নির্বিকার কবিকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। নজরুলের সঙ্গে গেলেন পঙ্গু রোগিণী প্রমীলা, পুত্র অনিরুদ্ধ এবং নিরাময়-সমিতির পক্ষে জনৈক রবিউদ্দীন আহমদ।

১০ মে ১৯৫৩ সালে জাহাজযোগে যাত্রা করে তারা লন্ডনে পৌঁছলেন চার সপ্তাহ পরে। লন্ডনে চি-কিৎসকদের যে বোর্ড নানাভাবে কবি নজরুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রোগ উপশমের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদের পক্ষেও রোগীর অবস্থা উন্নয়নের কোনো পন্থা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। রবিউদ্দিন আহমদ কর্তৃক সংরক্ষিত, লন্ডনের চিকিৎসকদের স্বাক্ষরযুক্ত মেডিকেল রিপোর্টটি পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়েছে। রবিউদ্দীন আহমদের পরিবার ও শওকত ওসমানের সৌজন্যে মোহাম্মদ মাহফুজউ-ল্লাহ সেটি প্রকাশার্থে দিয়েছেন। নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা থেকে জুন ১৯৮৮ তারিখে প্রকাশিত সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম গ্রন্থে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন কর্তৃক সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়। রিপোর্টের তারিখ ১২ আগস্ট, ১৯৫৩। ১৯৭২ সালের ২৪ মে বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে নজরুলকে তার জন্মবার্ষিকীর শুভলগ্ন সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় ঢাকায় আনা হয় (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯)। কবির পুত্রবধূ উমা কাজীও নজরুলের সঙ্গে ঢাকায় আসেন। বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে নজরুল ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিশেষ ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করলে অপেক্ষমাণ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক জনতা গগনবিদারী স্লোগান দিয়ে নজরুলকে স্বাগত জানান এবং অজস্র ফুলের মালা, ডালি ও স্তবক দিয়ে কবিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। কবিকে ঢাকার ধানমন্ডিতে সরকারি একটি বাড়িতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ওখানে অ্যাম্বুলেন্সে করে আনার পর বিপুল ভিড়ের মধ্যে কবিকে অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাতে আসেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে কবির জন্য মাসিক এক হাজার টাকা ভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। কবির চিকিৎসা তত্ত্বাবধানের জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। ডা. নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত ওই বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন ডা. ইউসুফ আলী, ডা. নাজমুদ্দৌলা চৌধুরী ও ডা. আলী আশরাফ।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী ঢাকায় বঙ্গভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সম্মাননা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ নজরুলকে ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান করেন। ১৯৭৫ সালের ১ জুন তৎকালীন প্রেসিডেন্টের অনুম-তিক্রমে, ডা. বায়োজিদ খান পন্নী কবির হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন। এই চিকিৎসা ১০ আগস্ট পর্যন্ত চলে। ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের তদানীন্তন মহ-াপরিচালক ডা. মেজর এ চৌধুরী কবিকে দেখতে ধানমন্ডির কবি ভবনে যান। তিনি সার্বক্ষণিক চি-কিৎসা তত্ত্বাবধানের সুবিধার জন্য ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবিকে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিলে ১১৭ নম্বর কেবিনে নজরুলকে ভর্তি করা হয়। বাংলাদেশে কবির আড়াই বছরের বাসগৃহ জীবনের অবসান ঘটে। হাসপাতালের বেডই হয় কবির শেষ আশ্রয়। বাংলাদেশের ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পর কবিকে পুরোনো ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০/বি ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার বাড়িটি প্রদান করা হয়। সেই সময়ে বাড়িটির নামকরণ করা হয় কবি ভবন। এই বাড়িতে কবি কাটিয়েছেন তিন বছর এক মাস ২৯ দিন। কবি ভবন থেকে কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে। পিজি হাসপাতালে কবি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাস ১১ দিন কাটিয়েছেন।



আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করতেন। জীবনে বহুবার তিনি সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছেন। কবি নজরুলকে নিয়ে অনেক অজানা বিষয় রয়েছে। জীবনে তিনি কত কী না করেছেন। সাহিত্য ও সংগীতের এমন কোনো দিক নেই, যে ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেননি। মৌনী ফকির কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা। মাত্র ১২ বছর বয়সে কবি সেটি রচনা করেন। কবি তখন আসানসোলে রুটির দোকানের কর্মচারী। সুস্থ অবস্থায় কাজী নজরুল ইসলামের লেখা সর্বশেষ কবিতা গ্রন্থটির নাম নতুন চাঁদ। নজরুল ইসলামের সুস্থ অবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যের নাম নির্ঝর। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে এটি প্রকাশিত হয়। প্রথম বিয়ের ঘটনার পর ১৯২১ সালের ১০ জুলাই কমরেড মুজফ্ ফর আহমদ কুমিল্লা থেকে নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে এসে তালতলা লেনের বাড়িতে নিজের সঙ্গেই রাখেন। ওই বাড়িতে থাকার সময় সম্ভবত ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ রাতে বিদ্রোহী কবিতাটি রচনা করেন। কমরেড মুজফ্ ফর আহমদ বিদ্রোহী কবিতার প্রথম শ্রোতা। কবি নজরুল ইসলামের মুখে বিদ্রোহী কবিতাটি শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ১৯১০ (বা ১৯০৬) সালে ঋষি অরবিন্দ তার সম্পাদিত বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। তার অনেক পরে হাসরত মোহানী করাচি কংগ্রেস অধিবেশনে ওই দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। বরং এই দাবি উত্থাপন করার জন্য ১৯২২ সালের ১১ জুলাই হাইকোর্টের রায়ে তার সাজা হয়। ১৯২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'ধূমকেতুর পথ' শীর্ষক লেখায় কাজী নজরুল ইসলাম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পুনরায় উত্থাপন করেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর সময়কে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের অন্ধকারময় যুগ বলা হয়। কারণ ওই সময়ে কবির রচিত গান প্রায় কেউ গাইতেন না। রেডিওতেও প্রচার হতো না। গভীর শ্রদ্ধায় তাকে স্মরণ করি।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক



পৃথিবীর পথে পথে ছুটে চলা

হাবিবুর রহমান

সতের বছর বয়সে প্রথম মায়ের হাত ধরে দেশের সীমানা ডিঙিয়ে বিদেশের মাটিতে পা রেখেছিলাম। সেই থেকে শুরু। এরপর থেকে বিরতিহীন পথচলা। ছুটছি তো ছুটছিই। এই অনন্ত পথ চলার সমাপ্তি কবে হবে কে জানে!

বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতাকে সালাম জানাতে ছুটে গিয়েছি তার জন্মস্থান আফ্রিকার মরক্কোয়- তার শৈশবের স্মৃতি বিজরিত জন্মশহর তানজিংয়ারে। যেখানে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আটলান্টিক মহাসাগর আর ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেষা সাগর কন্যা মরক্কো। একদিকে সাহারা মরুভূমি অন্যদিকে এটলাস পর্বতমালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মরক্কোকে করে তুলেছে সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয়। আফ্রিকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আর প্রকৃতি বারবার টানে এই ভূখন্ডের বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে। যেমন টেনেছিলো আমাকে।

মরক্কোর পাশের দেশ জিব্রাল্টার। দেশটি ব্রিটিশ শাসিত। মুসলিম সেনাপতি তারেক বিন জিয়াদ ৭১১ সালে স্পেনের এই উপদ্বীপটা জয় করেন। তাঁর নেতৃত্বেই পার্শ্ববর্তী কর্ডোভা ও গ্রানাডা সহ স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এই বিজয়ের পর ৭০০ বছরের বেশী সময় স্পেন মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তরভুক্ত ছিলো।

দেশটিতে পা রেখে আমি শিহরিত হয়েছি। আমার মানসপটে ভেসে উঠছিলো দেড় হাজার বছর আগের সেই দিনটি যেদিন এখানে সেনাপতি তারেকের নেতৃত্বে মাত্র ৫ হাজার মুসলিম সৈন্য রাজা রডরিকের ১ লক্ষ সৈন্যকে মোকাবিলা করে বিজয়ী হয়েছিলো। সেই বিজয় মুসলমানদের সমগ্র ইউরোপের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

খুঁজে বের করেছি ইতালীর ভেনিসে আরেক বিশ্ব পর্যটক মার্কোপলোর বাড়ী। যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন। যার নামে ভেনিস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের নামকরণ করা হয়েছে। ভাস্কো দা গামা যিনি পরতুগাল থেকে জাহাজবহর নিয়ে বাণিজ্য প্রসার করতে গিয়ে আবিস্কার করেছিলেন ভারতবর্ষ। ঘুরে দেখেছি তার অজস্র স্মৃতি-বজরিত লিসবন শহর, যেখান থেকে জাহাজ বহর নিয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন বিশ্বের দেশে দেশে। লিসবন মিউজিয়াম যেখানে তার সমুদ্র যাত্রার অজস্র স্মৃতি।

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানতে ঘুরে বেরিয়েছি মিশরের পথে পথে। দেখেছি ৫ হাজার বছরের ইতিহাস। প্রস্তর যুগের মিশর, মরুভূমির মিশর, বাইবেলীয়-মিথলোজির মিশর, মধ্যযুগীয় ইসলামী মিশর আর আধুনিক মিশর। দেখেছি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নীল নদ-সেই শান্ত সুনীল স্রোতস্বিনী-আফ্রিকায় জন্ম নিয়ে ৬,৬৯৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে আছড়ে পড়েছে ভূমধ্যসাগরের বুকে। আজ থেকে ৭ হাজার বছর আগে যার দু' পাড়ে গড়ে উঠেছিলো প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। দেখেছি মহাকালের স্বাক্ষী পিরামিড-কালের আঁচড়ে এখন কিছুটা ক্ষয়ে এলেও তার মহিমা এখনো অমলিন। দেখেছি কায়রো মিউজিয়াম। প্রাচীন মিশরের এই যাদুঘরটিতে ফারাও রাজাদের মমি করা দেহ, মিশরীয় ও আরব ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ, শিলালিপি, ইতিহাস ঐতিহ্যের বিচিত্র সব নিদর্শন-সংগ্রহের দিক দিয়ে যেটা বিশ্বের প্রথম সারির তালিকায় থাকা একটা সমৃদ্ধ যাদুঘর।

ঘুরে বেড়িয়েছি ঐতিহাসিক শহর আলেকজান্দ্রিয়ায়। শত সহস্র বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এই নগরী। বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার এই শহরের পত্তন করেন। এখানেই ছিলো পৃথিবীর প্রাচীনতম লাইব্রেরী ও বিখ্যাত বাতিঘর। যাচ্ছিলো প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। আলেকজান্দ্রিয়াতে আছে মিশরীয় গ্রীক, রোমান সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয়। বিজয়ী ইউরোপ বিজিত জাতির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে তার স্বাক্ষর রেখে গেছে আলেকজান্দ্রিয়ার স্থাপত্যে।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে হাজার বছরের ইতিহাস। বৈচিত্রে ভরপুর এই শহরটাকে বলা হয় ইউরোপীয় সভ্যতার সুতিকাগার। চা-



রহাজার বছর আগে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই এথেন্স নগরীতে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবসভ্যতার নিদর্শনও সারা এথেন্সে ছড়িয়ে আছে। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল আর হোমারের জন্মভূমি এথেন্স। এই শহরের রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় মনে হয়েছে ভূমধ্যসাগর আর এজিএন সাগরের পা ছুঁয়ে এই ছোট্ট পাহাড়ী শহরে হেটে বেড়াতেন মাহামতি সক্রেটিস। আমার নিজের কাছেই বিশ্বাস হতে চায়নি যে আমি এথেন্সে পা রেখেছি।

আধুনিক মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম, করুন আর বিশাদমাখা ঘটনা ছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই যুদ্ধে। আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওয়ার-ফিল্ড দেখতে ছুটে গিয়েছি তুরস্কের গ্যালিপলিতে। এই ফ্রন্টটিতে যুদ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর তুরস্কের সৈন্যরা। ১৯১৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ১৯১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে এই এলাকায়। উভয় পক্ষে নিহত হয় ৫ লক্ষাধিক সৈন্য আহত হয় ৩ লাখ। হেটে যেতে যেতে দেখছিলাম রাস্তার দুই পাশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে তৈরী অসংখ্য ভাস্কর্য। ওখানকার নেভাল মিউজিয়ামে দেখানো হলো যুদ্ধের ভয়াবহতা। মিত্র শক্তির আক্রমণ। তুরস্ক সমুদ্রে মাইন পেতে কিভাবে আক্রমণ প্রতিহত করা হলো তা ও। গ্যালিপলিতে রাস্তার পাশে ছড়িয়ে আছে অনেক গণকবর। এগুলো সেসব হতভাগা সৈনিকদের যারা বেঁচে থাকার তাগিদে চাকুরি করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কি নিষ্ঠুর নির্মমতা! যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন দেখতে গিয়ে নিজের হৃদয়টাকে রক্তাক্ত করে ফিরে এসেছি।

হিংসার কারণে ধুলোয় মিশে গেলো একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জনপদ-যার নাম ট্রয়। যাকে বলা হয় অভিশপ্ত এক নগরী। তুরস্কের আনাতোলিয়া রাজ্যে এর অবস্থান। বলা হয় সুন্দরী হেলেনের জন্য ট্রোজান যুদ্ধে এই ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়। মহাকবি হোমারের লিখা দু'টি মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডেসি-হেলেন, স্পার্টা আর ট্রয়ের যুদ্ধ ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

ট্রয়ের যুদ্ধ ক্ষেত্র আর সেই ঐতিহাসিক কাঠের ঘোড়া দেখতে ইস্তাম্বুল থেকে সারাদিন বাস জার্নি করেছি। ইজিয়ান সাগর, মারমারা সাগর আর কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ইতিহাসের ট্রয় নগরী। তিন সমুদ্র দিয়ে দেশ-বিদেশের বাণিজ্য জাহাজ এসে ভিড়তো এই ট্রয় নগরীতে। যার ফলে সম্পদশালী হয়ে উঠে ট্রয়। এখন সেই ট্রয় নগরীর চারদিকে শুধু ধ্বংসস্তুপ, ছড়ানো ছিটানো পাথর আর ভাঙ্গা দেয়াল। ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামের রাজপ্রাসাদ এখন শুধুই ধ্বংস্তুপ। ট্রয় নগরীর ধ্বংসস্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে বার বার ভেসে উঠছিলো ইজিয়ান সাগরে নোঙ্গর করা সারি সারি যুদ্ধ জাহাজ। ১০ বছর ব্যাপী যুদ্ধে প্রাণ দিলো হাজার হাজার যুদ্ধা। একজন নারীর জন্য ধ্বংস হয়ে গেলো একটি সুখী সমৃদ্ধ জনপদ। ভাবলেই ভারী হয়ে আসে মন।

ইতিহাসের স্বাক্ষী হতে নিউইয়র্ক থেকে ছুটে গিয়েছি স্পেনের সমৃদ্ধ শহর বার্সিলোনায়। সেখানকার বিখ্যাত কাতালুনিয়া স্কয়ারে স্বাধীনতার দাবীতে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে এই স্কয়ারে সমবেত হয়েছিলো ১০ লক্ষাধিক মানুষ। কিন্তু তাদের স্বাধীনতার সে স্বপ্ন পুরণ হয়নি। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন জারী করে স্পেন সরকার। স্বাধীনতা আন্দেলনের নেতা কার্লোস পুজাদেমন সহ ৯জন নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। রাজ্যের পুলিশ প্রধানকে পদচ্যুত করা হয়। কাতালুনিয়ার স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করেনি ইউরেপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি। কারন তাদেরও শংকার কারণ ছিলো।

কিন্তু তারপরও কেন্দ্রীয় সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে তাঁবু খাটিয়ে বসে ছিলো কিছু মানুষ। তাদের মাথার উপর পতপত করে উড়ছিলো স্বাধীন কাতালুনিয়ার পতাকা। খোলা আকাশের নীচে টেবিল পেতে সাংগঠনিক কর্মকান্ড চালাচ্ছিলো নেতা-কর্মীরা। লোকজন আসছে যাচ্ছে। আসছে সারা বিশ্বের সাংবাদিক এবং পর্যটক। এই স্কয়ারটা এখন পরিণত হয় স্বাধীন কাতালুনিয়ার প্রতীক হিসাবে।

আমি বার্সিলোনার গ্রামে গ্রামে গিয়েছি। দেখেছি সেখানকার বাড়ীতে বাড়ীতে গাছে ব্রীজের রেলিংসহ সর্বত্র হলুদ রিবন বাঁধা। জানতে চেয়েছি এগুলি কি। ওরা বলেছে- এগুলি স্বাধীনতাকামীদের প্রতি সহ মর্মিতা আর সরকারের প্রতি ঘৃণা।

আমরা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখেছি, তারা জানি ৭১-এর মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে বাড়ীতে বাড়ীতে কালো পতাকা ওড়ানো হয়েছিলো। বাঙালীর বুকের ভেতর যে রক্তক্ষরণ হয়েছিলো তার বহি: প্রকাশ ঘটেছিলো সেই কালো পতাকায়। পরে তা বারুদ হয়ে ঝরেছিলে যুদ্ধে। আজ বার্সিলোনার শহরে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখেছি আমাদের সে রক্ত ক্ষরণেরই বহি:প্রকাশ কাতালিয়া বাসীদের বুকে। স্বাধীনতার দাবীতে তারা ফুঁসছে। প্রত্যন্ত পাহাড়ী গ্রামেও স্বাধীনতার স্বপক্ষে পোস্টার। এই তরঙ্গ রুধিবে কে? বাঙালীর স্বাধীনতা কেউ রুখতে পারেনি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কাতালিয়ার স্বাধীনতাকেও কেউ রুখতে পারবেনা।

জেল জুলুম দিয়ে কোন দেশের মানুষের স্বাধীন তার স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দেয়া যায়নি। ইতিহাস তার স্বাক্ষী। কাতালিয়ানদের স্বাধীনতা পাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইতিহাস তো তাই বলছে। আর সে ইতিহাসের স্বাক্ষী হতে আমি ছুটে গিয়েছি নিউইয়র্ক থেকে বার্সিলোনায়, কাতালিয়ায়। ঘুরে বেড়িয়েছি শহর থেকে শহরে। ৭১-এ আমাদের বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলেছিলো, যে ঘৃণা ধরেছিলো পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যদি তার থেকে সামান্য কিছু ধার দেয়া যায়! ইতালীর ভেনিসের এক চমৎকার দ্বীপ মুড়ানো। আড্রিয়াটিক সাগরের শ্যাওলা সবুজ ধুসর জল, আর গ্র্যান্ড ক্যানেলের ঘোলা জল মাতাল হয়ে দ্বীপে এসে এলোমেলো ধাক্কা দেয়। এখানে আছে শতাব্দী প্রাচীন গ্লাস ফ্যাক্টরী। সময় যেন এখনো থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ভেনিসের চাকচিক্যময় গ্লামারের কোন চিহ্ন নেই। এক প্রাচীন পরিবেশে শতাব্দী প্রাচীন টেকনিক দিয়ে আজও এখানে কাঁচের নানা জিনিষ তৈরি হয়। কোন কোন শিল্পীরা নাকি বংশ পরম্পরায় গত কয়েকশ বছর ধরে এখানে কাঁচ তৈরি করে চলেছে। মুরানোর কাঁচ শিল্পীদের তৈরি কাঁচ শুধু মাত্র কাঁচ নয়-এক অন্য রকমের শিল্প। এখানে শিল্পীরা কাঁচের মধ্য দিয়ে তাদের শিল্পী স্বত্বাকে ফুটিয়ে তুলে। ভেনিসে কাঁচ তৈরির সুক্ষ প্রনালী, কাঁচে রং তোলা ইত্যাদি কারিগরি পদ্ধতির সূচনা সেই তেরো শতাব্দীতে শুরু হয়েছিলো।

ভেনিসের মুড়ানো দ্বীপে এখনো কাঁচ শিল্পীদের হাতের ছোঁয়া ও দক্ষতায় সামান্য কাঁচের টুকরোও হয়ে উঠে মাস্টার পিস-তাকিয়ে দেখার মত। কাঁচ শিল্পীরা কাঁচের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে এক একটি রঙিন স্বপ্ন।

চোখের সামনে ভেনিসের কাঁচ শিল্পির হাতে প্রাচীন পদ্ধতিতে কাঁচ তৈরি দেখতে দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর ট্যুরিস্ট ভেনিসের এই দ্বীপ মুড়ানোতে আসে। তারা সাথে করে নিয়ে যায় মুড়ানো দ্বীপের শিল্পীদের তৈরি কাঁচের স্যুভেনির। এই এক টুকরো কাঁচেই জড়িয়ে থাকে ভ্রমণ গাঁথা, পথের গল্প আর এক টুকরো সময়। আমিও এমনি একটি স্যুভেনির নিয়ে ফিরে এসেছি ঘরে।

নিউইয়র্কে ফিরে 'আসার পর কখনো অলস দুপুরে কখনও বা বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় সেই কাঁচের টুকরোটি ক্ষনিকের জন্য হলেও আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই মুড়ানো দ্বীপে যেখানে জ্বলন্ত ফার্নেসের সামনে দাঁড়িয়ে এক মনে কাঁচ তৈরি করছে এক কাঁচ শিল্পী।

আরো কত কত কি! কিন্তু তখন কে জানতো এই আমিই একদিন বিশ্ব পর্যটকের তালিকায় নাম লেখাবো?

লাটিমের মত ঘুরছি তো ঘুরছিই। এদেশ থেকে ও দেশে। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে আমার এ পথচলার শেষ কবে শেষ হবে কে জানে!।

লেখক: সাংবাদিক
সিইও,বাংলা টুর
e-mail:banglatourus@gmail.com

তিস্তা একটি রাজনীতিরও নাম

ইমতিয়ার শামীম

আবারও আমাদের সামনে ফিরে এসেছে তিস্তা নদীর বৃত্তান্ত। ফিরে এসেছে চীনের ঋণ সহায়তায় নদীটিকে ঘিরে গৃহীত প্রকল্পের সংবাদ ঘিরে। ফিরে এসেছে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার আকস্মিক বাংলাদেশ সফরের সূত্রে। এ সফরের সময় তিস্তা নদীর প্রসঙ্গ ওঠেনি- এ রকমই বলেছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব ২০ আগস্টের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে। যদিও ঢাকা ও দিল্লির পররাষ্ট্র পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসবেন, অথচ তিস্তার প্রসঙ্গ উঠবে না, এমন বক্তব্য বিশ্বাস করা কঠিন; বিশেষত খোদ ভারতের গণমাধ্যমেই যখন এ সফরকে তিস্তার পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্পে চীনের সম্পৃক্তির প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। ২৩ আগস্ট আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এই অনানুষ্ঠানিক সফর নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, দুদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কমিটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবে।

তিস্তাকে ঘিরে বাংলাদেশ ও চীনের প্রকল্প কি পারবে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা মেটাতে? পারবে কি তিস্তায় সারাবছর পানি রাখতে এবং নদীটিকে খুন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে? এমন প্রশ্ন আসছে, কেননা এর আগে বাস্তবায়িত তিস্তা ব্যারাজের ব্যর্থতার কথাও কম-বেশি আমরা সবাই জানি। কিংবা এমনও নয় যে, এ প্রকল্প হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ নদীর পানি বণ্টন-সংক্রান্ত কোনো চুক্তির দরকার হবে না। কারণ এ প্রকল্প হলেও তুরুপের তাস ভারতের হাতেই রয়ে যাবে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ নদীর মতো তিস্তাও এসেছে বাইরে থেকে। সিকিম হিমালয়ের সাত হাজার ২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত চিতামুহুদ থেকে বেরিয়ে এ নদী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে নীলফামারী জেলা দিয়ে। ভারত এর মধ্যেই নানাভাবে এ নদীর সুবিধাভোগী। সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি ও সেচ প্রকল্প রয়েছে এ নদীকে ঘিরে। পৃথিবীর নদীগুলো যেন সত্যিকারের নদীর মতোই বাঁচতে পারে, সেজন্য ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ প্রণীত কনভেনশনের বেশ কয়েকটি ধারা থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিন্ন নদীগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকের সমানাধিকার প্রযোজ্য হবে। কিন্তু শুধু তিস্তা কেন, বাংলাদেশ-ভারতের অভিন্ন নদীগুলোর প্রায় সবগুলোতে এই সমানাধিকারের ধারা এখনও কার্যকর নয়।

তিস্তার ব্যাপারে বাংলাদেশ যে চীনকে জড়িয়ে বিকল্প চিন্তা করছে, এটি হঠাৎ করে সম্প্রতি গণমাধ্যমে আলোচিত হলেও ঘটনা হিসেবে অবশ্য বেশ পুরোনো। আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রক্রিয়ার শুরু ২০১৯ সালের জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের মধ্য দিয়ে। সে বছর অক্টোবরে ভারত সফর করার আগে শেখ হাসিনার এই চীন সফরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তিস্তা নদীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে কথা হয়। তারপর মেঘে মেঘে বেলা অনেক গড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের পরের মাস আগস্টের দ্বিতীয় পক্ষে নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে তাকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামনিয়াম জয়শঙ্কর। তখন তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, অভিন্ন ৫৪টি নদীর পানি বণ্টনের একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করতে রাজি হয়েছে দুই দেশ। তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির ব্যাপারেও ভারত পূর্ব প্রতিশ্রুতিতে অনড় রয়েছে (সমকাল, ২১ আগস্ট ২০২০)। যদিও অক্টোবরে ভারত সফরের সময় বিষয়টি আর এগোয়নি।

কার্যত না এগোলেও ভারত বারবার আশ্বস্ত করেছে, তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি হবে। বাংলাদেশেও যখন করোনাভাইরাসের উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ছে, তেমনই এক সময়ে গত মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় এক সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্র



সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত ওই সেমিনারে তিনি বলেছিলেন, এ বছরেই তিস্তা চুক্তি হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে (সমকাল, ২ মার্চ ২০২০)। এর মাত্র মাস পাঁচেকের মধ্যে গত ১৮ আগস্ট তিনি যে আকস্মিক সফরে ঢাকা এলেন তাতে আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে তিস্তা প্রসঙ্গের কোনো নামগন্ধ না থাকলেও ভারতের পত্রপত্রিকায় যেভাবে তিস্তা প্রকল্প ও বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে এই সফর কেবল দুই দেশের প্রতিবেশী আগ্রে নীতিভিত্তিক আলোচনা কিংবা টিকা কূটনীতি বা কভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির আলোচনাতেই সীমিত ছিল, তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। লেখাই বাহুল্য, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের এই তিস্তা নদীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প এ দুই দেশ তো বটেই, ভারতের জন্যও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দেবে চীন। আর প্রকল্পের লক্ষ্য এ নদী বেসিনকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং গ্রীষ্মকালীন পানি সংকটকে সামাল দেওয়া। পাশাপাশি এই ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যটিও মনে করা যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জুলাইয়ের চীন সফরের সময় যে ৯টি চুক্তি ও সমঝোতা দলিল স্বাক্ষরিত হয়, সেগুলোর তৃতীয়টি হলো ইয়ালু ঝাংবো ও ব্রহ্মপুত্র নদের তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক ও তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা।

এটা সত্য যে, প্রথমত. নদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চীনের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। শুধু তাই নয়, এশিয়ার নদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চীনের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, দেশটি নদী-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত. বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সব সময়ই চীনসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গেই একটি স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর যৌক্তিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং চীনের দিক থেকেও বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে কার্যকর সাড়া মিলেছে। তবে এটিও ভুলে গেলে চলবে না, চীন থেকে পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য গত এক দশকে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখতে গেলে, স্নায়ুযুদ্ধের শেষ দিকে এসে এবং সোভিয়েত মডেলের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অবসানের পর থেকে বিশ্বরাজনীতি ক্রমশই হয়ে উঠেছে পরিবেশগত ইস্যুকেন্দ্রিক আর কূটনীতি হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির পর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখন যেসব ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোর মধ্যে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বিশেষত তিস্তার পানি বণ্টন একটি প্রধান ইস্যু। ২০১১ সালেই যে চুক্তি হয়ে যাওয়ার পথে ছিল, ২০২০ সালে এসেও তা ঝুলে থাকা ভারতের শীর্ষ মহল থেকে বর্ণিত প্রতিবেশী আগ্রে নীতির গায়ে একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিকে তাকিয়ে বলা যায়, আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এ চুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। নির্বাচনের পরও রয়েছে নানা রকম যদি।

কিন্তু ভারতকে অকস্মাৎ এই কভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির মধ্যেও প্রতিবেশীদের, বিশেষত বাংলাদেশের দিকে মনোযোগের সঙ্গে ফিরে তাকাতে হচ্ছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে বোধ করি বিবিসির কাছে বলা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের অধ্যাপক ইমন লাহিড়ীর মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, যেসব আইন ভারত বিভিন্ন সময়ে পাস করছে, সেগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ভালোভাবে নিচ্ছে না। আজকে বিশ্বায়নের যুগে উগ্রবাদ কিন্তু কখনোই কাম্য নয়। আর ভারতের কাছে প্রতিবেশীরা এটা আশাও করে না। জাতীয় নাগরিকপঞ্জিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এ নিয়ে কী ভারতে, কী বাংলাদেশে- অসন্তোষ চাপা থাকেনি। কভিডের আগে জন্ম নেওয়া এই অসন্তোষের মধ্যেই তিস্তা প্রকল্পের অগ্রগতির খবরকে ভারত যে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, তা এখন মোটামুটি স্পষ্ট। কারণ গত ৫ মে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা এবং পাংগং হ্রদের ধারে ভারত-চীন সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে ভাবতে হচ্ছে প্রতিবেশীদের মিত্রতার কথা। তাই শুধু বাংলাদেশ নয়, নেপালকে নিয়েও চিন্তা করতে হচ্ছে তাকে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে বটে, কভিড-১৯ টিকাসহ বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা হলেও তিস্তা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। কিন্তু দেশটির গণমাধ্যমগুলোর শিরোনাম পাঠকদের অন্যরকম বার্তাই দিচ্ছে। ভারতের ইংরেজি ভাষার অন্যতম দৈনিক দ্য এশিয়ান এজকে আমরা শিরোনাম করতে দেখেছি চীনের প্রভাব ঠেকাতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিবের সাক্ষাৎ- যদিও এ রকম সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি এখনও মেলেনি ঢাকার পক্ষ থেকে। এভাবে, ভারতের প্রায় সব পত্রিকার শিরোনামই প্রকারান্তরে জানাচ্ছে, বাংলাদেশে চীনের আরও অনেক প্রকল্প থাকলেও তিস্তা নদীকে ঘিরে যে প্রকল্প হতে চলেছে, তা ভারতকে কূটনৈতিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে চলেছে।

দেশের উত্তরের পাঁচটি জেলা গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও রংপুরের কমপক্ষে ২১ মিলিয়ন মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে তিস্তার সঙ্গে। কিন্তু প্রতি বছরই শুকনো মৌসুমে নদী যেভাবে শুকিয়ে মরে থাকছে, তাতে প্রকারান্তরে এই মানুষগুলোই শুকিয়ে মরছে। এমন একটি সমস্যাকে নিশ্চয়ই দিনের পর দিন ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তবে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির গতিপ্রবাহ থেকে পরিষ্কার- সদিচ্ছা থাকার পরও খুব দ্রুত তারা এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না। কিন্তু এমন প্রেক্ষাপটে চীনের সঙ্গে একটি বৃহৎ প্রকল্পই যে এ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

বাংলাদেশকে, লেখাই বাহুল্য, তিস্তা ইস্যুতে একটি গ্রহণযোগ্য পথ বেছে নিতে হবে- এটি যাতে অন্যান্য ইস্যুর হাতিয়ারে পরিণত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কার্যত বাংলাদেশকে জাতিসংঘের অভিন্ন নদী-সংক্রান্ত কনভেনশনকে সামনে রেখেই এগোতে হবে, আবার দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় দিকগুলোকেও কূটনৈতিক বিবেচনায় রাখতে হবে। তিস্তা ইতোমধ্যেই নিষ্ঠুর রাজনীতির শিকার, একে আরও জটিল করে তুললে নদীটির হননযজ্ঞই ত্বরান্বিত হবে।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

অনলাইন প্ল্যাটফরমগুলোতে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি

আলাউদ্দীন মাজিদ

গণমাধ্যমে অশ্লীলতা সমাজকে কি পরিমাণ কলুষিত করে তার আঁচ আমরা নব্বই দশকের শেষ ভাগ থেকেই পেয়েছিলাম। তখন এ দেশের চলচ্চিত্রে শুরু হয়েছিল লাগাম ছাড়া অশ্লীল ছবির ছড়াছড়ি। যার পরিণাম দাঁড়িয়েছিল যুবসমাজের মধ্যে চরম অবক্ষয়। ধর্ষণ হয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রণহীন। নানা অপরাধ প্রবণতা বাড়ে উদ্বেগজনক হারে। এরপর শুরু হয় ছোট পর্দায় ভিনদেশি সিরিয়াল দেখার ধুম। এসব সিরিয়ালের মুখ্য বিষয় পারিবারিক কোন্দল ও পরকীয়া। এর নেতিবাচক প্রভাব ফেলল আমাদের সমাজে। পরকীয়া আর কথায় কথায় ডিভোর্সকে রীতিমতো কালচারে পরিণত করে ফেলা হলো। দেশ ও সমাজে এমন দৈন্যদশার পর এবার শুরু হলো অনলাইন প্লাটফর্মে অশ্লীলতায় ভরা ওয়েব সিরিজ ও ওয়েব ফিল্মের মহোৎসব। যুবসমাজ এখন এসব দেখতে রীতিমতো নেশাগ্রস্ত। উদ্বেগের বিষয় হলো দেশের ভবিষ্যৎ যুবসমাজ যদি এসব দেখে অনৈতিকতার পথে পা বাড়ায় তাহলে দেশের আগামীটা কী হবে?

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা গবেষক ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের শিক্ষক মতিন রহমান বলেন, 'বিষয়টি আসলে এমন, এখন প্রযুক্তির স্বাধীনতার যুগ। এই স্বাধীনতার কারণে বিশ্বময় চিন্তা ভাবনা বদলে গেছে। এই বৈশ্বিক বদলের সঙ্গে বাংলাদেশও যদি একাত্ম হতে চায় তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ এখন প্রতিযোগিতার যুগ। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় অনুধাবণ করা জরুরি, আর তা হলো সব দেশেরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এখানে ভাবতে হবে, কোন দেশের শিল্প-সংস্কৃতির ভাবনা কেমন। কোনো কিছুকে আমরা চিহ্নিত করে দিতে পারছি না। কিন্তু আমাদের নৈতিকতা কী বলে সেটিই আগে ভাবতে হবে। আমরা তো এসব ছবিকে সেন্সরের আওতায় আনতে পারব না। আরেকটি বিষয় হলো, এটি আমরা পরিবার নিয়ে দেখছি না। একাকী দেখছি। এখানে বয়স ও দেখার স্বাধীনতাই মুখ্য। তারপরও বলব আমাদের নিজ দেশ ও সংস্কৃতির বিষয়টি নৈতিকভাবে ভেবে এ ক্ষেত্রে এগুতে হবে। পাশ্চাত্যের দেশগুলো কিন্তু এসব দেখে বাজেভাবে রিঅ্যাক্ট করে না। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। সবশেষে বলতে চাই সুস্থ নাগরিক হিসেবে সবার দায়িত্ব হচ্ছে যুবসমাজকে আমরা কোন পথে নেব সেই চিন্তা করা।'

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, 'আসলে অশ্লীলতা



ও যৌনতা এক নয়। যৌনতা হচ্ছে পার্ট অব লাইফ। এটি না থাকলে কারও জন্ম হতো না। যৌনতাকে আমি স্বাভাবিকভাবেই দেখি এবং স্বাগত জানাই। তবে অশ্লীলতা কখনই সমর্থন যোগ্য নয়। এসব ওয়েব ফিল্ম বা সিরিজের বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত রেইট, মানে বয়স অনুযায়ী রেইটিং নির্ধারণ করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত এটি কতটা শৈল্পিক সেদিকে নজর রাখতে হবে। ওয়েব ফিল্ম বা সিরিজ যেন কোনোভোবেই যেন ভালগার না হয়-লক্ষ্য রাখতে হবে।'

এদিকে, অনেকের মন্তব্য 'শয্যাদৃশ্যের প্রয়োজনে কাহিনি, নাকি কাহিনির প্রয়োজনে শয্যাদৃশ্য-কিছু ওয়েব ফিল্ম বা সিরিজের ক্ষেত্রে এটিই বোঝা মুশকিল।' হালের কিছু ওয়েব সিরিজকে ঘিরে ফেসবুকে এখন এমন অসংখ্য মন্তব্যের ঝড়। বাংলাদেশের দর্শক কখনো কল্পনা করেননি, নাটক দেখতে গিয়ে তাদের পর্নো সদৃশ কিছু দেখতে হবে। কখনো ভাবেননি, শালীন-কুলীন প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এমন নগ্ন ও অশালীনরূপে তাদের সামনে হাজির হবেন। আর তাদের ভাষার কি শ্রী! কী অশ্লীল-অশ্রাব্য শব্দবাক্য! সংলাপ নয়, এ যেন মুখে 'খিস্তি-খেউড়ের খই'! 'বুমেরাং', 'সদর ঘাটের টাইগার', '১৪ আগস্ট' নামের ওয়েব সিরিজ দেখতে গিয়ে দর্শকরা এমনই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। অবশ্য তাতে বিব্রত নন শিল্পী-কুশীলব কিংবা নির্মাতা। তাদের কাছে সব কিছুই নাকি 'গল্পের প্রয়োজনে'! কী সেলুকাস! ভিডিওগুলোয় যৌনতার বাণিজ্যিক সমীকরণ খুব সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট অশ্লীলতার ব্যাকরণ। নাটকের ভিউ পাওয়ার ট্রেন্ড কি তবে পাল্টে যাচ্ছে? অবশ্য ওয়েব সিরিজ নিয়ে এমন বিতর্ক নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি যৌনতাসহ বিভিন্ন অভিযোগে জনপ্রিয় ভারতীয় ওয়েব সিরিজ 'ট্রিপল এক্স'র প্রযোজকদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। ২০১৮ সালে নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম ভিডিওসহ আরও কিছু অনলাইন প্ল্যাটফরমের অশ্লীল ও যৌন উত্তেজক ওয়েব সিরিজ সরাতে দিল্লির হাই কোর্টে মামলা হয়। মামলা হয় জনপ্রিয় সেক্রেড গেমস, হাসমুখ বেতাল, পাতাল লকসহ বিভিন্ন ওয়েব সিরিজের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশেও বিতর্ক আর ওয়েব সিরিজ যথারীতি হাত ধরাধরি করেই চলছে। নব্বই দশকে আমেরিকায় ওয়েব সিরিজের জন্ম। আমেরিকান লেখক ট্রেসি রিড লিখিত 'কোয়ান্টামলিঙ্ক সিরিয়াল' (১৯৮৮-৯৯) দিয়ে এর যাত্রা।

বিশ শতকের শেষ দিকে স্কট জাকারিনের সৃষ্টি 'দ্য স্পট' দিয়ে জনপ্রিয়তার সিঁড়িতে ওয়েব সিরিজের উত্থান। একুশ শতকে এর বিশ্বভ্রমণ, বিনোদনের প্রভাবশালী বিকল্প মাধ্যম হয়ে ওঠা। পার্শ্ববর্তী ভারতেও এর যাত্রা শুরু অনেক আগে। বাংলাদেশে ওয়েব সিরিজের যাত্রা ২০১৭ সালে। ওই বছর ঈদুল ফিতরে টিভির পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেলে একাধিক ধারাবাহিক নাটক প্রচার হয়। এর মধ্যে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে ৭ পর্বের 'আমি ক্রিকেটার হতে চাই' ও 'অ্যাডমিশন টেস্ট', 'এল আমোর টিভি' নামের ইউটিউব চ্যানেলে 'টেস্টিং সল্ট', বাংলা ঢোলের উদ্যোগে ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরম বাংলাফ্লিক্সে প্রচার হয় বিশেষ নাটক 'উপহার'। বাংলাদেশে ওয়েব সিরিজের আনুষ্ঠানিক প্রকাশটা মূলত তখন। এরপর ঈদুল ফিতরের ধারাবাহিকতায় ঈদুল আজহায়ও প্রচার হয় একাধিক নাটক। সমালোচনা ও বিতর্ক দিয়েই বাংলাদেশে 'ওয়েব সিরিজ'-এর যাত্রা। ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক দিয়েই ওয়েব সিরিজের দৃষ্টি আকর্ষণ। ওয়েব সিরিজগুলোয় অপ্রাসঙ্গিক ও অহেতুক যৌনতার সুড়সুড়ি, অশালীন সংলাপ ও অঙ্গভঙ্গি, মাদক গ্রহণের দৃশ্যবলীর কারণেই মূলত এ সমালোচনা। বিষয়বস্তু বা শিল্পগুণের বদলে 'অনাকাঙ্খিত' দৃশ্যের বন্দুকে সস্তা ও দ্রুত জনপ্রিয়তা বা বিপুল ভিউয়ার বা সাবস্ক্রাইবার শিকারের চেষ্টা, নাটকগুলোয় খুব দৃষ্টিকটুভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর সেই চেষ্টায় এখন যোগ হয়েছে পর্নোগ্রাফি।

'বুমেরাং'-এর 'তোমার ঘরে বাস করে কয়জনা' পর্বটি শুরুই হয় অভিনেতা আদনান ফারুক হিল্লোল ও অভিনেত্রী নাজিয়া হক অর্ষার দীর্ঘ বেডসিন দিয়ে। দেশীয় নাটকে এমন পর্নো দৃশ্যের সংযোজন সম্ভবত এই প্রথম। এমন ভিডিওতে দেশের প্রথম সারির নির্মাতা বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাবলীল অংশগ্রহণ অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য। পুরো নাটকে প্রিয় পাত্র-পাত্রীদের এমন খোলামেলা ও রগরগে উপস্থিতি-সত্যিই প্রথম দেখাতে চোখ কপালে ওঠার মতো। অন্যদিকে 'বুমেরাং'-এর 'ঝড়ো হাওয়া লেগে তার শিখা নিভে যাবে' পর্বটি আরও বেশি রগরগে ও যৌন উত্তেজক। এমন নাটকে পরিচিত মুখ মৌটুসী বিশ্বাস, ইমি, শ্যামল মাওলা ও তানভীরদের দেখে সত্যি লজ্জায় মুখ ঢাকতে ইচ্ছা হয়। আর 'সদরঘাটের টাইগার'কে নাটক না বলে 'গালি ব্যাংক' বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন 'অশ্লীল গালিময়' নাটক দেশে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। অন্যদিকে '১৪ আগস্ট' সিরিজটিতে যৌনতা, সহিংসতা, মাদক, অশ্লীল সংলাপের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় বখে যাওয়া ঐশীর কাহিনি। অশালীন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৬৩ এর একটি জায়গায় কেবল অশ্লীলতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

বলা হচ্ছে-অশ্লীলতা হচ্ছে তাই, যা সুস্থ ও সাধারণ মানুষের মনে ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা ও অন্যায় চিন্তা জাগানোর কারণ হতে পারে এবং নৈতিক চরিত্র কলুষিত করে তাদের মনকে এমন সব নীতিবিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে, যাকে সাধারণভাবে নৈতিকতার পরিপন্থী ভাবা হয় এবং তা জনগণের চারিত্রিক অধঃপতন ও লাম্পট্যের মতো ক্ষতিকর প্রভাব রাখতে পারে (ধারা-২)। অন্য সব ক্ষেত্রে হিকলিন টেস্ট অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কেউ অশ্লীল বার্তা প্রেরণ করলে তাকে সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদন্ড বা ৫ কোটি অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে হবে (ধারা-৬৯)। এখানে 'পর্নোগ্রাফি' মানে, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোনো অশ্লীল সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য; যা চলচ্চিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থিরচিত্র, গ্রাফিক্স বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এবং যার কোনো শৈল্পিক বা শিক্ষাগত মূল্য নেই। এ সংজ্ঞামতে, 'বুমেরাং'-এর মতো ওয়েব সিরিজগুলো 'পর্নোগ্রাফি'র কাতারে পড়ে। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে সংশ্লিষ্টরা পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর আওতায় অপরাধের মাত্রানুযায়ী সর্বোচ্চ দুই থেকে সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড ও সর্বোচ্চ এক থেকে দুই লাখ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে [ধারা-২, ৮]। উল্লেখ্য, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সালে পর্নোগ্রাফির অভিযোগে 'নেশা' নামক একটি মিউজিক ভিডিওর বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে পর্নোগ্রাফি মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খন্দকার নাজমুল আহসান। এ ধরনের মামলা বাংলাদেশে প্রথম।



BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হ্যালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ওটি ফ্রি

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি

৩টি হার্ড চিকেন $12.99

প্রতিদিন আনে তাজা খাসি, গরু, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা, উটের মাংস

প্রতিদিন আনে তাজা হালাল খাসির মাংস

ফেরুলার পোট $4.49/lb বেবি পোট $6.49/lb

বিমাল্লা আলা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের স্বাদালীয় ফ্রোজেন মাছ

খোয়াল, ঘাইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, টিলাপি, কাতলা, রাহু ও পোল

শাইন স্নেপিয়া	$3.49/lb
শাইন বাসেলা	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (মাঝারি সাইজ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইন স্নেপিয়া, শালমন, ট্রাউট মাছ, বীফ, দেশী, ব্রাজিল, টিলাপি, বাংলাদেশী কাচা মিরচি এবং টিলাপি মাছ

ডেলিশিয়াল

ফ্রি ডেলিভারী

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm (Sundays 8:00 to 4:00pm)

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices

One Stop Solutions For Community Needs

TAX & Immigration Service

Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

Individual Tax Filing

- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

e - file

INSTANT Refund

SEND MONEY WORLDWIDE

Airline Tickets

INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিকাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুপারি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ও সেন্ট, ❑ ফ্রান্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শফিক এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।



জো বাইডেন ও কমালা হ্যারিস : প্রগতিশীল ও প্রতিশ্রুতিশীল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমালা হ্যারিসকে নিজের ডেপুটি হিসেবে বেছে নিয়ে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেন দেখালেন, আমেরিকান রাজনীতির অলিগলিটা তিনি ভালোই চেনেন। তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট-প্রার্থী হিসেবে এমন একজনকেই বাছাই করতে হতো, যিনি দেশ ও দলের বিভক্ত সব অংশের কাছে পৌঁছতে পারবেন, যা বাইডেন নিজে করতে পারতেন না। মিসেস হ্যারিস এমনই একজন প্রার্থী। তাই প্রার্থী হিসেবে তাঁকে পছন্দ করাটা নিরাপদ, একই সঙ্গে ঐতিহাসিকও। নির্বাচিত হলে কমালা হ্যারিস হবেন দেশটির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রথম এশিয়ান-আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' (কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়নবিরোধী অহিংস প্রতিবাদ) ও 'হ্যাশট্যাগ মি-টু' আন্দোলন এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনতত্ত্ব বদলে যাওয়ার এই সময়ে হ্যারিসের মনোনয়নের অর্থ হচ্ছে অনেকটা ইতিহাসের ধনুককে ন্যায়বিচারের প্রতি বাঁকিয়ে আনা।

এই বার্তাটি তরুণ ভোটার, বিশেষ করে জো বাইডেনের প্রতি অনুরক্ত বর্ণের লোকদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মিসেস হ্যারিসের এই মনোনয়ন পাওয়া মানে দলের বামপন্থী বার্নি স্যান্ডার্সের ভক্তরা বাইডেনের ভক্ত হয়ে যাবেন এমনটা নয়। তবে হিলারিকে ভোট না দেওয়া সেই সব কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারের কাছে তাঁদের গুরুত্ব ও স্বীকৃতির বার্তাটি কমালা হ্যারিস ঠিকই পৌঁছে দিতে পারবেন যে ডেমোক্র্যাটদের জন্য কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা মূল ভূমিকা পালন করতে পারেন। মিসেস হ্যারিস এমন এক আন্তর্জাতিতাত্ত্বিক আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন, যে দর্শন নিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করেন দেশটির বেশির ভাগ মানুষ। তাই এই মনোনয়ন এক ভবিষ্যমুখও বটে। নির্বাচিত হলে বাইডেন হবেন আমেরিকার বয়স্কতম প্রেসিডেন্ট, সেখানে ৫৫ বছর বয়সী মিসেস হ্যারিস হচ্ছেন বাইডেনের চেয়ে দুই দশকের বেশি ছোট। বয়স বিবেচনায় বাইডেনের এমন একজন ডেপুটি দরকার ছিল, যিনি দৌড়াতে পারেন। ২০১৭ সাল থেকে সিনেটরের দায়িত্ব পালন করে আসা কমালা হ্যারিস ওয়াশিংটনকে ভেতর থেকেই চেনেন। তিনি আমেরিকান কংগ্রেসে দেখাতে পেরেছেন যে তিনি তাঁর দক্ষিণপন্থী প্রতিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন প্রসিকিউটর হিসেবে তাঁর রেকর্ডগুলো নিয়ে যে ব্যাখ্যাই করা হোক, এগুলো তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট নয়। একজন ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি ও একজন স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অপরাধের প্রতি নমনীয়-ট্রাম্প শিবির থেকে ওঠা এই অভিযোগ তাঁকে আলাদা করেই রাখে।

এই পরিস্থিতি আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে নোংরা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছে। কভিড যত দীর্ঘায়িত হবে, ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর আগ্রাসী সমাবেশের ঘাঁটিগুলোকে উজ্জীবিত করতে ততই ব্যর্থ হবেন। তিনি আর অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের কথা বলতে পারবেন না। এরই মধ্যে জরিপগুলো বলছে,ট্রাম্প হোয়াইট হাউস হারানোর পথে রয়েছেন এবং তাঁর দল সিনেটে পরাজয়ের আশঙ্কার মধ্যে আছে। তাই মরিয়া রিপাবলিকানরা মোক্ষম ও কঠিন আঘাত হানতে পারে। একই সঙ্গে সময় ও অর্থের দিক থেকে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে গভীর বিভাজনমূলক প্রচারণা চালানোর ক্ষমতাও ট্রাম্প শিবিরের আছে।

সুতরাং ট্রাম্পের বিরোধী পক্ষকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এই সপ্তাহেই (বেশির ভাগই ভার্চুয়াল) ডেমোক্র্যাট ন্যাশনাল কনভেনশন শুরুর কথা রয়েছে। সেখানে দলের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের পাশাপাশি বামপন্থী অনেক উঠতি তারকাও একই স্টেজ ভাগাভাগি করবেন। সুবিধা হলো, ধনী দাতাদের সমর্থন পাওয়া বাইডেন ও হ্যারিস দু'জনই দলের মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিত। তাঁরা প্রগতিশীল মূল্যবোধের প্রতিও প্রতিশ্রুতিশীল। তাঁরা আমেরিকার জন্য ভয়াবহ এক ঝুঁকিপূর্ণ সময়ের মুখোমুখি হয়েছেন। নানা উপায়ে জো বাইডেনকে সে পথেই চলতে হয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ ভোটারও বুঝতে পেরেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প মোটেও ভালো করছেন না। আবার বাইডেনও জনগণকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে তিনি খারাপ কিছু করবেন না। এখন মিসেস হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁদের সেটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে তিনি ও তাঁরা (জনগণ) মিলে অনেক ভালো কিছু করতে পারেন।

সূত্র: সম্পাদকীয়, গার্ডিয়ান (ইউকে)

ভাষান্তর : আফছার আহমেদ

ঘূর্ণিঝড় লরা কেড়ে

(৩ পাতার পর)

শেরিফ জনগণকে ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন।

অন্যদিকে টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট বলেন, টেক্সাসের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেয়ায় প্রাণহানি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তিনি জানান, নর্থ-ইস্ট টেক্সাসে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব এখনও চলছে। গভর্নর অ্যাবট বলেন, ১ লাখ ৯১ হাজার ৭৮৩ জন অন্ধকারে প্রহর গুণছেন। আর আরকানসাসের গভর্নর আশা হাটচিনসন জানান যে আরকানসাসে ৩০ হাজার মানুষ অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন। পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তিনি তৈরি বলে জানিয়েছেন।

আবহাওয়া বিশারদগণ জানান, ঘন্টায় ১৫০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় গালফ কোস্টে আঘাত হেনেছে। ইতোমধ্যে লুইজিয়ানা এবং টেক্সাসের ৮ লক্ষাধিক মানুষ অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। আর সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে উপদ্রুত এলাকায় কার্বনমন অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং মানুষ বমি বমি ভাব, বমি করা, মাথা ঘুরানো, মাথ্যা ব্যথাসহ নানা উপসর্গে ভুগবেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন যে শনি/ রোববার তিনি লুইজিয়ানা ও টেক্সাসের উপদ্রুত এলাকা সফর করবেন। সিএনএন-এর আবহাওয়া বিশারদ টাইলার মাউলডেন সর্বশেষ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে উষ্ণমন্ডলীয় নিম্নচাপ লরার ফলে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ঝড়,প্রবল বৃষ্টিপাত এবং টর্নেডো আঘাত হানবে।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant) 646-730-8416



JABBAR SHARIFF Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State

Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি

* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

নায়াগ্রা ভ্রমণ

তারিখ :২৫-২৬ আগস্ট ২০২০ (মঙ্গল-বুধ)

বাস ছাড়ার স্থান:

স্টারলিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস,সকাল -৬ টা

জ্যাকসন হাইটস: সকাল -৭টা (সার্প)

থাকা: ফলস সংলগ্ন -হোটেল শেরাটন

প্রতিজন-২২৫ ডলার

আমরা নিয়মিত ট্যুর অপারেট করি

পর্তুগাল-প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন-এন্ডোরা, ফিনল্যান্ড-লন্ডন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, মরক্কো, কায়রো, গ্রীস, ইস্তাম্বুল, জার্মানী, বাহামা-মেক্সিকো, রোম, সিডনী-মেলবোর্ন-ক্যানবেরা, নিউজিল্যান্ড-অকল্যান্ড

■ নিউইয়র্ক থেকে চালু করেছি 'ইসলামিক টুরিজম'। তুরস্ক, মিশর, জর্ডান, ওমান এবং পালেস্টাইনের ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনের পর একই সাথে সৌদি আরবে ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা করি।

■ পিকনিক অথবা ভ্রমনের জন্য বাস ভাড়া দিই।

যোগাযোগ

বাংলা ট্যুর ,ইন্ক

63 Metropolitan Oval, Suite # 6E, Bronx, NY 10462

347-280-7269

email: banglatourus@gmailcom

www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR

LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.

* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।

CELL: (646) 238-6799

E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com

Tel: (347) 657-0801, Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM

Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT

Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

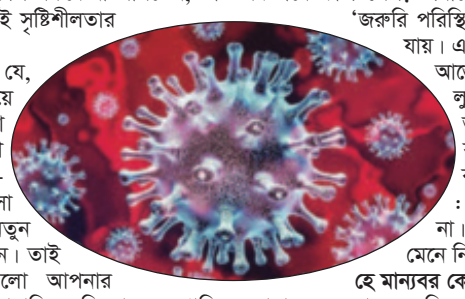
মান্যবর কোভিড সাহেবের বিদায় সংবর্ধনা

(৪ পাতার পর)

নিতে গিয়ে তিনি যাকে সামনে পেয়েছেন, তাকেই কোভিড পরীক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। তা থেকে বাদ যায়নি টাউট-বাটপার, চোর-ছ্যাঁচড়, প্রতারক-ভন্ড কেউই। এমনকি বাদ যায়নি, রাজমিস্ত্রি কিংবা নির্মাণ কোম্পানি। এদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লুট হয়ে গেছে। মন্ত্রী এ সম্পর্কে হলফ করে বলেছেন, এসব চুরি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। সব জানে অধিদফতর। আমাদের সরকারের মাখনের মতো কোমল হৃদয়। ফলে শত কেলেঙ্কারির পরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার স্বপদে বহাল আছেন। অথচ এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ ও নগণ্য কারণে কোভিড মওসুমে বেশ কয়েক দেশের মন্ত্রী চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মান্যবর কোভিড, আপনিও নিজ চোখে দেখে গেলেন, কত বিচিত্র আমাদের দেশ।

হে মহান সৃষ্টিশীল!

আমাদের একটা বদ-স্বভাব আছে। আর তা হলো, সব কিছুতেই অপরের দোষ ধরা। এই যেমন ধরুন, কিছু বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মানুষ গত ছয় মাস ধরে কেবল আপনার নিন্দাই করে গেছে। তারাই আবার বলছে, গেল গেল, সব গেল। দেশের কোটি কোটি লোক কোভিডের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। মানুষের আয়-রোজগার কমেছে। বহু পেশা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েছেন দিন-এনে-দিন-খাওয়া মানুষ। কিন্তু না, আপনার মহতী উপস্থিতির কারণে আমাদের ঐতিহ্যবাহী বহু পেশার বিকল্প ইতোমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন ধরুন, যে হকার বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ভ্যানে করে গেঞ্জি-আন্ডারওয়্যার বিক্রি করতেন, তিনি এখন মাস্ক-গ্লাভস বিক্রি করছেন। যে রিকশা-ভ্যানচালক শিশুদের স্কুলে নিয়ে যেতেন, তিনি এখন ওই একই রিকশা-ভ্যানে আচার-চানাচুর বিস্কুট চায়ের দোকান দিয়েছেন। কিন্তু হে মহামান্য, আপনি যদি বাংলাদেশ সফরে না আসতেন, তা হলে কি সাধারণ মানুষের এই সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটত, বলুন?



শুধু এই দরিদ্র মানুষেরাই যে, তাদের পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবিকার সংস্থান করছেন, তা নয়। বড় বড় লুটেরা নির্মাণ কোম্পানি কিংবা প্রতারক হাস-পাতাল ও তাদের ব্যবসা পরিবর্তন করে নতুন ব্যবসাবাণিজ্যে যোগ দিয়েছেন। তাই লুটেরা নির্মাণ কোম্পানিগুলো আপনার আগমন সংবাদ পেয়েই রাতারাতি মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সাপ্লাইয়ের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং কী আশ্চর্য, সরকার যেসব কোম্পানিকে প্রস্তাব করা মাত্র কাজ তো দিয়েছেই, সেই সাথে তাদের কোটি কোটি টাকা অগ্রিমও দিয়েছে, এসব কোম্পানি, নিম্নমানের ও স্বল্পসংখ্যক মাস্ক-পিপিই সাপ্লাই দিয়ে এদিক ওদিক টাকা ছড়িয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, এসব ভন্ড ভুয়া কোম্পানি মেডিক্যাল খাতে কোনো রকম অভিজ্ঞতা ছাড়া কিভাবে কাজ পেল? জবাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেছেন, 'জরুরি পরিস্থিতিতে যে কাউকে কাজ দেয়া যায়। এতে দোষের কিছু হয়নি।' কিন্তু আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, ওসব লুটেরা কোম্পানি প্রায় সবাইকে ভালোভাবে তুষ্ট করে এ কাজ বাগিয়ে নিয়েছে। মন্ত্রী এক কথার মানুষ। তার এক জবাব : 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।' আর সরকারও তার এ কথা মেনে নিয়েছে।

হে মান্যবর কোভিড!

আমাদের সরকার ধরে নিয়েছে, আপনি এই 'দুর্জয় ঘাঁটিতে দাঁত বসাতে পারবেন না। আর তাই সব কিছু খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানুষের জীবন বড়, সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবিকা না থাকলে জীবন চলবে কিভাবে? তাই গণপরিবহন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, কলকারখানা, পর্যটনকেন্দ্র সব খুলে দেয়া হয়েছে। ঈদে লাখ লাখ মানুষ গাদাগাদি করে ঘরে ফিরেছেন। কিন্তু আপনার উপস্থিতি যাতে বড় হয়ে না ওঠে, সে জন্য মানুষকে টেস্ট-বিমুখ করার নানা কায়দা-কানুন করা হয়েছে। প্রথমে আরোপ করা হয়েছে ফি। তারপর হাসপাতালে অন্য রোগ নিয়ে ভর্তি হতে চাইলে, কাজে যোগ দিতে চাইলে, বিমানে ভ্রমণ করতে চাইলে লাগবে কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট। সেটি জোগাড় করা কঠিন করে তুলেছে সরকার। ফলে হাসপাতালে ভর্তি হতে না পেরে প্রসূতিসহ বহু মানুষের পথেঘাটে প্রাণ গেছে। আস্থা হারিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে হাসপাতালবিমুখ। হাসপাতালে ৭০ শতাংশ বেড খালি পড়ে আছে। নীরবে নিভৃতে প্রাণ যাচ্ছে মানুষের। আর দ্রুত বিস্তার ঘটছে আপনার বংশধরদের। কিন্তু সেসব হিসাবে ধরা হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'সামনে বিপদ। কিন্তু সরকার বলছে, ওরা বিশেষজ্ঞ নয়, ছিদ্রান্বেষী।' অতএব হে মহান কোভিড বাংলাদেশ থেকে আপনার বিদায় আসন্ন। আর আপনি যদি স্বেচ্ছায় পেছনের দরজা দিয়ে বিদায় না নিতে চান, তবে আপনাকে দেয়া হবে 'ক্রসফায়ারে', নইলে চিরতরে গুম করে দেয়া হবে।

অতএব, হে মহামান্য কোভিড

সময় থাকতেই আপনি দৌড়ান। নইলে আপনার রেহাই নেই।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অইনে লেবর, ফলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর আইনি অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং সিটিইয়ার্সের বিভিন্ন দপ্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইগ্রেশন সর্বপ্রকার ডিফেন্স এসাইলাম ক্লেইম, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল মালপ্রাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিলেশনশিপ সকল ধরণের) সমস্যায় সমাধানে যোগাযোগ করুন (ফোন-পরিবারে)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে পত্র ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন ফ্যামলি পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833701





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.usa@gmail.com

জাতীয় শোক দিবসে জন্মদিনের কেক কাটা উপহাস ছাড়া কিছু নয়

সামছুদ্দীন আজাদ

নর শব্দের অর্থ মানুষ আর পশু শব্দের অর্থ জানোয়ার। যার অর্থ দাঁড়ায় মানুষ রূপী জানোয়ার এই সমাজে এমন কিছু মানুষ রূপী জানোয়ার আছে যারা আকারে মানুষ হলে ও স্বভাবে জানোয়ার। সমাজের সর্বত্রই ওদের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। তারা নিজেদের খুব উচু মাপের নেতাও মনে করেন। যে রাজনীতির ছত্রছায়ায় ওরা বেড়ে উঠেছে সে রাজনীতি জন্ম হয়েছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের স্থপতিকে হত্যা করে। এই রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে এই দলের কোন অবদান নেই এবং সৃষ্টি ও হয়নি এই দল মুক্তিযুদ্ধের সময়। মুক্তিযুদ্ধ তো তারা করেননি বরং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাষ্ট যখন তার অভিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চলছিল 'জাতির পিতা'র নেতৃত্বে তখন তারা নতুন রাষ্ট্র-কে অস্থিতিশীল করার জন্য সন্ত্রাসী সর্বহারা সিরাজ শিকদারের সৃষ্ট সন্ত্রাসকে সমর্থন যুগিয়ে নিজেদের ও সন্ত্রসী প্রমাণ করেছেন। যার ধারাবাহিকতা ১৯৭২ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত আছে। যে রাজনীতি তারা লালন পালন করে, সেটি করতে নুন্যতম কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও লাগেনা। কেবল বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বললেই সব যোগ্যতা কভার হয়ে যায়।

প্রাইমারী গ্রাজুয়েট অথবা পঞ্চম শ্রেনী উত্তীর্ণ, তাও পাশকরে নয় আটা প্রমোশন পাওয়া, তাদের এমন শিক্ষাগত যোগ্যতার কাছে সব যোগ্যতা হার মানবে। মানুষ সামাজিক জীব, আবার মানুষ সভ্য সামাজিক জীব ও বটে। তাই মানুষ সভ্য সমাজে জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করে পরস্পরের সাথে সু সম্পর্ক তৈরী করে মিলেমিশে বসবাস করে। পর্যায় ক্রমে সে সমাজনীতি করে, রাজনীতি করে, নিজের প্রয়োজনে মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। আর সেই কাজটি করার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিতে হয়, যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। আর সেটির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন সমাজ কোন রাষ্ট্র নিজকে যোগ্যাতর করতে পারে নাই পারবেও না।

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পথ চলার ৪৯ বছর চলছে, আগামী ২০২১ সালে ৫০ বছর পূর্তি হবে, পালিত হবে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী। নিঃসন্দেহে মহা খুশীর খবর, তখন স্বাধীন বাংলার বয়স হবে ৫০ বছর। যখন স্বাধীনতার কথা আসবে ঘুরে ফিরে মুক্তিযুদ্ধের কথা আসবে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী দল আওয়ামী লীগের কথা আসবে এবং এই দলের যিনি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম আসবেই। আমরা যে যেই রাজনীতির ফ্লাট ফরমে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করি না কেন, আমাদেরকে মানতে হবে মুক্তিযুদ্ধাকে, ৭২ এর সংবিধান-কে এবং জাতির পিতা-কে। আর সেটা মেনেই আমাদের রাজনীতি করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে দেয়া হয়নি পেছনের দরজার চোরাবালিতে পা রেখে ক্ষমতা দখল করেছে স্বৈরশাসক জিয়া, যদিও সে মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডার ছিলেন অন্যান্য ৯ জন সেনা কমান্ডারের মত । তাকেও জাতির পিতা-কে সম্মান জানিয়ে, 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে হয়েছে। আবার এই জিয়ার নেতৃত্বে ঘটানো হয়েছে ১৫ আগষ্টের নারকীয় ঘটনা। খুনীদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক বের করে দিয়ে সেদিন ৩২ নভেম্বর বাড়ীতে হামলা করানো হয় এবং খুনীদের বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা হয় এবং বিদেশের দূতাবাস গুলোতে চাকুরী দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

বেগম জিয়া ও পুরস্কার স্বরূপ খুনীদের সংসদে জায়গা করে দিয়েছে। আবার স্বামীর দেয়া পুরস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পুনরায় পররাষ্ট্র, মন্ত্রনালয়ে চাকুরী দিয়ে স্বামীর শোধ করেছে। এই বেগম জিয়া দু, দুবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আবার ১৫ ফেব্রুয়ারীর ভোটার বিহীন নির্বাচন করে ১৫ দিন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন অবৈধভাবে।

এরি মাঝে বঙ্গোপসাগরের অনেক জল পড়িয়ে গেছে অনেক নদীর দু'কুল ভরে গেছে, অনেক নদী খাল হয়ে মিশে গেছে, লোকালয়ে হারিয়ে ফেলেছে তার অস্থিত্ব। এতদিনে পলাতক খুনীরা প্রত্যেকে বিদেশে বংশ বিস্তার করেছে। অর্থ বিত্তে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দেশে নিজেদের শক্ত উয়িংস তৈরী করে ফেলেছে। ২১ বছর নিরাপদ জীবন শেষে জামায়াত-বিএনপি'র উপর ভর করেছে। বেগম জিয়া ও পুরস্কার স্বরূপ খুনীদের সংসদে জায়গা করে দিয়েছে। আবার স্বামীর দেয়া পুরস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পুনরায় পররাষ্ট্র, মন্ত্রনালয়ে চাকুরী দিয়ে স্বামীর শোধ করেছে। এই বেগম জিয়া দু, দুবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আবার ১৫ ফেব্রুয়ারীর ভোটার বিহীন নির্বাচন করে ১৫ দিন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন অবৈধভাবে।

রাজনীতির সেই বিশ্লেষনে আর গেলাম না, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময় তার অবস্থান কোথায় ছিল কার নিরাপদ হেফাজতে? তিনি ছিলেন সেই ব্যাখ্যায় গিয়ে রাজনীতির শিষ্টাচার ভঙ্গ করলাম না। শুধু প্রশ্ন করলাম তার জন্য বঙ্গবন্ধু কি কিছুই করেননি? ধরে নিলাম কিছুই করেননি তার ব্যক্তি জীবনকে সুরক্ষিত করার জন্য, তবে এটি সত্য তিনি দেশবাসীকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন বলে তার স্বামী প্রথমে সামরিক আইন প্রশাসক, উপ প্রধান সেনাপতি পরে পূর্নাঙ্গ সেনাপতি হতে পেরেছেন এবং সেনা প্রধানের স্ত্রী হিসাবে বেগম জিয়াও সম্মানীত হয়েছেন। আবার তিনিও দুইবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার প্রতি আমার যথাযত শ্রদ্ধা রয়েছে। রাজনীতির বাইরে এসে যদি কথা বলি বঙ্গবন্ধু এদেশের স্থপতি, প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীও, আবার তিনি কারো পিতা কারো ভ্রাতা কারো আপনজন। রাজনীতিতে যিনি তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবা তিনি। সুতরাং একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে আরেকজন প্রধানমন্ত্রীর সব চেয়ে কষ্টের জায়গা, বেদনার জায়গা, পৃথিবীতে কোন মানুষের কাছে এর চেয়ে কষ্টের দিন আর কিছুই থাকতে পারেনা। তাঁর পিতৃ হত্যা দিবস, আর সেই দিবসকে বেগম জিয়া ঠিক করলেন তার জন্মদিন হিসাবে। এ কেমন উপহাস? কেমন নিষ্ঠুরতা? একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ ও জাতিকে কি বার্তা দিয়ে গেলেন? তিনি জানিয়ে দিলেন তার ভক্ত অনুরাগীদের পনরই আগষ্ট তোমরা জন্মদিন পালন করবে, উৎসবে মেতে উঠবে, তামশা করবে ফূর্তি করবে, আমার দেহ সমান কেক কাটবে। শোক শেখ হাসিনার জন্য, আমার তো জন্ম দিন, সুতরাং শেখ হাসিনার শোক মানে আমার নেতা-কর্মীর আনন্দ।

আজ সেই বেগম জিয়া দীর্ঘ ২ বছর কারগারে ছিলেন। যদিও তার শস্তি এক যুগেরও বেশী সময়, তাকে যেতে হয়েছে শেখ হাসিনার কাছে, বঙ্গবন্ধুর কন্যার কাছে অনুকম্পা ভিক্ষার জন্য, তার জীবন রক্ষার জন্য কারাগারে তিনি প্রতিদিন মৃত্যু প্রহর গুনছিলেন। ছুটে গেলেন তার পরিবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে- খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য। তাও আবার যে কোন শর্তে। শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়াকে নিজের এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা বলে মানবাতর কথা বিবেচনা করে বিশেষ বিবেচনায় মুক্তি দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরি নাম মানবতা, এরি নাম মহ-ানুভবতা, এরি নাম রাজনৈতিক শিষ্টাচার।

জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা, আকাশ সম উদারতা আর সাগর সমান বিশালতায় আল্লাহ তাঁকে মহান করেছেন, তিনি এতে ছোট হননি যে, একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান দেখিয়ে তিনি বরং বড় হয়েছেন। তিনি তো মনে রাখেন নি- বেগম জিয়ার ভূয়া জন্ম দিনের কেক কাটার মত অশালীনতা, তিনি তো মনে রাখেননি ২১ আগষ্টের গ্রেনেড হামলার কথা, তিনি তো মনে রাখেননি ৭৫-এর খুনীদের চাকুরী দিয়ে পুরস্কৃত করার মত সীমাহীন দৃষ্টতার কথা। তাই বিএনপি নেতা-কর্মীদের অনুরোধ করছি শিষ্টাচারে মানুষ 'মানুষ' বলে গন্য হয়- আর এটি না থাকলে সে হয় নরপশু। শেখ হাসিনার এত বড় মহানুভবতার পরও আজকে দেখছি দেশ-বিদেশে বিএনপির কতিপয় নেতা-কর্মী ১৫ আগষ্ট 'জাতীয় শোক দিবস'-এ বেগম জিয়ার 'ভূয়া জন্মদিন'-এর কেক কেটে জাতির সাথে মসকরা করছে, উপহাস করছে। এটার নাম রাজনীতি নয়, এটা একধরনের জঘন্য বেয়াদপি, তারা ইচ্ছা করে এ কাজটি করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিএনপি নেতারাও জানেন না তাদের নেত্রীর সঠিক জন্মদিন কোনটি? এস.এস.সি পরীক্ষার প্রবেশ পত্রে একটা জন্ম তারিখ, বিয়ের কাবিনে আরেকটা জন্ম তারিখ, আর পাসপোর্টে আরেকটা জন্ম তারিখের বিড়ম্বনা, তা হলে ঐ দলের নেতা-কর্মীদের জন্ম তারিখের কি অবস্থা হবে? আজ উনি ৭৬ বছরের বয়োবৃদ্ধা একজন অসুস্থ সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তবুও তার প্রতি শুভ কামনা রইল।

লেখক: সহ-সভাপতি যুক্তরাষ্ট আওয়ামীলীগ

শূন্যতার গানের সঙ্গে আক্ষেপের অঙ্ক

মোস্তফা মামুন

সিলেটের প্রয়াত মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানের সঙ্গে একদিন কোলাকুলি করতে হয়েছিল তিনবার।

প্রথমবার সকালবেলা। সিলেটে ঢাকার দল এসেছে, মেয়র স্বাভাবিক কারণেই সকালে হাজির। খেলা-খেলোয়াড় দেখার পর যখন জানলেন সাংবাদিকরাও এসেছেন কয়েকজন, তখন তাঁদের সঙ্গেও দেখা করার দরকার বোধ করলেন। এসেই কোলাকুলি। অন্য কোনো উপায়ে ঢাকার সাংবাদিকদের যথেষ্ট সম্মান জানানো যায় না বলেই বোধ হয় মনে হয়েছিল তাঁর।

সেদিন সন্ধ্যায় আরেকবার। কোনো এক কারণে তিনি আমাদের পত্রিকার স্থানীয় অফিসে এসেছিলেন। ডেডলাইন ধরতে দম বন্ধ করে কাজ করছি। এর মধ্যে কে যেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা কানে দিয়ে থাকবে। আমার বাড়ি সিলেট। এরপর কোলাকুলি ছাড়া ছাড়ার কথা নয়। ছাড়লেনও না।

তৃতীয় দফা সেদিন রাতে। স্থানীয় আয়োজকরা একটা ডিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন সফরকারী দলের সম্মানে। সেখানে আরেকবার।

জনমুখী রাজনীতিক হিসেবে তাঁর সুনামটা আগে থেকেই জানতাম। এবার দেখলাম তিনি কোলাকুলিমুখী। সিলেট শহরে নব্বইয়ের দশকে প্রচলিত ছিল যে যদি কেউ কামরানের পদত্যাগের দাবিতে লেখা কোনো চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে যায়, তাহলে তাতেও তিনি লিখে দেবেন, 'বিবেচনার জন্য জোর সুপারিশ করা হলো।' চলতি পথেও নাকি সঙ্গে সিল-স্ট্যাম্প নিয়ে ঘুরতেন। যদি কেউ সুপারিশের আবদার করে।

এই স্মৃতি আর গল্পগুলো জোড়া দেওয়ার কারণ, কামরান এত বেশি জনমুখী ছিলেন—তাঁর বিদায়বেলায় জনারণ্য হওয়ার কথা। শেষ দিকে সেই ইমেজটা ছিল না। নির্বাচনে হেরেও গিয়েছিলেন, তবু কামরান মানেই মানুষের নেতা। অথচ সেই মানুষের নেতার বিদায়ে মানুষ নেই! করোনা আমাদের জীবনকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কেড়ে নিচ্ছে গুণী মানুষদের। কিন্তু সবচেয়ে নিষ্ঠুরতা বোধ হয় এটাই যে যোগ্য বিদায়ি আয়োজনে ঋণ শোধের সুযোগটাও মিলছে না।

এন্ড্রু কিশোরের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়েছে একবার মাত্র। কিন্তু আমরা যাঁরা আশির দশকে বেড়ে উঠেছি, তাঁদের কাছে এন্ড্রু কিশোর তাঁর গানের মতোই 'তুমি আমার কত চেনা।' সেই সময়ের বাংলাদেশে এমন কোনো তরুণকে পাওয়া যাবে না যে একবার এন্ড্রু কিশোরের গান গায়নি। তাঁর কণ্ঠটা ছিল একটু অন্য ধাঁচের, জিহ্বার কুশলী ব্যবহারে এন্ড্রু সাজার চেষ্টা করতে দেখেছি কত স্টেজ সিঙ্গারকে। তিনিও গেলেন। এই করোনাকালে। দূরের রাজশাহীতে। তবু ভালো যে তাঁর কিছু ভক্ত সব ভীতির দেয়াল ভেদ করে গানে গানে বিদায় জানিয়েছেন।

যা বলছিলাম, এন্ড্রু কিশোরের সঙ্গে আলাপটা হয়েছিল আমাদের এক অনুষ্ঠানে। প্রথাগত মিডিয়ার প্রতি তাঁর একধরনের বিরাগ ছিল। সংগত কারণেই। সিনেমার গান গাওয়ার কারণে মিডিয়ার একটা অংশ তাঁকে সস্তা গায়ক তকমা লাগানোর চেষ্টা করেছে। এটাও আমাদের দেশের মূল্যায়নগত ভ্রান্তি, কেউ কোনো একটা জায়গায় জনপ্রিয় হলেই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় যে, সে নিচু স্তরের পছন্দের মানুষ। মজাটা হলো মিডিয়া বা সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে যত সাধারণের দিকে ঠেলেছেন, তিনি তত সাধারণের হৃদয়ে ঢুকেছেন। তবু এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধাঁধায় পড়ে প্রাপ্য সম্মান না পাওয়ার অভিমানেই হয়তো শেষ জীবনে আর খুব মিডিয়ামুখী ছিলেন না। বেসরকারি চ্যানেলগুলোর গানের আয়োজনে আসতেন না। অনুষ্ঠান বা স্টেজ শোর





বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল না। যোগাযোগ করে শেষে রাজি করানো গেল। আমরা মহাখুশি। অনুষ্ঠানটা ভালোই হলো; কিন্তু ঠিক যতটা ভেবেছিলাম, ততটা নয়। দেশের ইতিহাসের জনপ্রিয়তম ২০টি গান বাছতে গেলে যাঁর পাঁচ-সাতটি গান থাকবে, যাঁর বেশির ভাগ গান মুখে মুখে ফেরে, তিনি কেন ঠিক জমাতে পারলেন না! এমন নয় যে শ্রোতারা তরুণ প্রজন্মের বলে ওঁর কদর বুঝতে পারেননি, বরং উল্টোটাই ঠিক, শ্রোতারা ছিলেন তাঁর আমলের, এখনকার মধ্যবয়সী বেশির ভাগ। একটু ভেবে দেখলাম এন্ড্রু কিশোর আসলে এই প্রজন্মের কথা ভেবেই নিজের, এমনকি সফট মেলোডির গানগুলোও পরিবেশন করেছেন রকের ঢংয়ে! নিজের স্বাভাবিকতা ভেঙে এই সময়ের উপযোগী প্রলেপ লাগাতে চেয়েছেন। কেন এমনটা করছেন? কেন এই তথাকথিত সময়ের হাওয়াকে অত পাত্তা দেওয়া, যখন তিনি নিশ্চিতভাবেই কালজয়ী। ঠিক করেছিলাম পরে কখনো বিস্তারিত আলাপ হলে বিষয়টা একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। প্রথমে প্রাণঘাতী ক্যান্সার এবং পরে মহামারি করোনা সেই সুযোগ কেড়ে নিল। আরেক মহারথী আলাউ-দ্দিন আলীর মৃত্যু-পরবর্তী বিষণ্ণতার মধ্যে যেন উত্তরটা খুঁজে পেলাম। আলাউদ্দিন আলী মারা গেলেন সেদিন, কিন্তু তাঁর সেরা গানগুলো তো সব ১৫-২০ বছর আগের করা। আমজাদ হোসেন, আলাউদ্দিন আলী, আব্দুল হাদী—এই তিনজনের তৈরি ত্রিভুজে কী অসাধারণ সব গান হয়েছে। কর্মক্ষম থেকেও শেষ ২০ বছরে তেমন বড় কিছু তৈরি করতে পারেননি এঁরা। সেভাবে পারেননি এন্ড্রু কিশোরও। মানে এখনকার সময় আসলে ওঁদের সেই গান ধারণের ক্ষমতাই রাখে না। আর এ জন্যই কি নিজের বৃত্তের বাইরে গিয়ে সময়োপযোগী থাকার চেষ্টা! হয়তো। সিদ্ধান্তে আসার জন্য আরো গবেষণা দরকার, আরো বিশ্লেষণ। আর সেটা এই লেখার মূল আলোচ্যও নয়। মূল বিষয় করোনাকালে এসব গুণীর বিদায়জনিত শূন্যতা। আবার সেই বিদায়ে সশরীর উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না পারা।

ভাবা যায়, আনিসুজ্জামানের বিদায় হয়েছে পিপিই পরা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীর কাঁধে চড়ে, যিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তির ধারাকে বহন করলেন দশকের পর দশক, সাংস্কৃতিক সব আয়োজনের পুরোভাগে থেকে দ্যুতি ছড়ালেন, বিদায়ে তিনি একাকী। জামিলুর রেজা চৌধুরীর মানপত্র তৈরি হলো শুধু ফেসবুকে সাবেক ছাত্রদের আবেগঘন স্মৃতিচারণায়। মোহাম্মদ নাসিমের মতো বজ্রকণ্ঠের মানুষের বিদায়ে আওয়াজ কত কম। ক্ষমতাবান হয়েও ক্ষমতাহীনের মতো জীবন যাপন করা সাহারা খাতুনের জন্য জমা ছিল প্রচন্ড ভালোবাসা। প্রকাশ করা গেল না।

আরো কত নাম। কত বিয়োগ চিহ্ন। সব একসঙ্গে মনেও করা সম্ভব না। আবার ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছে করোন-াকাল না হলে কিন্তু এভাবে ভাবতামও না হয়তো। বেশির ভাগই বয়সী মানুষ, তাঁদের চলে যাওয়া স্বাভাবিক ধরে শোক প্রকাশ করে থেমে যেতাম। শোক যথেষ্ট প্রকাশ করা যায়নি বলে বুকে চেপে আছে, তা থেকে জন্ম হচ্ছে নতুন চিন্তার। তাতে দেখতে পাচ্ছি, আস্তে আস্তে একটা শূন্যতার দিকে আগাচ্ছি আমরা। আনিসুজ্জামান, জামিলুর রেজা, মুর্তজা বশীর, সিআর দত্ত, আলাউদ্দিন আলী, এন্ড্রু কিশোর, মোহাম্মদ নাসিমরা গেলেন। একসঙ্গে হওয়ায় শূন্যতাটা খুব বড় করে দেখা যাচ্ছে। আরো বড় দেখাচ্ছে শূন্যস্থান শূন্য থাকার আশঙ্কা।

২.

করোনার মতিগতি খুব অস্পষ্ট। প্রথমে সবাই বলল, সাম্যবাদী রোগ। ধনী-গরিব সবার হবে। চিকিৎসা-ওষুধ নেই যখন, তখন সবার জন্যই সমান। কিন্তু সময়ে দেখি অদ্ভুত চরিত্র। গরিবদের ঠিক সেভাবে ধরছে না। আবার খ্যাতিমান মানুষদের ধরলে ছাড়তে চাইছে না। বৈষম্য! নাকি আসলে বঞ্চিতদের প্রতি মায়া দেখিয়ে এক রকম সাম্যই তৈরি করে দিচ্ছে।

আবার এদিকে মৃতের সংখ্যা সেই যে জুন মাস থেকে ৪০-এর ঘরে গেছে, এরপর আর সেভাবে উঠানামা নেই। আক্রান্তের সংখ্যায় আবার উঠানামা আছে, তবে সেই উঠান-ামার ব্যাকরণ এত জটিল যে ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শনাক্ত কম হলে শোনা যায় পরীক্ষা কম হয়েছে। আবার পরীক্ষার কথা শুনলে কেউ ভয় পায়। কারো হাসি পায়।

তবু যা-ই হোক, অনেকে আক্রান্ত হওয়ায় পাড়া-প্রতিবেশীদের এখন সেই নিষ্ঠুরতা নেই। আবার হাস-পাতালগুলো দরজা আটকে নেই বলে ভয়টাও কমেছে। সব মিলিয়ে করোনা পেছায়নি, তবে আমরা এগিয়ে এসেছি।

একটা গল্প বলি শেষে। এক ডাক্তার অপারেশনের আগে বলছেন, 'জর্জ, তুমি টেনশন কোরো না। একদম ভয় পাবে না। একদম না।'

রোগী বলল, 'ডাক্তার সাহেব আমার নাম তো জর্জ না।'

ডাক্তার বললেন, 'আরে জর্জ আপনার নাম হবে কেন? জর্জ আমার নাম। এটা আমার প্রথম অপারেশন।'

শুরুতে আসলে আমাদের ডাক্তার-রোগী-চিকিৎসাব্যবস্থা—সবার অবস্থা ছিল এ রকম। সবার জন্যই করোনা নতুন। এখন কিছুটা পুরনো। আর পুরনো জিনিসকে আমরা, বাঙালিরা খুব একটা পাত্তা দিই না।

লেখক: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ফাওসার রশীদ

Tel: 718-457-6335, 718-457-7500

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes
*Trade disputes and investments involving Bangladesh legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৯৩৪-৯২৬৯

23-52 31st Street, Astoria, NY 11105

জামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



ডাঃ মাহফুজুল হাসান বি.ডি.এস

DR. MAHFUJUL HASAN B.D.S.

জামাইকা অফিস
168-05, Hillside Ave,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
48-40, Greenpoint Ave,
Sunnyside, NY 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
83-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



718-475-5686

7 DAYS OPEN

PROVIDER

KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks.
- Pay suisa, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA In Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10:00am - 8pm

Tax Preparation

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।



Payment : As per wage parity $19.09



CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন? তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত কথা জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ:
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ
  (অনুমোদিত ট্রুকলিন ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সান্ধিক
  (অনুমোদিত ব্রোন্স এবং ট্রুকলিন ক্যাম্পাসে এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (অনুমোদিত ব্রোন্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রোন্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রোন্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রোন্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)



সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (অনুমোদিত শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা

ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
হিগো পার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলেভার্ড (৯ম তলা)
হিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সম্মানিত সুধী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে বদীয়ান "সোনালী এক্সচেঞ্জ" এ বছর রজত জয়ন্তী (২৫ বৎসর) বর্ষ পূর্ণ করেছে। এ সাফল্যের কৃতিত্ব সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর। সর্বস্তরের প্রবাসীগণ, সম্মানিত গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সকল সদস্য, কমিউনিটির নেতৃবর্গ, সাংবাদিক বৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সকলের সার্বিক সমর্থনে আমাদের এ অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দেশে-বিদেশে সম্মানিত গ্রাহকগণের আস্থা, সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা এবং রেমিটেন্স বিতরণকারী সকল ব্যাংকের শাখাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। আপনাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

রজত জয়ন্তী ২৫ বৎসর

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে সকলকে **প্রাণঢালা শুভেচ্ছা**

বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সরকার প্রদত্ত ২% নগদ প্রণোদনা গ্রহণ করুন।

রেমিটেন্স প্রেরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	BRONX	JACKSON HTS	JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-777-7001	770-936-9906	718-853-8558	718-822-1081	718-507-6002	347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

দেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় তাৎক্ষণিকভাবে স্পট ক্যাশ ও যে কোন ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।
www.sonaliexchange.com এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।

সেপ্টেম্বরে করোনায় মৃত্যু দুই লাখ ছাড়াতে পারে

(প্রথম পাতার পর)

হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত এক লাখ ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রান্ত হিসাবে শনাক্ত হয়েছে ৫০ লাখের বেশি মানুষ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে নতুন ধরনের এই করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মানবদেহে ধরা পড়ে; খুব দ্রুত বাড়তে থাকে আক্রান্তের সংখ্যা। পরে এ ভাইরাসের নাম দেওয়া হয় নভেল বা নতুন করোনাভাইরাস। আর এ ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগের নাম দেওয়া হয় কোভিড-১৯। চীনে প্রথম মৃত্যুর দুই দিন পর ১৩ জানুয়ারি থাইল্যান্ডে প্রথম রোগী ধরা পড়ার পর জানা যায়, চীনের রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে গেছে এই ভাইরাস। তারপর হুহু করে বাড়তে থাকে আক্রান্তের সংখ্যা, দেড় মাসের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকা বাদে সব মহাদেশেই ধরা পড়ে রোগী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তখন এই পরিস্থিতিকে মহামারি ঘোষণা করে।

গণমাধ্যমের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত জুন মাসেই টেক্সাস, ফ্লোরিডাসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১০টি রাজ্যে শনাক্ত কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। আর জুলাইয়ের শেষেই যুক্তরাষ্ট্রে মোট মৃত্যু এক লাখ ৫০ হাজার ছাড়ায়।

এদিকে, শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় লরার তান্ডবে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা ও টেক্সাসে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অঙ্গরাজ্য দুটির কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগের ঝড়ো হাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার লুইজিয়ানার ছোট শহর ক্যামেরনের ওপর দিয়ে চার মাত্রার এ ঘূর্ণিঝড়টি স্থলে উঠে আসে। দক্ষিণাঞ্চলীয় কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে তান্ডব চালানো লরার কারণে প্রায় ৯ লাখ বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটি শিল্প পস্নান্টের রাসায়নিকেও আগুন লাগে। বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছেন লুইজিয়ানার গভর্নর জন বেল এডওয়ার্ডস।

ট্রাম্পের মুখ হাঁসের পশ্চাদদেশের মতো

(প্রথম পাতার পর)

আমেরিকান জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এমএসএনবিসি'র এক অনুষ্ঠানে শুক্রবার এ অডিও ফাঁস করেন ম্যারি। ৮৩ বছর বয়স্ক ম্যারিয়ানে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ।ট্রাম্পের বড় বোন। ১৯৮৩ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সময়ে নিউ জার্সি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের প্রথম বিচারক ছিলেন তিনি। খবর ডেইলি মেইল'র।

ছোট ভাইয়ের পরিবার নিয়ে ভাতিজির সঙ্গে কথোপকথনের ওই অডিওতে মেরিয়ানে বলেন,,ট্রাম্পের কথার ঠিক নেই। এখন এক কথা বলে পরক্ষণেই তা অস্বীকার করেন। তার মুখ হাঁসের পশ্চাদদেশের মতো। অন্য এক ক্লিপে তাকে বলতে শোনা যায়,,ট্রাম্প শুধু নিজেকে ছাড়া কখনও অন্যের জন্য ভাবেন না তিনি জনগণকে না দেখিয়ে কিছু করেন না। আর যদি কিছু করেন, তখন বলবেন, দেখ আমি কী করলাম। আমি চমৎকার নই? একেবারেই ছোট মনের মানুষ। জীবনে কেবল একবার গির্জায় গিয়েছিলেন তিনি। মেজ ছেলে এরিক,ট্রাম্প সম্পর্কে বলেন, তিনি বলদ টাইপের। জনগণের সামনে এলেই বলদ টাইপের আচরণ করেন। আর ইভাঙ্কা,ট্রাম্প তার বাবার মতোই ছোট মনের, নির্লজ্জ। ডোনাল্ড,ট্রাম্পের ক্ষুদ্র রূপ।

তিনি আরও বলেন, আর ডোনাল্ড,ট্রাম্প কারও জন্য কিছু করবেন না, যদি না সে ব্যাপারে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখেন। তিনি জনগণকে না দেখিয়ে কিছু করেন না। আর যদি কিছু করেন, তখন বলবেন, দেখ আমি কী করলাম। আমি চমৎকার নই? মেরিয়ানে আরও বলেন, অন্যকে দিয়ে পরীক্ষা দিইয়ে (প্রক্সি) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ডোনাল্ড,ট্রাম্প।

ট্রাম্পের কোনো নীতি-নৈতিকতা নেই। তিনি মিথ্যুক। তাকে বিশ্বাস করা যায় না।,ট্রাম্প যখন নভেম্বরে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন, তখন তার নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে এমন বিস্ফোরক মন্তব্যের অডিও রেকর্ডিংটি প্রকাশ্যে এলো। এর আগে,ট্রাম্পের ভাতিজা ম্যারি তার লেখা বইয়ে লিখেন,,ট্রাম্প চাচা জালিয়াতি করে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। রেকর্ডিংয়ে ট্রাম্পের শিক্ষাজীবনের সেই বিব্রতকর ব্যাপারটিও উঠে এসেছে। গোপন রেকর্ডিংটি করেছেন,ট্রাম্পের ভাতিজি ম্যারি,ট্রাম্প। অডিওটি ২০১৮-১৯ সালে রেকর্ড করা হয়। গত মাসে ম্যারি চাচা ট্রাম্পের সমালোচনা করে একটি আত্মজীবনী বই প্রকাশ করেন। স্মৃতিকথাবিষয়ক বইটির নাম 'টু মাচ অ্যান্ড নেভার এনাফ : হাও মাই ফ্যামিলি ক্রিয়েটেড দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস ম্যান'। কিভাবে ট্রাম্প পরিবার থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষটি গড়ে উঠেছে বইটিতে তা উঠে এসেছে।

ঝিনাইদহের পাটের জুতা ইউরোপ-আমেরিকায়

(প্রথম পাতার পর)

মানবজীবনে অত্যাবশ্যক হওয়া দরকার। বাংলাদেশে পাট নিয়ে গবেষণা এবং এর নানামুখী ব্যবহারের কথা আমাদের জানা। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানের তৈরি পণ্য দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের পছন্দের তালিকায় ঠাঁই করে নিচ্ছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে তৈরি পাটের জুতা এখন বাংলাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাহিদা অর্জন করছে। ২০১৭ সাল থেকে এখানকার উৎপাদিত পাটের জুতা দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। অ্যামাস ফুটওয়ার লিমিটেডের পরিবেশবান্ধব এ পাটের জুতা তৈরিতে স্থানীয় প্রায় ৪০০ নারী সম্পৃক্ত রয়েছেন। এসব নারীর অধিকাংশই গৃহিণী। বাড়ির কাজের পাশাপাশি তারা হাতে পাটের জুতা তৈরির কাজ করছেন। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের বাড়তি আয় সংসারে সচ্ছলতা আনছে। দেশে যখন পাটের কারখানাগুলো প্রায় বন্ধ, তখন সংকটে থাকা দেশীয় এ সম্পদকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে মফস্বলের একটি গ্রামে পাট দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে পায়ের ব্যবহার উপযোগী জুতা। এখানে তৈরি জুতা ফ্রান্স, প্যারিস, জার্মানি, ইতালি, স্পেনসহ চীন ও জাপানেও রপ্তানি করা হচ্ছে। খুব অল্প সময়ে হাতে তৈরি এই জুতার ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে থাকা মানুষটি হলেন ওবাইদুল হক খান। অ্যামাস ফুটওয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবাইদুল হক রাসেল টগবগে এক যুবক। চোখেমুখে স্বপ্ন নতুন কিছু করার। ব্যতিক্রমী কোনো কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজের ভাগ্য বদলাতে চান তিনি। তাই মফস্বলেই গড়ে তুলেছেন এই জুতার কারখানা। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ পৌর শহরের দক্ষিণ আড়পাড়ায় তার বাড়ি। আর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে। পড়াশোনা শেষ করে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকায় প্রথম গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করেন। এরপর ২০১৬ সালের দিকে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান এবং দেশের পাটশিল্পকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার আগ্রহ জাগে তার ভেতরে। শুরু করেন পাট দিয়ে জুতা তৈরির কাজ। কালীগঞ্জ উপজেলার যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কের রঘুনাথপুর বাজারের পাশে ৪৪ শতক জমি কিনে পাটের জুতা তৈরির কারখানা তৈরি করেন। দেশ এবং বিদেশ থেকে কিছু মেশিন সংগ্রহ করে কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন পাটের কারখানা থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে এনে এখানে পাটের জুতা তৈরি শুরু করেন। তার উৎপাদিত পাটের জুতা এখন ইউরোপ, আমেরিকাসহ চীন এবং জাপানে রপ্তানি করা হচ্ছে। কারখানায় রয়েছে ৮০ জন নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী। কর্মরত নারীরা বাড়িতে বসে কাজ করেন। তাদের ফ্রি প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ দেওয়া হয়। প্রতি জোড়া জুতার জন্য তারা বিল পেয়ে থাকেন। একেকজন নারী বাড়ির অন্য কাজের পাশাপাশি হাতে এই জুতা তৈরি করে মাসে ৪ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন। এখানকার তৈরি জুতা ২ থেকে ১৫ ডলার পর্যন্ত রেটে বিক্রি করেন। ওবাইদুল হক রাসেল জানান, তার কারখানায় উৎপাদিত পাটের জুতা দিয়ে প্যারিসে কয়েকটি ফ্যাশন শো হয়েছে। তিনি বলেন, নিজেই এই জুতার মার্কেটিং করেন। বায়ারদের সাথে কথা বলেন এবং রপ্তানি করেন। পাটের জুতার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে উন্নত বিশ্বে- যোগ করেন এই তরুণ উদ্যোক্তা। অ্যামাস ফুটওয়ারের ম্যানেজার মাসুদ রানা জানান, কারখানায় ৬টি ধাপে একটি জুতা তৈরি করা হয়। সোল্ড তৈরি হয় রাবার দিয়ে। জুতার বাকি অংশ তৈরি হয় পাট দিয়ে। আর এই কাজগুলো সম্পূর্ণ হাতের মাধ্যমে করা হয়। প্রতি মাসে তাদের কারখানা থেকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার জুতা রপ্তানি করা হচ্ছে। এই জুতার বৈশিষ্ট্য হলো ব্যবহারের পরে ফেলে রাখলে এটি মাটির সাথে মিশে যায়। ফলে এটি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব।

১৫ আগস্ট যেন আরেকটি কারবালা : হাসিনা

(প্রথম পাতার পর)

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার ঘটনার সঙ্গে কারবালার ঘটনার মিল রয়েছে। ঘাতকেরা এতো সাহস পেয়েছিল জিয়াউর রহমানের প্রশ্রয়ে। বিবিসিতে প্রদত্ত কর্নেল রশিদ এবং ফারুকের ইন্টারভিউ এবং বিদেশি বিভিন্ন পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, এই খুনিরা স্বীকার করেছিলেন তাদের সঙ্গে জিয়াউর রহমান আছেন। জিয়াউর রহমানের কাছ থেকেই তারা সব ধরনের সহযোগিতায় পেয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে বেইমানি মুনাফিকি করেছিলেন খন্দকার মোস্তাক।

তিনি বলেন, কারবালার হত্যাকাণ্ডেও নারী শিশুদের হত্যা করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছিল চক্রান্তকারী কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য। ঘাতকেরা সেদিন নারী ও শিশুদেরও রেহাই দেয়নি, যা ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

দেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করেছিল, তখনই ১৫ আগস্টের ঘটনা ঘটানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, হিজরি ৬১ সালের ১০ মহররম মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.) এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেন (র.) ও তার পরিবারবর্গ কারবালার প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তাদের এ আত্মত্যাগ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

পাকিস্তান কি বাংলাদেশের মিত্র হতে পারবে?

(প্রথম পাতার পর)

সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইসলামাবাদ। এর আগে গত ২২শে জুলাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপ করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক বৃদ্ধির এই চেষ্টা সময়মতই টের পেয়েছে ভারত। গত সপ্তাহে দেশটির পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রীংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ.কে. আব্দুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ঢাকায় ছুটে আসেন। ভারতের শাসক দল বিজেপির মুসলিম-বিরোধী অবস্থানকে ঘিরে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই উঠে এসেছে বাংলাদেশের বিষয়ে পাকিস্তানের আগ্রহের বিষয়টি। সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু নাগরিকত্ব আইন ও রাম মন্দির ইস্যু নিয়ে ঢাকার সঙ্গে দিল্লির দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ওআইসি ও সৌদি আরবের কাছ থেকে ইতিবাচক উত্তর পায়নি পাকিস্তানও। এমতাবস্থায় পাকিস্তানি একজন কূটনীতিক দ্য ডিপ্লোম্যাটকে জানিয়েছেন, চীন ও তুরস্ক কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানকে সমর্থন দিচ্ছে। দেশটি আশা করছে এই তালিকায় বাংলাদেশও যুক্ত হবে। চীন কাশ্মীরের বিষয়ে আগ্রহী কারণ দেশটির সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক বৈরতা রয়েছে। একইসঙ্গে দেশটি নিজেকে একটি বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বাংলাদেশে রয়েছে চীনের বড় বিনিয়োগ। তাই কাশ্মীর নিয়ে চীন-পাকিস্তান-তুরস্কের অবস্থানকে সমর্থন দিতে আগ্রহী হতে পারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অবকাঠামোখাতে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রয়েছে চীনের। নতুন অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পের জন্য আরো ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের বিষয়ে কথা হচ্ছে। একইসঙ্গে এক বিলিয়ন ডলারের তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের একজন কূটনীতিক বলেন, তুরস্ক নেতৃত্বাধীন মুসলিম বকে যোগ দিলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এখনকার থেকে অনেক বেশি সুবিধা পাবে, যা আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে থেকে পাওয়া যাবে না। তুরস্ক কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যেখানে আরব রাষ্ট্রগুলো উল্টো এর বিরোধিতা করছে। পাশাপাশি, ভারত ও ইসরাইলের সঙ্গে আরব রাষ্ট্রগুলো প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ইসরাইলের চুক্তি দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোকে তুরস্ক ব্লকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে পাকিস্তানের যে চেষ্টা তার আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কারণ রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিষ্পেষনের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ। এরপর দীর্ঘ সময় দুই দেশের মধ্যে বিরাজ করছে বৈরি সম্পর্ক। এখন চীন ও তুরস্ক হয়ত পাকিস্তানকে আবার বাংলাদেশের সংগে বসার সুযোগ করে দেবে। এটি ইসলামাবাদকে শুধু ঢাকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সাহায্য করবে না বরঞ্চ পূর্বে করা অসংখ্য ভুল শুধরে নেয়ার সুযোগ করে দেবে।

বর্তমানে স্বার্থের কারণে দুই দেশের মধ্যে যদি মিত্রতা স্থাপিত হয় তাহলে তা পাকিস্তনের জন্য লাভজনক হবে। তবে পাকিস্তান এখন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়।

হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প আনছে

(প্রথম পাতার পর)

জাতীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে কাজ করছে, যাতে ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়ালি নিরাপদে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন নথি, বার্তা ও কথোপকথনের রেকর্ড স্থানান্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে জনপ্রিয় অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের আদলে বিকল্প বাণিজ্যিক অ্যাপ হিসেবে এটি তৈরি করা হচ্ছে।

কিং আব্দুল আজিজ সিটি ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পরিচালক বাসিল আল-ওমির জানান, এক বছরের ভেতর আমরা অ্যাপটি আনার চেষ্টা করছি। দেশে যত অ্যাপ আছে সব বাইরের সার্ভারে যুক্ত। নিয়ন্ত্রণও করে বিদেশি প্রতিষ্ঠান। যার কারণে অনেক সমস্যা হতে পারে। আমরা যেটি তৈরি করছি তাতে নাগরিকদের কোনো বিপদ থাকবে না।

সৌদির নিজস্ব জনবল দিয়েই অ্যাপটি তৈরি করা হচ্ছে। সৌদি গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, শুরুর দিকে বিভিন্ন কোম্পানি, প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাপটি উন্মুক্ত করা হবে, যার মাধ্যমে কর্মকর্তারা নিরাপদে ফাইল পাঠানো থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন'র সিনিয়র এডভাইজার ওসমান

(প্রথম পাতার পর)

এশিয়ানদের মোর্চা 'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন'র সিনিয়র এডভাইজার হয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান ওসমান সিদ্দিক। বাইডেনের রানিংমেট তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিস মনোনয়ন পাবার পরই মার্কিন রাজনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ানদের গুরুত্ব অবধারিত হয়ে উঠেছে। সে আলোকে বাইডেন-কমলাকে বিপুল বিজয় দিতে দক্ষিণ এশিয়ানরা পৃথক একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে কাজের সংকল্প গ্রহণ করেছে। এর আগে কখনোই এমনটি ঘটেনি।

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, আফগানিস্তান, মালদ্বিপ এবং ভুটানের প্রায় ৮ মিলিয়ন অভিবাসী রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। এর সাথে যোগ হয়েছে এসব পরিবারে জন্মগ্রহণকারি আমেরিকানরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইটি, চিকিৎসা, শিক্ষকতায় ভারতীয়রা দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করলেও বাংলাদেশিরাও পিছিয়ে নেই। এসব কারণে প্রশাসন এবং রাজনীতিতেও দক্ষিণ এশিয়ানদের এখন আর খাটো করে দেখার অবকাশ নেই বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা।

তেমন একটি আমেজেই 'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন'র আবির্ভাব ঘটার সাথে সাথে 'ইন্ডিয়ান্স ফর বাইডেন', 'বাংলাদেশি ফর বাইডেন', 'পাকিস্তানী ফর বাইডেন', 'শ্রীলংকানিয়ান ফর বাইডেন' গঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ সবকটি দেশের ফোরামের সমন্বয়ে জাতীয়ভিত্তিক 'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন'র কমিটি সম্প্রসারিত হবে। 'বাইডেন-কমলা' জুটির নির্বাচনী টিমের বিশেষ সহযোগী হিসেবে দক্ষিণ এশিয়াানদের এই মোর্চা তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্তি এবং ভোট প্রদানে সকলকে উৎসাহিত করার সাংগঠনিক তৎপরতা চালাবে বলে জানা গেছে। আগে থেকেই যারা ডেমক্র্যাটিক পার্টির বিভিন্ন ফোরামে সক্রিয় ছিলেন তাদের সমন্বয়েই 'বাইডেন-কমলা'র পক্ষে সকলে কাজ করবেন। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনের আগেই ডাকযোগেও ভোট দেয়া যাবে। এনিয়েও কাজ করবে 'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন'।

ওসমান সিদ্দিক উচ্চ শিক্ষার জন্যে ৭০ সালের আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। শিক্ষা শেষে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা শুরু করেন এবং সেই সূত্রে সিটিজেনশিপও পেয়েছেন। তারপরই মার্কিন রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন তাকে ফিজিসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিলেন। তারও আগে প্রেসিডেন্সিয়াল ডেলিগেশন হিসেবে মার্কিন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন কিশোরগঞ্জের সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারের সন্তান ওসমান সিদ্দিক। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ন্যাশনাল ডেমক্র্যাটিক ইন্সটিটিউটের 'আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক' হিসেবেও একবার দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঢাকা সফরের সময়েও সাথে ছিলেন ওসমান সিদ্দিক।

বহুজাতিক এ সমাজে প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ে অতি পরিচিত ওসমান সিদ্দিকের মাধ্যমেই প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত আমেরিকানরাও ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণীত হচ্ছেন। মৃদুভাষী ওসমান সিদ্দিক সকল প্রবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছেন ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ভোট দিতে কেউ যেন গড়িমসি না করেন। কারণ এবারের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। অভিবাসীদের অস্তিত্বের স্বার্থে এবং মর্যাদার প্রশ্নে আসন্ন নির্বাচনে বাইডেন-কমলার বিজয়ের বিকল্প নেই'-বাংলাদেশ প্রতিদিনের কাছে এ মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রদূত ওসমান সিদ্দিক।

উল্লেখ্য যে, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমক্র্যাটিক পার্টি থেকে বাংলাদেশি আমেরিকান ড. নিনা আহমেদ পেনসিলভেনিয়া স্টেট অডিটর জিনারেল এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত আমেরিকান ডোনা ইমাম টেক্সাসের কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩১ এর মনোনয়ন পেয়েছেন। উভয়েরই জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলে জানা গেছে। তবে এ দুজনের জনেও নির্বাচনী তহবিল জোরদার করা জরুরী হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও যতটা জোরালো হওয়া দরকার তার ধারেকাছেও যেতে পারেনি বাংলাদেশি আমেরিকানরা-এ অভিমত রয়েছে সুধীজনে।

দেশের পথে সিআর দত্তের মরদেহ

(প্রথম পাতার পর)

বীরউত্তম-এর মরদেহ সোমবার (৩১ আগস্ট) সকালে এমিরেটস ফ্লাইট যোগে ঢাকা পৌঁছাবে। তাঁর কানাডা প্রবাসী কন্যা চয়নিকা দত্ত ও তার স্বামী একই প্লেনে ঢাকা নামবেন। একমাত্র পুত্র চিরঞ্জীব দত্ত, কন্যা মহুয়া দত্ত ও কবিতা দাশগুপ্ত প্রায় একই সময়ে অন্য এয়ারলাইন্স যোগে ঢাকা পৌঁছাবেন বলে জানিয়েছেন প্রয়াত সিআর দত্তের ছেলে চিরঞ্জীব দত্ত।

ফ্লোরিডার স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় তাঁর কফিন নিয়ে 'এমিরেটস স্কাই কার্গো' দুবাইয়ের পথে রওনা হয়েছে। সেখান থেকে সংযোগকারী ফ্লাইটে তাঁর দেশের পথে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে। গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআর দত্তের কনিষ্ঠ জামাতা প্রদীপ দাসগুপ্ত।

সি আর দত্তের কফিন ঢাকায় শাহজালাল বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সেখানে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিবাদন জানানো হবে। এদিকে সি আর দত্তের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাবেক সেনা বাহিনী প্রধান, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) কে এম শফিউল্লাহকে আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবীরকে সদস্য সচিব করে ১০০১ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সি আর দত্তের মরদেহ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে দেশে আনা হবে। দেশে এনে তাঁকে সর্বোচ্চ সামরিক সম্মাননা ও যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত) বীরউত্তম যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টা (নিউইয়র্ক সময় সোমবার রাত সাড়ে ১১টা) দিকে তিনি মারা যান।

হবিগঞ্জে নেয়া হচ্ছে না সিআর দত্তের মরদেহ

চুনারঘাট (হবিগঞ্জ) থেকে আবুল কালাম আজাদ জানান, সোমবার দেশে আসছে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সি আর দত্তের (চিত্ত রঞ্জন দত্ত) মরদেহ। তবে করোনার কারণে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত এ সেক্টর কমান্ডারের মরদেহ নেয়া হচ্ছে না জাতীয় শহীদ মিনারে। একই কারণে হবিগঞ্জ এবং গ্রামের বাড়ি নেয়া হচ্ছে না সি আর দত্তের মরদেহ।

রোববার বিকালে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'তার লাশ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকায় পৌঁছাবে। সঙ্গে তার মেয়ে ব্যারিস্টার চয়নিকা দত্তও আসবেন। এরপর বিমানবন্দর থেকে তার মরদেহ ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে (সিএমএইচ) মরচুয়ারিতে নেয়া হবে।'

রানা দাশগুপ্ত বলেন, 'মঙ্গলবার তার মরদেহ বনানীর ডিওএইচএসের বাসায় নেয়া হবে। সেখানে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রাখার পর সকাল ৭টায় নেয়া হবে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। সেখানে সর্বসাধারণের সম্মান জানানোর জন্য রাখা হবে। গার্ড অব অনারও দেয়া হবে সেখানে। এরপর নেয়া হবে শ্মশানে। রাজধানীর বাসাবো-সবুজবাগ এলাকার শ্রী শ্রী বরদেশ্বরী কালীমাতা মন্দিরে নেয়া হবে শেষকৃত্যের জন্য। শেষকৃত্যের আগে সেনাবাহিনী তাকে সম্মান জানাবেন।'

করোনাভাইরাসের কারণে তাকে নিয়ে জাতীয় শহীদ মিনার ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।


STAR
Photography
NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334


বাফেলো বাংলা
www.buffalobangla.com


Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.M.C (USA) Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল রোগে ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, আমরা এখানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ার পরে রোগমুক্ত। আমাদের এখানে খাদ্যে নোনতাবিহীন খাদ্য দেয়া হয়।
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com


পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি
TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872
We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more
1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467


ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.
Tusher Bhuiyan
Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Each Office is Independently Owned and Operate


ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
ASTORIA PHARMACY
Ph: 718-278-3772
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
Ph: 718-779-1444
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
Ph: 718-392-8049
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

রিপাবলিক পার্টির কনভেনশনে ট্রাম্প

বাইডেনের দল ভোট চুরি করতে পারে



হককথা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তুমুল লড়াই চলছে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে। আসছে দুই দলের পাল্টাপাল্টি ভোট চুরির অভিযোগ। ট্রাম্পের দাবি, ডেমোক্র্যাটরা এবারের নির্বাচনে ভোট চুরি করতে পারে। এর আগে এমন দাবি তুলে ডেমোক্র্যাট দলের সাবেক প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভোট চুরি করে নির্বাচিত হওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। এজন্য সবাইকে সতর্ক থেকে ভোট দিতে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দলের সমর্থকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটরা ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ভোট চুরি করতে পারেন। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

স্থানীয় সময় সোমবার (২৪ আগষ্ট) নর্থ ক্যালিফোর্নিয়ার শার্লটে অনুষ্ঠিত রিপাবলিক পার্টির কনভেনশনের প্রথম দিনে ট্রাম্পের মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়। এ সময় রিপাবলিকান সমর্থকরা কণ্ঠভোটে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সময় তারা 'আরও চার বছর', 'আরও চার বছর' স্লোগান দেন।

কনভেনশনে ট্রাম্প তার বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, ডেমোক্র্যাটরা তার জয় চুরি করার ষড়যন্ত্র করছেন। সেটি কিছুতেই সফল হতে দেয়া হবে না।

এদিকে এক জরিপে দেখা যায়, ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জো বাইডেন থেকে পিছিয়ে আছেন ট্রাম্প। ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে জরিপে হিলারি ক্লিনটন থেকে পিছিয়ে থাকাবস্থায়ও ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, নির্বাচনে কারচুপি হতে পারে। খবর বিবিসি'র।

রিপাবলিকান পার্টির সম্মেলন ঃ বিশ্লেষণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নতুন ঘোষণাপত্র নেই, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তই সব

আলী রীয়াজ: যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় কমিটি ঘোষণা করেছে যে এ বছরের সম্মেলনে দল কোনো নতুন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করবে না। প্রতি চার বছরে অনুষ্ঠিত দলের সম্মেলনে নতুন ঘোষণাপত্র বা পার্টি প্ল্যাটফর্ম গ্রহণ করাই রেওয়াজ। যুক্তরাষ্ট্র সময় সোমবার (২৪ আগষ্ট) রাতে (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সকালে) রিপাবলিকান পার্টির চার দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রাজনৈতিক আচার অনুযায়ী, এই পার্টি প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে দলের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দলিল এবং আসন্ন নির্বাচনে দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রতিশ্রুতি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ ধরনের দলিলকে নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে দলের এই প্ল্যাটফর্মকে নির্বাচনী ইশতেহারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করার কারণ দু'টি। প্রথমত, এই প্ল্যাটফর্মের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতের প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যে কারা বেশি প্রভাবশালী ও দলের আদর্শিক অবস্থান কোন দিকে ঝুঁকছে। দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট ছাড়া প্রতিনিধি সভা এবং সিনেটে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁদের এসব বিষয়ে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হয় এবং পরে এর আলোকেই বিভিন্ন বিষয়ে কংগ্রেসে অবস্থান গ্রহণ করেন।



যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো প্রধান দল সম্মেলনে নতুন ঘোষণাপত্র গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিল। রোববার (২৩ আগষ্ট) দলের সম্মেলনের ঠিক আগের দিন দলের জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হলো। বলা হয়েছে, শনিবার দলের জাতীয় কমিটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দলের ঘোষণাপত্র গ্রহণের বদলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দল 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমেরিকা-ফার্স্ট অ্যাজেন্ডার প্রতি তাদের সোৎসাহ সমর্থন অব্যাহত রাখবে'। আমেরিকান রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের প্রতি তাঁর দলের সমর্থন জানানো কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কিন্তু দলের ঘোষণাপত্র না গ্রহণ করা এবং একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করার কোনো উদাহরণও নেই।

রিপাবলিকান পার্টি যদিও বলেছে যে করোনাভাইরাস মহামারির কারণে দলের সম্মেলন ছোট আকারে করাই এর কারণ। কিন্তু সেটা কারণ বলে মনে করার অবকাশ কম। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সম্মেলনে সব ডেলিগেট উপস্থিত থাকবে না এবং স্বল্পসংখ্যক ডেলিগেটের মতামতের ভিত্তিতে তাঁরা নতুন ঘোষণাপত্র তৈরি করতে চান না, কেননা তাতে বহু ধরনের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে না। কিন্তু সাধারণত এই প্ল্যাটফর্মে কী থাকবে, সে বিষয়ে আলাদা কমিটি থাকে এবং কমিটির বৈঠক ও আলোচনার বিষয়ে আগেই জানা যায়। এই বছরে রিপাবলিকান পার্টির এই কমিটির কোনো বৈঠকের কথা শোনা যায়নি। যে কারণে ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে গণমাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল।

গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলনে ৯১ পৃষ্ঠার দলীয় প্ল্যাটফর্ম গৃহীত হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম নিয়ে দলের ভেতরে কয়েক মাস ধরেই আলোচনা হয়েছে। দলের ১৫ সদস্যের প্ল্যাটফর্ম ড্রাফটিং কমিটি আলাপ-আলোচনা করে এ ঘোষণাপত্র তৈরি করে। দলের তুলনামূলক উদার বামপন্থীদের অনেকে এই প্ল্যাটফর্মের কিছু কিছু অংশের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে এর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়েছেন। আবার অন্য দিকে এ কমিটির একজন সদস্য বার্নি স্যান্ডার্সের উপদেষ্টা জস ওরটন এই প্যাটফর্মকে এযাবৎকালের সবচেয়ে প্রগতিশীল ভিশন বা দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দলিল বলে বর্ণনা করেছেন। গর্ভপাত বিষয়ে দলের উদারপন্থী অবস্থান নিয়ে আপত্তি তুলে দলের কমপক্ষে ১০০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওই কমিটির কাছে আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকজন গভর্নর এবং কয়েকটি রাজ্যের আইনসভার সদস্যও ছিলেন। কমিটি তাঁদের সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি।

২০১৬ সালের সম্মেলনে রিপাবলিকান পার্টি ৫৪ পৃষ্ঠার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছিল। সেই দলিলে যেসব রক্ষণশীল নীতিমালার কথা বলা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত তিন বছরে অনেক বিষয়ে এর চেয়েও বেশি রক্ষণশীল ও দক্ষিণপন্থী অবস্থান নিয়েছেন। তবে রিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে এই নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেননি।

প্রতিটি দলের ঘোষণাপত্রকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা একটি এস্পিরেশনাল ডকুমেন্ট বা আশা-আকাংখার দলিল বলে বর্ণনা করেন। এতে দলের অবস্থানই কেবলই তুলে ধরা হয় না, দেশের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তারও একটি দিকনির্দেশনা থাকে। এর অনুপস্থিতি দেশের জন্য রিপাবলিকান দলের দিকনির্দেশনার অভাব বলেই মনে করা যায়।

রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় কমিটির এ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশকে বিস্মিত করেছে। অন্যরা একে দেশের রাজনীতিতে পারসোনালিটি কাল্ট বা ব্যক্তিপূজার এক বিপজ্জনক অধ্যায়ের সূচনা বলে মনে করছেন। গত কয়েক বছরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে রাজনীতির দিকে দেশকে নিয়ে গেছেন, দলের এই সিদ্ধান্ত তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল। গণতন্ত্রের অব্যাহত উল্টো যাত্রা-বিষয়ক গবেষণায় দেখা গেছে, জনতুষ্টিবাদী নেতাদের এ ধরনের আচরণের সঙ্গে যখন তাঁর দল যুক্ত হয় তখন তা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। রিপাবলিকান দলের চার দিনের সম্মেলনের অন্তত অর্ধেক বক্তা যে ট্রাম্প পরিবারের সদস্য এবং আগের সব ধরনের প্রথা ভঙ্গ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে চার দিনই বক্তব্য দেবেন, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্তৃত্ববাদী রাজনীতিরই লক্ষণ।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো।



আবেগময় ভাষণে স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন মেলানিয়া

নির্বাচনী সম্মেলন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ডাকট্রাম্পপত্নীর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রিপাবলিকান দলীয় সম্মেলনে স্বামী ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করে ভাষণ দিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প। করোনা সঙ্কট ও বর্ণবাদ-বিরোধী প্রতিবাদে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখালেন তিনি।

আড়ালে-অন্তরালেই তাঁকে বেশি দেখা যায়। এবার স্বামীর জন্য প্রচার করতে প্রকাশ্যে ভাষণ দিলেন আমেরিকার ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দেবার আবেদন জানালেন তিনি। রিপাবলিকান দলের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে দেওয়া ভাষণে মেলানিয়া সেইসঙ্গে করোনা মহামারি ও বর্ণবাদের মতো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ও তুলে ধরলেন। নির্বাচনের আর মাত্র দুই মাস বাকি। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী ট্রাম্প কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। প্রতিপক্ষ ডেমোক্র্যাটিক দলের জো বাইডেন জনপ্রিয়তার বিচারে তার তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন। এই অবস্থায় ভোটারদের মন জয় করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। রিপাবলিকান দল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে আবার দ্বিতীয় কার্যকালের জন্য মনোনীত করেছে। দলের সম্মেলনে একের পর এক বক্তা ট্রাম্পের পক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন এবং বাইডেনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করছেন। বাইডেন প্রেসিডেন্ট হলে দেশ কীভাবে রসাতলে যাবে, সে বিষয়ে তারা সতর্ক করে দিচ্ছেন। কিন্তু মেলানিয়া ট্রাম্প সেই পথে না গিয়ে অনেক নরম সুরে স্বামীর পক্ষে সওয়াল করলেন। সূত্র : রয়টার্স, ডিপিএ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বার বার বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিলেও মেলানিয়া খোলাখুলি ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করলেন। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে তিনি মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চান না। কারণ এমন কথা দেশের মধ্যে বিভাজন আরও বাড়িয়ে তোলে, যেমনটা গত সপ্তাহে দেখা গেছে। তিনি করোনা মহামারির কারণে সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা তুলে ধরেন। এ সঙ্কট মোকাবিলায় স্বামীর আন্তরিকতা তুলে ধরতে মেলানিয়া বলেন, 'এমন ভয়াবহ মহামারির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সব মানুষের দেখাশোনা করা পর্যন্ত ডোনাল্ড বিশ্রাম নেবে না'। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ন্যায়বিচারের নামে হিংসা ও লুটপাট বন্ধ করারও আবেদন জানান তিনি। তার মতে, মানুষের ত্বকের রং দেখে কোনো অনুমান করা উচিত নয়। ২০১৬ সালে রিপাবলিকান দলের কনভেনশনে ভাষণ দিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প। ২০০৮ সালে প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামার ভাষণের বেশ কিছু অংশ 'চুরি'-র অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে।

করোনা সংকট ও তার পরিণাম হিসেবে বিপর্যস্ত অর্থনীতি সামলাতে ট্রাম্প ব্যর্থ হয়েছেন, এমন অভিযোগ খণ্ডন করতে একের পর এক বক্তা প্রেসিডেন্টের সাফল্য তুলে ধরেন। তারা মনে করিয়ে দেন, 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি সামনে রেখে ট্রাম্প অনেক অর্থনৈতিক বিধিনিয়ম শিথিল করেছেন। হোয়াইট হাউসের অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ল্যারি কাডলো বলেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সুযোগ ও আশাবাদ চাইলে ভোটারদের ট্রাম্পকেই বেছে নিতে হবে। তা না হলে স্থবিরতা, মন্দা ও নৈরাশ্যের দিন আবার ফিরে আসবে।

দলীয় প্রচারের জন্য হোয়াইট হাউসকে বেছে নেওয়ার জন্য ট্রাম্প-দম্পতি ও রিপাবলিকান দলের কড়া সমালোচনা করেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাটিক দল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ইসরাইল সফরে গিয়ে জেরুজালেম শহরের একটি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে যেভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের কূটনৈতিক সাফল্য তুলে ধরেছেন, সেই বিষয়টিকেও দৃষ্টিকটু মনে করছেন সমালোচকরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তকে বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে হোয়াইট হাউস।

বিবিসি নিউজ-এর খবরে বলা হয়: বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন আমেরিকান ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস থেকে রিপাবলিকান কনভেনশনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি কোনও মানুষকে বর্ণের ভিত্তিতে বিচার না করার জন্য আমেরিকানদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভের আড়ালে সহিংসতা ও লুটপাট বন্ধের আহ্বানও এসেছে তার বক্তব্য থেকে। পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক আহত হওয়ার ঘটনায় উইসকনসিনে যখন বর্ণবাদবিরোধী তুমুল বিক্ষোভ চলছে, তখনই এ ইস্যু নিয়ে সরব হলেন মেলানিয়া।

আগামী তেসরা নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ২৪ আগষ্ট সোমবার থেকে চারদিনের রিপাবলিকান কনভেনশন শুরু হয়েছে। ২৫ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় দিনের কনভেনশন শুরু হয় উইসকনসিনে সম্প্রতি পুলিশের গুলিতে আহত হওয়া কৃষ্ণাঙ্গ জ্যাকব বেল্লকের জন্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। এদিন হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেন থেকে কনভেনশনে বক্তব্য দেন মেলানিয়া ট্রাম্প। তার স্বামী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ অল্প কয়েকজন দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

বক্তৃতা দিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদ ইস্যুকেই সামনে নিয়ে আসেন মেলানিয়া। তিনি বলেন, 'আপনাদের সবার মতো করে আমিও আমাদের দেশের বর্ণবাদজনিত অস্থিরতার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসতে চাই। এটি এক কঠিন বাস্তবতা যে আমরা আমাদের ইতিহাসের একটা অংশ নিয়ে গর্ববোধ করতে পারি না। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতকে সাজানোর পরিকল্পনা করতে আমি আপনাদের উদ্বুদ্ধ করতে চাই।'

মেলানিয়া আরও বলেন, 'আমি জনগণের প্রতি আহবান জানাব, তারা যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নামে সহিংসতা ও লুটপাট না চালায়। তারা যেন কখনোই কোনও মানুষের গায়ের রঙের ভিত্তিতে তার সম্পর্কে অনুমান না করে।'

উল্লেখ্য, গত ২৫ মে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের বৃহত্তম শহর মিনিয়াপলিসে পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়।

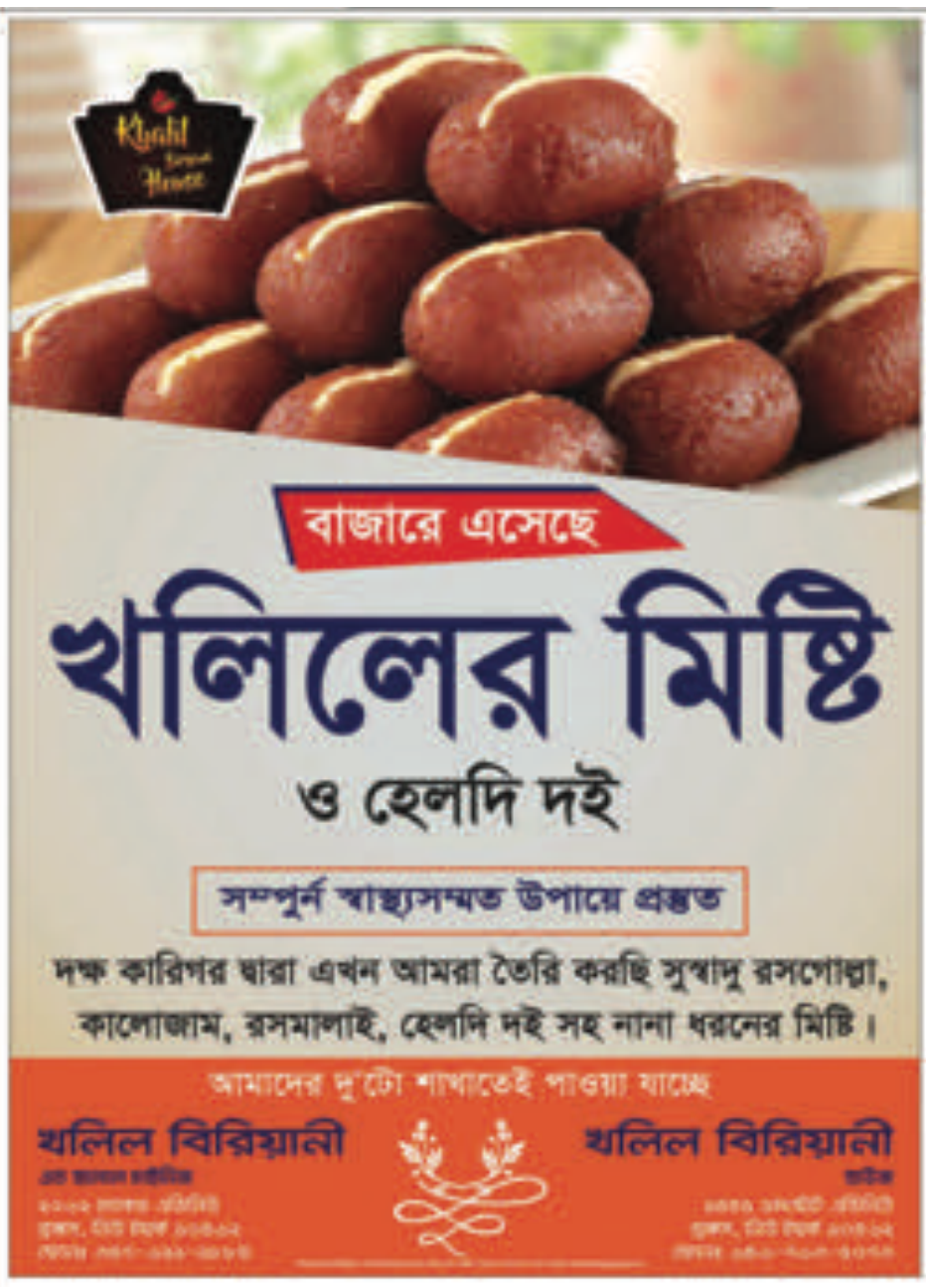
ADMISSION GOING ON !
ভর্তি চলছে
ভর্তি চলছে
An-Noor Cultural Center
A registered nonprofit educational and cultural organization in the State of New York
" Our Goal is to develop the youth of today into leaders, model scholars and dedicated believers of Islam".
Qualified Teacher
Individual Attention
Quality Education
Convenient Location
Excellent Facilities
Separate Arrangement for Sisters
Full Time Hifz Class For Boys
Full-Time Alim Course For Boys
Online Qur'an Class & Tutorial Help
Weekend & After School Maktab
Summer School & Adults Class
Jackson Heights Location
70-13 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Tel : (718) 255-5839
Elmhurst Location
74-30 Woodside Ave, Elmhurst, NY 11373
Tel : (718) 593-9938
Web : www.annoorusa.org ■ Email : info@annoorusa.org

জাকসন হাইটসের খামারবাড়ী গ্রোসারী পুনরায় চালু





PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us



KHAAMAR BAARI

37 16 73 ST JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718 639 6868, 718 971 4769

STORE HOURS: 24/7 Days

183-19 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
TEL: 718 739 9700

STORE HOURS: Open 7 Days A Week | 8:00am - Midnight

Grand Opening Sale

PAY YOUR PHONE BILLS HERE

Prices Effective Sept 1 - Sept 25, 2020

BEEF MIX $1.99 LB

BEEF WITH BONE $2.69 LB

CHICKEN REGULAR $1.99 LB

CHICKEN LEG 89¢ LB

QUARTER LEG No clean 49¢ LB

FROZEN GOAT Ribs $3.49 LB

CHICKEN THIGH $1.49 LB

CHICKEN BREAST $1.79 LB

TILAPIA 1 KG up $1.49 LB

HILSHA $3.99 LB $8.99 LB Chandpur

HILSHA 1000 Size $12.99 LB

RUHU FISH 2 KG $5.99 LB $1.99 LB

MRIGAL FISH 1 KG up $1.99 LB

KORAL 2KG UP $2.99 LB

KATLA 3 KG UP $1.99 LB

SHRIMP 80/100 $11.99 4LB

KESKI FISH 3 For / Tray $4.99

KOI FISH (IQF) $4.99 LB

SHRIMP 30/40 $7.99 2LB

SHRIMP 16/20 $14.99 2LB

KRISHOK KALIJIRA RICE $9.99 10LB

SAFI PARBOILED BASMATI RICE $20.99 20LB

DELTA RICE $23.99 50LB Limit 5

MAMA PARBOILED BASMATI RICE $10.99 20LB

MADHOMATI KALIJIRA RICE $8.99 10LB

TILDA BASMATI RICE $12.99 10LB

ABDULLAH RICE $11.99 20 LB

RICE LAND $19.99 50 LB

KRISHOK PARBOILED RICE $16.99

KRISHOK BASMATI RICE $9.99 10 LB

MILK $2.99

EGG Medium 2 For 99¢

BANANA 59¢ LB

OLIO VILLA $7.99

WATER 40 pcs $9.99

VEG.OIL $17.99

ISPAHANI $3.49

DANO FULL CREAM MILK POWDER $27.99 2.500 GM

MASOOR DAL $3.49 4 LB

CHANA DAL $3.99 4 LB

MOONG DAL $3.99 4 LB

PRAN TOAST 3 PCS $5.00 500GM

DAL PURI /ALOO PURI 3 PCS $5.00

Taza Paratha $3.99 Family Pack

PARATHA KHAAN BRAND $5.99

Paratha MASHAL BRAND $5.99 Family Pack

Zhatpot Paratha 2 for $6.99 Family Pack

SUGAR $2.99

ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টারের প্রাণকেন্দ্রে
সবচেয়ে সুন্দর পার্টি হল



AL-AQSA
PARTY HALL



১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও
সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT
কাচ্চি বিরিয়ানী, কোরমা, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা,
সমুচা, মোগলাই পরোটা, রুমালরুটি, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।
সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ অফ ডিসকাউন্ট ষ্টোর
AL AQSA Household Discount Store
সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন,
প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট,
বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ,
কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার,
টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket
প্রতিদিন ফ্রেশ



সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি,
চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি,
ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

জ্যাকসন হাইটসে নতুন লোকেশনে



Asef Bari (Tutul) C.E.O

Grand Opening at Ozone Park

ওজনপার্কে শুভ উদ্বোধন

September 01, 2020

JACKSON HEIGHTS OFFICE:	JAMAICA OFFICE:	BROOKLYN OFFICE:	BRONX OFFICE:	LONG ISLAND OFFICE:
37-16 73rd Street, Suite 401 Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-898-7100	169-06 Hillside Ave, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 Tel: 718-291-4163	33 101 Ave, Brooklyn NY 11208 Tel: 718-942-5554	2113 Starling Ave. Suite 201 Bronx, NY 10462 Tel: 718-319-1000	469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901

নিউইয়র্কে করোনা প্রস্থানের সাথে সাথেই পার্টিহলগুলোতে অনুষ্ঠানের ধুম









বিশেষ প্রতিনিধি: অনুষ্ঠান উদযাপনের দেশ আমেরিকাকে দমিয়ে রেখেছিল মহামারি করোনা। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত শহর ছিল নিউইয়র্ক। মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখেও থেমে থাকেনি জীবনের চাকা। পরিস্থিতি বিবেচনায় করোনা সময়কালের অনেকগুলো বিয়ে-শাদীর তারিখ পিছিয়ে গেলেও সিংহ ভাগ বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান বাকী সব অনুষ্ঠানাদির মতই হয়েছে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে। আর বাসাবাড়ির ভিতরে ইন্ডোর পার্টিগুলোও চলছিল অত্যন্ত সতর্কতায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই। কিন্তু এই পরিস্থিতি কতকাল? পরিশেষে গত ২৪ আগষ্ট থেকে চতুর্থ ধাপে নিউইয়র্কের বাণিজ্যিক পার্টিহলগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় উদযাপনকারীদের জন্য খুলে দেয়ার সাথে সাথেই জোয়ার পড়ে যায় বুকিং এর জন্য।

নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ব প্রথম করোনা উত্তর বিয়ের পার্টিটি অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সুপরিচিত পার্টিহল 'অন্টনস বাই মিনারে' গত ২৩ আগষ্ট, রোববার সন্ধ্যা ৭টায়। নিউইয়র্ক কাজী অফিসের পরিচালক ইমাম কাজী কায়ুমের পরিচালনায় ঐ বিয়েটির বর ছিলেন জ্যাকসন হাইটসেন সুপরিচিত 'আল-আরাফা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুর'স এর স্বত্তাধিকারী আলহাজ মুআল্লিম ময়নুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্র হাফেজ মাওলানা হাদী ইসলাম। আর কনে ছিলেন লংআইল্যান্ডের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেলোয়ার হকের একমাত্র কন্যা আসমাউল হক। অনুষ্ঠানটি বিয়ের আমেজে ছিল ভরপুর। অবশ্য মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সর্বোত চেষ্টা করেছেন দু'পক্ষের সমাগত আত্মীয়রা। অনুষ্ঠানে মডারেটর ও সহকারী ইমামের দায়িত্ব পালন করেন ইমাম শাইখ ফাহীম মিশিগানী। বর-কনের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন বরের পিতা আলহাজ মুআল্লিম ময়নুল ইসলাম। দু'পক্ষের প্রায় শ'খানেক অতিথির ধুম পড়েছিল সেদিনের সেই আনন্দঘন বিয়ের অনুষ্ঠানটিতে।



ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশ দূতাবাস প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হচ্ছে। ছবি : সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে : রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বলেছেন, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডে সাজাপ্রাপ্ত খুনিরা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশের মাটিতে লুকিয়ে আছে। 'আমরা আশ্বস্ত হয়েছি যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনে চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুর খুনিকে শিগগিরই বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে। জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচিতে তিনি এ সব কথা বলেন।

রাষ্ট্রদূত ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ডকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকান্ড হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে স্বাধীনতার চেতনা এবং উদ্দেশ্য 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ'কে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তিনি বলেন, হত্যাকারীরা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, গণতন্ত্রকে হত্যা এবং হত্যার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জেনারেল জিয়া সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত এবং কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে এবং খুনিদের বাংলাদেশের বিদেশি মিশনে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল করে খুনিদের বিচার কাজ সম্পন্ন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার রায় কার্যকর করেন। 'এটা সকলের কাছে পরিষ্কার যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কোন মূল্যে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর'। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর ও হৃদয় ভারাক্রান্ত পরিবেশে জাতীয় জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ কালো ব্যাচ পরিধান করে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ৭৫ এর ১৫ আগস্টে নির্মমভাবে নিহত তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন কর্তৃক বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দূতাবাস প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা হয়।

দিবসের অন্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় নেতৃবৃন্দের বাণী পাঠ, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং ১৫ আগস্টে নিহত শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। দূতাবাসের ডিফেন্স এ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম মঈনুল হাসান, কাউন্সিলর (পলিটিক্যাল) দেওয়ান আলী আশরাফ, মিনিস্টার (ইকনমিক) মো. মেহেদী হাসান এবং মিনিস্টার (কনসুলার) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান যথাক্রমে বাণীগুলো পাঠ করেন। প্রথম সচিব এবং চ্যান্সারি প্রধান মো. মাহমুদুল ইসলাম দিবসের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সবশেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বাংলাদেশে অব্যাহত উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম সমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সিলেট এম সি এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে

মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেট এম সি এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক সপ্তাহব্যাপী নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেছে।

গত ২৪ আগষ্ট সোমবার বেলা ২টায় ওজনপার্কে, ২৫ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ২টায় এষ্টোরিয়া এবং বিকেল ৫টায় জ্যাকসন হাইটস, ২৬ আগষ্ট বুধবার বেলা ২টায় ব্রঙ্কসে (২০৫) এবং বিকেল ৫টায় পার্কচেষ্টারে, ২৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় জামাইকা মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং এম সি ও সরকারী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা উল্লেখিত কর্মসূচীতে উপস্থিত থেকে এই উদ্যোগকে প্রানবন্ত করে তোলেছেন তাদের সবাইকে সংগঠনের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শিল্পীপতি বশিরুল আলম মিয়াজীর সাথে দাউদকান্দিবাসীর প্রীতিভোজ

নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট শিল্পীপতি বশিরুল আলম মিয়াজীর সম্মানে প্রীতিভোজের আয়োজন করেন যুক্তরাষ্ট্রস্থ প্রবাসী দাউদকান্দিবাসী। গত ২৩ আষ্ট সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির মধুবন রেষ্টুরেন্টে এই প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিসৎক ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট প্রফেসর মনির হোসেন খান এবং বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর দাউদকান্দির বিশিষ্টজনদের মধ্যে রুহুল কুদ্দস খোকন, মোহাম্মদ জাকির সরকার, আবু মুছা, ইউনুস সরকার, জাহাঙ্গীর সরকার, কবির হোসে অভি, রাশেদ, বাছেদ, ছালাউদ্দিন, পলাশ সরকার, আলী, জামিল খান, টি হোসেন, আসিক, মাহবুব, মনির, রাসেল সরকার, ইয়ার আহমেদ পাটোয়ারী প্রমুখ।

প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে বশিরুল আলম মিয়াজী বলেন, দীর্ঘদিন বৈশ্বিক মহামারীতে আমরা দেশ ও প্রবাসে আমাদের অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছি।



যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন।

তিনি বলেন, দাউদকান্দি মাটি ও মানুষ আমার আপনজন। ছাত্রজীবন থেকে মানবতার কল্যাণে আমি সবসময় সদা তৎপর ছিলাম এখনও আছি। তিনি বলেন, বর্তমানে দাউদকান্দিতে মাদক ও সন্ত্রাস যেভাবে বেড়ে উঠছে এটা নতুন প্রজন্মের জন্য বিশাল হুমকি। আমরা সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত দাউদকান্দি চাই। এক্ষেত্রে দেশ ও প্রবাসের সকল দাউদকান্দিবাসী সচ্চার হওয়া প্রয়োজন। তিনি দাউদকান্দিবাসীর কল্যাণে আরো একদাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য, আগামী উপজেলা নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নিজেকে প্রার্থীতা ঘোষনা করেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, শিল্পীপতি বশিরুল আলম মিয়াজী আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাউদকান্দি উপজেলা থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহন করবেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ভার্জিনিয়ায় অগ্নিকান্ডে বাংলাদেশী সাদেকুল নিহত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ফলসচার্চের আর্নেস্ট স্ট্রিটে জনৈক বাসেত মোল্লার বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে আগুন লাগে বাংলাদেশী সাদেকুল ইসলাম (৫৬) মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ১৫ আগষ্ট রোববার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। এতে বাড়ির সকলেই নিরাপদে বের হতে পারলেও সাদেকুল ইসলাম আগুনে পুড়ে মারা যান। তিনি দীর্ঘদিন ধওে স্থানীয় একটি সেভেন ইলেভেনে কর্মরত ছিলেন। তার স্ত্রী বাংলাদেশে থাকেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার যুক্তরাষ্ট্রে আসার কথা ছিলো। এদিগে গত ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় ভার্জিনিয়ার ফ্রেডরিক বার্গে তার নামাজে জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠিত হয়।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-45 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-8613

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Old Hill, NY 11731
718-486-5543

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-8613

Ozone Park Office
173 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
842 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162



নিউইয়র্কের জনপ্রিয় এটর্নী মঈন চৌধুরীর জ্যাকসন হাইটস অফিসে তাঁর হাতে বই তুলে দিচ্ছেন এডভোকেট সুফিয়ান আহমেদ চৌধুরী।

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে

বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত

আবুজা (নাইজেরিয়া): বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ.কে.আব্দুল মোমেন এমপি এবং নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেফ্রি অনিয়েমা যৌথভাবে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করেন। গত ২৭ আগষ্ট নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নাইজেরিয়াস্থ বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো: শামীম আহসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। শুরুতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শণ করা হয়।

স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করায় নাইজেরিয়া সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ড. মোমেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ, মতাদর্শ ও সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষদের সবসময় উৎসাহ যুগিয়ে যাবে। এ স্মারক ডাকটিকেট বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন উল্লেখ করে এটি দু'দেশের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ভবিষ্যতে দৃঢ়তর করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।



জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তদের বিষয়ে নাইজেরিয়ার গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা কওে মিয়ানমার থেকে বলপূর্বকভাবে বাস্তচ্যুত এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া প্রায় ১.১ মিলিয়ন মিয়ানমার নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে নাইজেরিয়া সরকারের সক্রিয় অবস্থান অব্যাহত রাখতে তিনি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নয়নের ফলে বিশ্বব্যাপী 'রোলমডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। নাইজেরিয়াকে আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে উল্লেখ করে ড. মোমেন আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে উভয় দেশ কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিরক্ষা, দ্বৈতকর পরিহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অচিরে স্বাক্ষর করবে।

নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেফ্রি অনিয়েমা তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের একজন 'আইকন' হিসেবে অভিহিত করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যে বঙ্গবন্ধু একজন প্রকৃত নেতা ও বাঙালীর ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে নির্ভীক কণ্ঠস্বও ছিলেন যিনি শুধু বাঙালী নয়, গোটা পৃথিবীর শান্তিকামী সকল মানুষের আদর্শ নেতা ছিলেন।

নাইজেরিয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত হওয়ায় নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, এটি দু'দেশের বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে আগামীদিনে গভীরতর করতে ভূমিকা রাখবে। জেফ্রি অনিয়েমাতাঁর বক্তব্যের শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কওে কিউবার সাবেক নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিখ্যাত উক্তি (আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায়, এই মানুষটিই হিমালয়) উদ্ধৃত করেন।

নাইজেরিয়া পোস্টাল সার্ভিসের (নাইপোস্ট) পোস্টমাস্টার জেনারেল/সিইও ড. ইসমাইল আডেবায়ো আদেউসি তাঁর বক্তব্যে এ উদ্যোগের অংশ হতে পেওে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্মারক ডাকটিকেটকে একটি ঐতিহাসিক প্রকাশনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, নাইজেরিয়া ছাড়াও বহি:বিশ্বে এর উপস্থিতি অনুভূত হবে। ১০০ নাইজেরিয়ান নাইরা মুদ্রা মানের এই ডাকটিকেটটি নাইজেরিয়ার সকল ডাকঘর এবং বাণিজ্যিক রাজধানী লেগোসে অবস্থিত নাইজেরিয়ান ফিলাটেলিক ব্যুরো-তে আজ (২৭ আগষ্ট) থেকে ক্রয় করা যাবে।

স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে আবুজায় কূটনৈতিক কোরের ডীন এবং ক্যামেরুনের হাইকমিশনার সালাহেদিন-আব্বাস ইব্রাহিমা এবং ভারতীয় হাইকমিশনার অভয়ঠাকুর সহ নাইজেরিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ারআলম এমপি, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারগণ, উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠকর্মকর্তাবৃন্দও ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। কোভিড-১৯ এর বিস্তারের কারণে স্থানীয় অতিথিদেও সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত রাখা হয়।

উল্লেখ্য, নাইজেরিয়া পোস্টালসার্ভিস (নাইপোস্ট) নাইজেরিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহযোগিতায় স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে যা মিশন কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান-এর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে বছরব্যাপী গৃহীত কর্মসূচির একটি অংশ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বোস্টনে ডাকাতের গুলিতে নিহত বাংলাদেশী তানজিমের দাফন সম্পন্ন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে ডাকাতের গুলিতে নিহত যুবক তানজিম সিয়ামের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার (২৬ আগষ্ট) সকালে ম্যাসাচুসেটসের টাউন্টনের সিডার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে দীর্ঘ ৪০দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গত ২২ আগষ্ট সকাল ১০টার দিকে হাসপাতালেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন সিয়াম। তার বাড়ি নোয়াখালী। উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই রাত ৯টার দিকে বোস্টনের সন্নিকটে রক্সবুরিতে বাংলাদেশী মালিকানাধীন একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরে ঢুকে তানজিম সিয়ামকে (২৪) অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ও অর্থ হাতিয়ে নেয় স্টেফুন সামুয়্যেল (২৫) নামের এক দুর্বৃত্ত। দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্ত স্টেফুন সিয়ামের মাথায় দুটি গুলি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত সিয়ামকে দ্রুত ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

এদিকে বুধবার সকালে ম্যাসাচুসেটসের টাউন্টনের সিডার কবরস্থানে তানজিম সিয়ামকে শেষ বিদায় জানাতে তার জানাজা নামাজে বোস্টন ও পার্শ্ববর্তী শহরের প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও কনভেনিয়েন্স ষ্টোর মালিক সমিতির সদস্যারা উক্ত জানাজা নামাজে অংশ নেন।

শিক্ষার্থী ভিসায় চলতি বছরই যুক্তরাষ্টে পাড়ি জমান তানজিম সিয়াম। পড়াশোনা শুরুর আগে পরিবারকে সহায়তার উদ্দেশে তানজিম চার মাস আগে বোস্টনের সন্নিকটে রক্সবুরিতে এম অ্যান্ড আর কনভেনিয়েন্স স্টোর নামে বাংলাদেশী মালিকানাধীন একটি দোকানে কাজ শুরু করেন। গত ১৪ জুলাই গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকেই হাসপাতালে কোমায় ছিলেন তানজিম সিয়াম। এদিকে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় তানজিম সিয়ামকে দেখতে গত ৩ আগষ্ট বাংলাদেশ থেকে ছুটে আসেন তানজিমের মা বাবাসহ দুই সহোদর।

অপরদিকে বোস্টন প্রবাসী বাংলাদেশীদের অব্যাহত আন্দোলনের মুখে তিন সপ্তাহ পর বোস্টন পুলিশ ঘাতক স্টেফুন সামুয়্যেলকে (২৫) গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত স্টেফুনের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে সশস্ত্র ডাকাতি ও খুনের অভিপ্রায়ে সশস্ত্র হামলার অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।





মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টুর

দেশের দুস্থ খেলোয়ারদের সহায়তায় প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টুর সাথে প্রবাসী সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে 'খাবার বাড়ি সাইডওয়াক ক্যাফে'-তে এই সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা যুক্তরাষ্ট্র (বিসিএস ইউএসএ)।

সংগঠনের আহবায়ক ও বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ানের সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা যুক্তরাষ্ট্র'র ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক জাতীয় খেলোয়ার অলিম্পিয়ান সাঈদুর রহমান ডন, বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকার সভাপতি ও বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, সাবেক জাতীয় ফুটবলার সম্রাট হোসেন এমিলি, বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক এস এম ফেরদৌস, বিসিএস ইউএসএ'র যুগ্ম আহবায়ক কাজী তোফায়েল ইসলাম ও ওয়াহিদ কাজী এলিন, যুগ্ম সদস্য সচিব আবদুল মালেক, শাহাদত হোসেন, সমন্বয়কারী সাবেক জাতীয় খেলোয়ার সৈয়দ এনায়েত আলী, বক্সার সেলিম, সদস্য মাহবুবুর রহমান মিঠু, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সফিকুল ইসলাম, শামীম আহমেদ, নূরে আলম জিকু, কাজী আজিজুল ইসলাম জুয়েল প্রমুখ।অনুষ্ঠানে এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু তার সম্মানে মতবিনিময় সভা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাথলেটিসকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অ্যাথলেটিকসের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে নিরলসভাবে কাজ করছি। দেশে অ্যাথলেটস না থাকলে অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন অর্থহীন। তাই খেলোয়ার তৈরী করতে হবে। তিনি বলেন, অ্যাথলেটিকস এগিয়ে যাচ্ছে। কৃতি খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে অ্যাথলেটিকস দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে। আমরা দেশের সেরা খেলোয়ারদের পাশাপশি প্রবাসী খেলোয়ারদেরও মূল্যায়ন করতে চাই। খেলোয়ারকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে তার মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। দেশের বিভিন্ন ইভেন্টে প্রবাসী খেলোয়ারদের অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়ে তিনি দেশের দুস্থ খেলোয়ারদের সহায়তায় প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেলেও আরো উন্নতির জন্য শুধু সরকার নয় প্রবাসী সহ বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে।অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় আবদুর রকিব মন্টুক শুভেচ্ছা জানিয়ে তার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। তারা বলেন, বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী কৃতী অ্যাথলেট আব্দুর রকিব মন্টু তার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে দৃশ্যমান পরিবর্তনও লক্ষ করা যাচ্ছে অ্যাথলেটে। সভায় বক্তারা প্রবাস থেকে খেলোয়ারদের দেশের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়ারও আহবান জানান। তারা ভবিষ্যতে আব্দুর রকিব মন্টুকে আরো বড় দায়িত্বে দেখতে চান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের সদস্য সাবেক সহকারী এটর্নী জেনারেল এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত সফরে নিউইয়র্কে আসেন। তিনি এর আগেও যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রবাসী সাবেক জাতীয় খেলোয়ারদের সাথে মতবিনিময় করেন। অ্যাথলেটিকসে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মের প্রতিভা অন্বেষনে লস এঞ্জেলেসেও সফর করেন। গত ২৬ আগষ্ট বুধবার রাতে আবদুর রকিব মন্টুর ঢাকায় উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন।

কোরআনে আগুন, সহিংস

(প্রথম পাতার পর)

মুসলিমরা। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। এতে বলা হয়, ডেনমার্কের কট্টর দক্ষিণপন্থি রাজনীতিক রাসমুস পালাদুন পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় অংশ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সুইডিশ পুলিশ তাকে সেখানে ঢুকতে দেয়নি। তবে তার সমর্থকরা এরপরও এ ঘটনায় অংশ নেয়।

রাসমুস পালাদুন কট্টর দক্ষিণপন্থি স্ট্রাম কুর্স দলের নেতা। ডেনমার্কে বর্ণবাদ এবং অন্যান্য অপরাধে তাকে এক মাসের জেল দেয়া হয়েছিল। তার দলের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে ইসলাম বিরোধী ভিডিও পোস্ট করার অভিযোগে তার সাজা হয়।সুইডেনের তৃতীয় বৃহত্তম শহর মালমোতে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর জেরে শহরের ক্ষুব্ধ মুসলিমরা সহিংস বিক্ষোভ করেছে।বিক্ষোভের সময় কিছু তরুণ গাড়িতে আগুন দেয় এবং পুলিশের দিকে ইট পাটকেল ছোড়ে।

পুলিশ জানায়, শ তিনেক মানুষ, যাদের অধিকাংশই তরুণ, তারা বিক্ষোভে অংশ নেয়। প্রায় ২০ জনকে আটক করা হয়েছে।

মালমোতে বসবাসকারী বাংলাদেশি সাংবাদিক তাসনীম খলিল বলেন, রাসমুস পালাদুনের অনুসারীরাই পবিত্র কোরআন পুড়িয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তিনি জানান, একটি সাইকেল চালানোর রাস্তায় গোপনে এরা কোরআন পুড়িয়েছে। এই ঘটনাটি তারা নিজেরাই ভিডিও করেছে। এরপর তারা এটি একটি ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে। পুলিশ এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

তিনি বলেন, যারা এই কাজ করেছে, তারা এজন্যে একটি হাস্যকর যুক্তি দিচ্ছে। তারা বলছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য তারা এই কাজ করছে। অথচ সুইডেনের আইন অনুযায়ী এটা বেআইনি, কারণ এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে।

প্রণব মুখার্জির শারীরিক অবস্থার

(প্রথম পাতার পর)

প্রণব মুখার্জির শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে এখনও গভীর কোমায় আচ্ছন্ন তিনি। শনিবার নয়াদিল্লির আর্মি রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেল হাসপাতাল থেকে মেডিকেল বুলেটিনে তার শারীরিক অবস্থার অগ্রগতির কথা জানানো হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা প্রতিনিয়ত তাকে নজরদারিতে রাখছেন। বর্ষীয়ান এ রাজনৈতিক নেতার ফুসফুসে সংক্রমণের চিকিৎসা চলছে। তার রেনাল প্যারামিটারের কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে হাসপাতাল তরফে জানানো হয়েছে। এখনও ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই আছেন সাবেক এ রাষ্ট্রপতি। তবে তার শারীরিক অবস্থা হেমোডায়নামিক্যালি স্টেবল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। বিশেষজ্ঞরা জানান, কোনো রোগীর শারীরিক অবস্থা হেমোডায়নামিক্যালি স্টেবল কথার অর্থ, তার শরীরে রক্ত সঞ্চালনের প্যারামিটার, অর্থাৎ রক্তচাপ, হার্ট এবং পালস রেট স্থিতিশীল এবং স্বাভাবিক। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ৮৪ বছরের সাবেক রাষ্ট্রপতি ইনটেনসিভ কেয়ারে রয়েছেন এবং তার ফুসফুসে সংক্রমণ ও রেনাল ডিসফাংশানের চিকিৎসা চলছে। নয়াদিল্লির বাড়িতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে গত ১০ আগস্ট ব্রেন সার্জারি হয় 'বাংলাদেশ বন্ধু' প্রণব মুখার্জির। তার পর থেকেই গভীর কোমায় আচ্ছন্ন তিনি। মস্তিষ্কের একটা ক্লট সরাতে তার ব্রেন সার্জারি করা হয়। সেদিনই সার্জারির আগে তার করোনা পরীক্ষার ফলও পজিটিভ আসে। জানানো হয়, ফুসফুসে সংক্রমণের কারণেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

গত বুধবার সাবেক এ রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা নিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন তার ছেলে অভিজিৎ মুখার্জি। টুইটে তিনি জানিয়েছিলেন, 'আপনাদের শুভেচ্ছা এবং চিকিৎসকদের চেষ্টায় বাবা এখন স্থিতিশীল।

রাহাত খান: বটবৃক্ষের ছায়া

(৪ পাতার পর)

আর যৌবনের দুঃখ-বেদনা আর হাসি কান্নার কথা। ছিল কিশোরগঞ্জের তাড়াইলের জাওয়ার এবং ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের শিক্ষকতার কথা। এমনকি ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে রংপুরের কারমাইকেল কলেজে বদলি এবং শেষ পর্যন্ত ইত্তেফাকে স্থায়ীভাবে আসন পাতার কথাও।

তবে ১৯৯৬ সালে দৈনিক বাংলা বন্ধ হয়ে গেলে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে যায়। কারণ তখন থেকে ফ্যাক্সসহ তথ্য আদান প্রদানের নানা সুযোগ সামনে আসায় ঢাকায় কম যাওয়া হতো। কিন্তু রাহাত ভাই নাছোড়বান্দা। সম্ভবত ২০১২ সালের একদিন একটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের কার্ড পাঠালেন আমাকে। আর সেই কার্ড দেখে আমার চোখ চরকগাছ। কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলা সদরে তাঁর সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে রাহাত খান প্রধান অতিথি আর আমি প্রধান বক্তা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করি রাহাত ভাইকে। বলি, আপনার অনুষ্ঠানে আমি যাব না। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন নিজাম কী হয়েছে? আমি উত্তরে বললাম, কী হয়েছে মানে, আপনি প্রধান অতিথি আর আমি প্রধান বক্তা, এ কী করে হয়? এবার তিনি বুঝতে পেরে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সবিনয়ে বললেন, আচ্ছা, তুমি বল তো নিজাম কিশোরগঞ্জের সাংবাদিকদের মধ্যে আমি আর কাকে প্রধান বক্তা বানাবো। এবার আমি চুপসে গিয়ে বললাম, আমি এক শর্তে অনুষ্ঠানে যাব। আর সে শর্ত হলো ঢাকায় ফিরার দিন যুগান্তরের কিশোরগঞ্জ অফিসে দুপুরের খাবার খেতে হবে। তিনি তাই করলেন ওই অনুষ্ঠান শেষে পরের দিন ঢাকায় ফেরার পথে সকাল সকাল যুগান্তর অফিসে এসে পৌঁছে যান। সেখানে স্থানীয় ইত্তেফাক সংবাদদাতা সুবীর বসাকের সঙ্গে আরও অনেকে অংশ নেন। শুরু হয় দীর্ঘ সময় ঘড়ি বন্ধ করে আড্ডা।

দুপুরের খাবার সারার পরও সে আড্ডা শেষ হয়নি। শেষ বিকালে তাকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফিরে যেতে হয়। ঢাকার ফেরার পথে আমার কথা নিয়েছিলেন, যে আমি কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকায় তার অফিসে যাব। কিন্তু আর যাওয়া হয়নি। আরও কিছুদিন পরের কথা। একদিন কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজের স্বত্বাধিকারী সিআইপি মূসা মিয়ার নিমন্ত্রণ। ওখানে রাহাত ভাই সস্ত্রীক বেড়াতে আসছেন। আমি রাহাত ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ থাকার সুবাদে তার পরিবারের সকল সদস্য আমার চেনা। কিন্তু অল্প বয়সী অপর্ণা খানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার খবরটি কেন জানি তিনি গোপন করেছিলেন আমার কাছে। পরের দিন কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দসহ সিনিয়র অনেক সাংবাদিকরা সেখানে উপস্থিত হলাম।

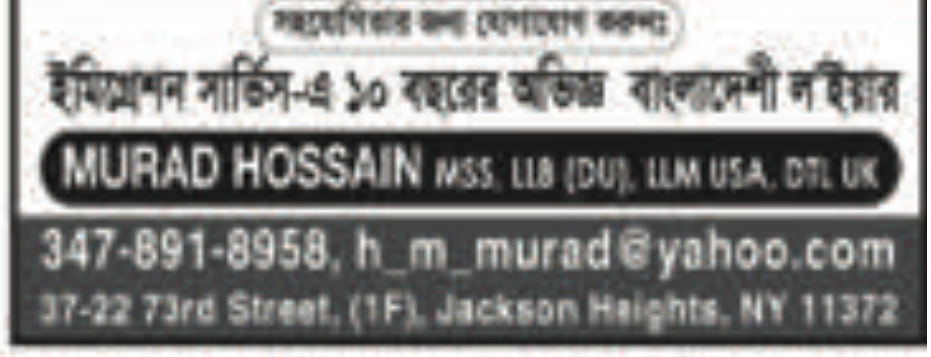
কোল্ড স্টোরেজের ওই বিশেষ গেস্ট হাউস এর দরোজা বরাবর যেতেই সবার মাঝখান থেকে আমায় ধরে টেনে নিয়ে অপর্ণা খানকে দেখিয়ে বললেন, নিজাম তোমার ভাবী। আমি ইতস্ততবোধ করার আগেই ডাক পড়ে খাবার টেবিলে বসার। আর সেদিন থেকে অপর্ণা খানকেও চেনা হ'ল। মাঝেমধ্যে নতুন দাম্পত্য জীবনের খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি, শেষ জীবন রাহাত ভাই তার নিজের মতো করে ভালোই চালিয়ে গেছেন। রাহাত খানকে নিয়ে এমন অনেক মিষ্টি মধুর স্মৃতি আছে আমার। এসব স্মৃতিই তাকে আজীবন মনে রাখার প্রেরণা হিসাবে কাজ করবে। মনে থাকবে, তার বাসায় এলসেশিয়ান কুকুরের পাল্লায় পড়ে ভয় পাওয়ার স্মৃতিও। বর্তমানে তাঁর আমেরিকার ক্যালিফোনিয়া প্রবাসী মেয়ে সাবরিনা খানম সেদিন কুকুরের ভয় ভাঙিয়ে আমাকে বলেছিলেন, আব্বু (রাহাত খান) অফিসে।

সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদান আর বিপুল সাহিত্য সম্ভার রেখে আজ সেই রাহাত খান অনন্ত পথের যাত্রী। ঠাঁই হচ্ছে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে। ওপারে ভাল থাকবেন রাহাত ভাই, ভাল থাকবেন।

লেখক: ব্যুরো চিফ, যুগান্তর কিশোরগঞ্জ ব্যুরো













INSURANCE
New/ Renewal
AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY
CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.
BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218



ওজনপার্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ফ্রি এন্টিবডি টেষ্ট, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানেটাইজার বিতরণ

রশীদ আহমদঃ বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ কে কেন্দ্র করে কমিউনিটিকে সচেতন করতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর মাসব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৩ আগস্ট রোববার দুপুর ১২ থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ফ্রি এন্টিবডি টেষ্ট, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানেটাইজার বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশী অধুষ্যিত ওজনপার্কে লন্ড্রীমেড পার্কের সামনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সেই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুল খাঁন, সৈয়দ শওকত আলী, প্রোগ্রামের গ্র্যান্ড স্পন্সর সামসুল আবেদীন, সংগঠনের উপদেষ্টা এডভোকেট নাসির উদ্দীন, বিয়ানিবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, কাতার জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযাদ্ধা আব্দুল জলিল, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বুরহান উদ্দীন কফিল, মোস্তফা কামাল ও আজিজুর রহমান সাবু মিয়া, ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা নিউইয়র্কের সভাপতি মাওলানা রশীদ আহমদ ও সাবেক চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মসজিদ আল আমানের সাবেক সভাপতি হাজী সামছুদ্দীন সোনাই, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি গৌছ খাঁন, সহ সভাপতি মিজানুর রহমান মিজান, ময়েজ উদ্দীন, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল করিম, মুলধারার নাফিজ চৌধুরী, শাহেদ আহমদ, সোহেল আহম্মদ, আলী হোসেন বাবলা, মাহী উদ্দীন, হাজী আব্দুল মান্নান, মস্তফা কামাল বাবুল ও হাজী আসদ্দর আলী।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সফি উদ্দিন তালুকদার, সহ সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, কোষাধক্ষ মইনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শরিফুল হক মনজু, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সদস্য হেলিম উদ্দীন, রোকন হাকীম ও মান্না মুনতাসীর।

বক্তারা সংগঠনের বর্তমান কমিটির কার্যক্রমের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ যেকোন প্রয়োজনে কমিউনিটি তাদের পাশে থাকবেন বলে ওয়াদা পোষণ করেন। কোভিড-১৯ এর এন্টিবডি টেষ্টের কারিগরি সহযোগিতাসহ ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের কয়েকজন তরুন কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মহামারী কোভিড-১৯ এ মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফেরাত ও আক্রান্তদের আশু রোগমুক্তি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি মৌলানা সাইফুল আলম সিদ্দীকী।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
ফুলটাইম হিফজুল কোরআন ক্লাস
সামার ক্লাস
Al-Mansoor Cultural Center

নিউইয়র্কে সড়ক দূর্ঘটনায় আরো এক যুবকের অকাল মৃত্যু

(৪৬ পাতার পর)

এলাকায় প্লালিসাইড পার্কওয়ের এক্সিট ১৮-তে গাড়ী দূর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ফারহান সাদিক মারা যান। দূর্ঘটনায় তার দুই বন্ধু আহত হলেও তারা আশংকামুক্ত। ঘটনার সময় ফারহানের বন্ধু ইব্রাহিম ইমু গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন। ধারাণা করা হচ্ছে অতি দ্রুত গাড়ী চালানোর সময় ওভার স্পীডের কারণেই তারা দূর্ঘটনার শিকার হন। লং আইল্যান্ডে বসবাসকারী ইমু সোমবার দিনই 'ইনফিনিটি স্পোর্টস কার' ক্রয় করে এবং নতুন গাড়ী নিয়ে আনন্দ করতে তারা লং ড্রাইভে যায়। দূর্ঘটনার সময় গাড়ীটি মোড় ঘুরার সময় একটি গাছের সাথে গাড়ীর পিছনের দিক ধাক্কা খায়। এতে গাড়ীর পিছন সীটে বসা ফারহান সাদিক মারা যান। পরবর্তীতে আহত অপর দু'জনকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয় এবং তারা আশংকামুক্ত হয়ে বাসায় ফিরেছেন বলে জানা যায়। মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে ফারহান সাঈদের মা তার সন্তানের দূর্ঘটনার খবর পেলেও তিনি তা বিশ্বাস করতে চাননি। সারাদিন তিনি চোখের জল ফেলেন আর মাঝে মাঝেই সন্তানের স্মৃতি তুলে ধরে বিলাপ করেন।

উল্লেখ্য, ফারহান সাদিকও সোমবার দিন নিজের কাজে যাতায়াতের জন্য 'ইউজড ভলবো কার' ক্রয় করে। কিন্তু বন্ধু ইমুর কার নিউ ব্র্যান্ডের হওয়ায় তার আহ্বানেই মধ্যরাতে লং ড্রাইভে বের হয়। ফারহানের ক্রয় করা গাড়ীটি তাদের বাসার সামনে পার্ক করা রয়েছে।

ইউএনএ প্রতিনিধি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাদের বাসায় গিয়ে হৃদয় বিদারক দৃশ্য অবলোকন করেন। দেখা যায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ফারহানদের বাসায় সমবেত হয়ে তার মা নাসরিন আক্তার লাকি-কে শান্তনা দিচ্ছেন আর মা লাকি পুত্রের কথা বলে বিলাপ করছেন।

নাসরিন আক্তার লাকি জানান, 'রাতে বাসায় ফিরে ফারহান খাওয়া-দাওয়া করে তার (মা) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুমুতে যান। এরপর আমরাও ঘুমিয়ে পরি। ভোরে বড় ছেলের পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং জীবনের চরম দু:সংবাদটি পাই। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না।'

এদিকে ফারহানের মরদেহ আপষ্টেট থেকে মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্ক সিটিতে আনা হয় এবং পাক ফিনেরাল হোমে রাখা হয়।

নামাজে জানাজা: অপরদিকে ফারহান মোহাম্মদ সাদিক-এর নামাজে জানাজা গত ২৬ আগষ্ট বুধবার বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম হাফেজ মওলানা আকিব চৌধুরী। জানাজায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ও ফারহানের বন্ধু-বান্ধবসহ কয়েক শত মুসল্লি অংশ নেন। করোনাভাইরাস প্রেক্ষাপটে সামাজিক দূরত্ব মেনেই জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার আগে তার মরদেহ ফারহানদের বাসায় আনা হয়। এসময় তাদের বাসায় হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আদরের সন্তানকে শেষবারের মতো দেখতে গিয়ে মা নাসরিন আক্তার রাকি কান্নায় ভেঙে পড়েন। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী তাকে শেষবারের মতে দেখেন। এরপর তার মরদেহ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে আনা হয় এবং বাদ মাগরিব তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা নামাজের আগে নিহত ফারহানের বড় ভাই মোহাম্মদ আব্দুল আহেদ সহ জেএমসি পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী ও ইমাম হাফেজ মওলানা আকিব চৌধুরী উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। জানাজা শেষে তার মরদেহ পাক ফিউনেরাল হোমে নিয়ে যাওয়া হয়।



জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে ফারহান সাদিকের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়



জানাজা নামাজের আগে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ফারহানের বড় ভাই মোহাম্মদ আব্দুল আহেদ



দাফন সম্পন্ন: সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত ফারহান মোহাম্মদ সাদিকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ আগষ্ট) সকালে লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে তার মরদেহ পাক ফিউনেরাল থেকে তাদের জ্যামাইকাস্থ বাসায় আনা হয়। এসময় তার মা-বাবা-ভাই সহ আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব আবার শেষবারের মতো তাকে দেখে নেন। এরপর মরদেহ নিয়েযাওয়া হয় ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবরস্থানে। সেখানে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দাফন সম্পন্ন হয় বলে টাঙ্গাইল সমিতি ইউএসএ'র অন্যতম কর্মকর্তা শামসুজ্জামান খান ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই তার মরদেহ দাফন কার্যে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীরা অংশ নেন বলে তিনি জানান।

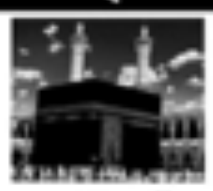
শোক প্রকাশ: ফারহান সাঈদ-এর অকাল মৃত্যুতে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ পৃথক বার্তায় ফয়সাল সাঈদ-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমদেনা প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের পক্ষ থেকে টাঙ্গাইল সমিতি ইউএসএ'র নেতৃবৃন্দ ফারহান সাঈদ-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এক শোক বার্তায় সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম খান শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সাবেক আহ্বায়ক শামসুজ্জামান খান, সাবেক সভাপতি হারুন-অর রশীদ বাবলু, মিজানুর রহমান খান আপেল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা নূর এ আলম সহ এনামুল ইসলাম খান তপন, আজাদ আরী খান, শীদুল ইসলাম শহীদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Etihad
Kuwait, Qatar &
Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল
এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ



সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কনস্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ক্যাফেন্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মেডে বিল সম্বন্ধীয়
- থার্ড রিলেটিভ ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- শিডলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিয়ান গ্রেড বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

RISK ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) উ সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) উ সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- শর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৯ বছর যাবৎ কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।





81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Fax: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file
e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open - Closes 6PM
Phone: (718)424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের পরিবর্তে)

- আমরা ইনকাম ট্যাক্স স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ইনকাম ট্যাক্স স্পেশালিস্টের মাধ্যমে।
- অডিট/নোটিশ, ডিফল্টেড রেইড ডিপার্টমেন্ট এবং ডিফল্টেড রেইড সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জটিলতর নোটিশের আন্তরিক সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্ণাঙ্গ ফাইলসহ প্রতিটি পূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতকরণ
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য প্রতিটি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ও এসিস্টেন্সিটি অব সাপোর্ট প্রস্তুতের সহায়তা
- আমরা স্বল্পমেয়াদী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case ম্যানেজমেন্ট
- গ্রীনকার্ড রিনিউয়াল/রিপ্লেসমেন্ট
- এবসুলুটলি অথরাইজেশন / ইন্সপেক্টর লেটার
- এডভান্সড প্যারোল / রিএন্ট্রি পারমিট ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 9am-7pm, Saturday 10-3pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
43 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



267-249-7687,
610-352-7123

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোশাল সিকিউরিটী কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, ইন্টারনেশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে সার্বিক সহায়তা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত ইমিগ্রান্ট-পরিবারগুলোর যে কোন আইনি জটিলতায় মাধ্যমে তাদেরকে আপনারই ভাবা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radoinmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



•ট্যাক্স পরিষ্কার ও ট্যাক্স রিটার্ন সার্টিফিকেশন
*Tax Amendment/ITIN
•ব্যবসা এর জন্য ইন্টারনেট পেজ করার ডিসকাউন্ট

Shafi Chowdhury
Consultant

161-13 Hillside Ave 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Cell: 646-483-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Agnur Pharmacy

As Seen On TV
SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK
Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1042

DEBT SOLUTIONS
BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
17-12, 75th Street, Suite #201, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

ভড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
718-[illegible]

JACKSON HEIGHTS OFFICE
718-478-6100

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কমাইউড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
26-05, 34St, 2Floor, Astoria
(at the corner of 30 AVE. & 34th)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, ডোনেশন এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাবেন

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, ডোনেশন পঞ্চ।



ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে পার্কেন্স পারবার ফেলে কনফিডেন্স তাদেরকে যুক্তিতে বিশ্বোয়ি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সহজভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
ছাকীব খান
347-279-8327
sakib.ch55@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

নিউজার্সীতে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মাস্ক ও হেন্ড সেনিটাইজার বিতরণ



নিউজার্সী: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক-এর মাসব্যাপী কর্মসুচীর অংশ হিসেবে নিউজার্সীর প্যাটারসনে গত ১৬ আগষ্ট রোববার বিডি সুপার মার্কেটের সামনে হ্যান্ড সেনিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল চৌধুরী হেলাল-এর সভাপতিতে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর চৌধুরী শেফাজের ও সহ সম্পাদক লোকমান হোসেনের যৌথ পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী, মনজুর চৌধুরী জগলু ও শফিউদ্দিন তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমদ, প্রচার সম্পাদক বোরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, কার্যকরী কমিটির রুকন হাকিম ও মান্না মুনতাসীর।

অনুষ্ঠানে নিউজার্সীর বিপুল পরিমান কমিউনিটির নেতৃবৃনদ উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি ফয়জুর রহমান ফটিক, মোশারফ আলম ও আবুল কাসেম, হবিগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ সভাপতি দেওয়ান বজলু চৌধুরী, নিউজাসী বিএনপি'র সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী ও সাধারণ সম্পাদক আলাউর খন্দকার, নিউজার্সী ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক লুৎফুল হাদী কবির, নিউজার্সী আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমদ সাবেক কাউন্সিলম্যান আখতারুজ-জামান ফয়সল, হোসেইন পাঠান বাচ্চু, গোলামবারী গুলু, খোকন আহমদ, কামরান হাদী, উসমান উল্লাহ, খোকা আহমদ, আব্দুল মান্নান, বদরুল হোসেন, সিরাজ মিয়া প্রমুখ অনুষ্টানটি স্পন্সর করেন বিডি সুপার মকেটের মালিক আক্কাছ আলী। জালালাবদ এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে বিডি সুপার মার্কেট নিউজার্সীবাসীকে জালালাবদ এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রায় পাঁচ শত মাস্ক ও হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



IRS ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সাদি কাবাব
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সাদি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

সি.আর দত্ত'র মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শোকসভা

(৪৬ পাতার পর)

শওকত আকবর রীচি সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম, প্রবাসী কল্যান সম্পাদক মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, উপ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, কার্যকরী সদস্য শাহানারা রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন রানা, সাংবাদিক মুজাহিদ আনসারী, কানেকটিকাট ষ্টট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, যুবলীগ নেতা শাহ সেলিম, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগের সভাপতি আজিজুল হক খোকন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নূরজ্জামান সরদার সহ সৈয়দ কিবরিয়া, ইমাম কাজী কাইয়ুম, বদিউজ জামান দুলাল, হেলাল মিয়া, লস্কর ফয়জুর রহমান, নান্টু মিয়া প্রমুখ।

সভায় প্রয়াত সি.আর. দত্তের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।





আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090



Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পুরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

নিরাপত্তা পরিষদের অবস্থানে

(৪৬ পাতার পর)

মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে এক বৈঠক করেন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি দিয়ান ত্রিয়ানসিয়াহ দিজানি। জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রতিনিধির দেশ ইন্দোনেশিয়া এবার পরিষদের সভাপতিত্ব করছে। রাশিয়া ও চীনের করা এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে পরিষদের অবস্থানের কথা জানান দিজানি, তবে তার এই বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি। আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর ইউএস প্রতিনিধি কেলি ক্রাফটের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা দেশগুলো সন্ত্রাসীদের সমর্থন করছে। তিনি বলেন, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার করতে চাই, পক্ষে কেউ না থাকলেও এই ব্যাপারে অটল থাকতে ট্রাম্প প্রশাসনের কোনও ভয় নেই। আমার একমাত্র অনুশোচনা এই পরিষদের অন্য সদস্যরা তাদের পথ হারিয়েছে এবং এখন সন্ত্রাসের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।'

ইন্দোনেশিয়ার এই বক্তব্যের পর ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালে যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রচেষ্টার অবসান হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া আশা প্রকাশ করেছেন যে ইরানের বিরুদ্ধে স্ন্যাপব্যাক ম্যাকানিজম চালুর চেষ্টা থেকে এখন সরে যাবে। তার সহকারী দিমিত্রি পোলিয়ানস্কি টুইটারে ইন্দোনেশিয়ার এই বক্তব্যের মূল কথা তুলে ধরেছেন কয়েকটি শব্দে, 'এর মানে হলো, আর কোনও স্ন্যাপব্যাক নেই।'

গত সপ্তাহে ইউএস সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পেও বলেছিলেন, ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে তারা জাতিসংঘের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি লিখেছে। দুদিন যেতেই যুক্তরাষ্ট্রের এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করে চিঠি লেখে নিরাপত্তা পরিষদের ১৩ দেশ, যা থেকে আমেরিকা ছাড়া বিরত ছিল কেবল ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র। ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে সম্পাদিত ওই পরমাণু চুক্তিতে জার্মানী, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সও যুক্ত ছিল। এই দেশগুলোর প্রত্যেকেই নিষেধাজ্ঞা আরোপের আমেরিকার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। ফলে এই দেশগুলো সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটি এমনিই খারিজ হয়ে যায়। গত কয়েক বছরের কূটনীতিতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বরিস জনসনের সঙ্গে ট্রাম্পের বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘে সেই বন্ধুত্বও কাজ করলো না। নিরাপত্তা পরিষদের অন্য দেশগুলোর এমন অবস্থানে দৃশ্যত ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্র। অস্ত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এবং ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দাবি করছিল যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করা। ইরানের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞার দাবিকে ট্রাম্পের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। নভেম্বরে নির্বাচনের আগে দেশের ভেতরে কিছুটা হলেও পিছিয়ে পড়েছেন ট্রাম্প। করোনায় প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা করছে দেশের একটা বড় অংশ। জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পকে খানিকটা পেছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন। এই পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদের রাস্তায় হেঁটে মানুষের সমর্থন নিজের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ সেখান থেকেই। (দৈনিক যায়যায়দিন)

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নন্প্রফিট ভ্যাট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ সিটিশন, ফিয়াঁসে/ফিয়াঁসের জন্য পিটিশন, এ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস, ওয়ার্ক পারমিটসহ এই এ্যাডজাস্টমেন্ট এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
- নোটারী পাবলিক রেজুমী
- দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
- ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম টাইম ম্যানেজমেন্ট রিটার্ন ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী বিশ্বস্ততা নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ স্টেশনের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'

ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিস: (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(৩৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেশন কেস।

JUSTICE

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Front of 26 Federal Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিরবাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এ মাসে ৫ পেমেন্ট করা যাবে

Wasi Choudhury, EA

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea e-file



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিস: ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

● ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, পাইলস, এলার্জি, আর্থ্রাইটিস, হার্ট প্রবলেম সহ যাবতীয় চিকিৎসা করা হয়।
● ভিজিটের প্রয়োজন, টিকলিট প্রয়োজন ও ফুল-বডি চেকআপের জন্য আগেভাগেই টাইম নেওয়া হয়।
● সুগারের ব্লক পরীক্ষা, ইকোজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
● সকল ধরনের ইন্সুরেন্সের কার্ড সহ পার্সোনাল ফ্যামিলির যাবতীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
● অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

আবুল হাসিব হাওলাদার
মোবাইল
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

দৈনে জরুরপ্রাইস (আনডকুমেন্টেড)
লিমিইডকর্পোরেটার ড্রাইভিং, পাইলাস পেয়ে
কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে
তা জানতে যোগাযোগ করুন। ৯১৭-৩০১-২০৬৩

● ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
● ইন্ডিভিজুয়াল এবং গ্রুপক্লাসেও ৪, ১০ ও ১৫ জনের গ্যারান্টি টাইম।
● এয়ারপোর্ট ও বিদেশ যাবার জোর টেষ্ট এর ব্যবস্থা (পরিবারসহ)

প্রথমবার জোর টেষ্ট দিয়ে যারা পাশ করতে পারেন
সেজন্য বন্ধুসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

● 5 Hours Class Certificate
● Road Lesson Local & H.Way
● Road Test Appointment
● Car for Road Test

যারা যারা প্রথমে জোর টেষ্ট দিয়ে ফেল করে টিমা বাড়িয়েছেন আমার কোনো অফলাপে আবারও করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ৫৫ বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-76 Roosevelt Ave. 2nd fl. Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) বিস্তারিত অফিস এর ঠিকানা

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও ক্লোজের যাবতীয় কাজের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
AUTHORIZED E-FILE Provider
অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ন করে দেবার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন
শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বছরের ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে
NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকবে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি,
ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার
কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS, FILM, COLOGNES,
PERFUMES, VITAMINS, NON-PRESCRIPTION DRUGS,
HOUSEHOLD GOODS, BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,



ব্রঙ্কসে মসজিদে মুসল্লীদের উপর কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের হামলা

(শেষের পাতার পর)

রশোম্ভ এভিনিউতে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টরে (জামে মসজিদ) শুক্রবার বেলা একটার দিকে পবিত্র জুম্মার নামাজের জন্য মুসল্লীরা মসজিদে সমবেত হতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে মসজিদের অভ্যন্তরে জায়গা না হওয়ায় আর করোনাভাইরাস জনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে নামাজের জন্য মসুল্লীরা ফুটপাত ও রাস্তায় অবস্থান নেন। নামাজ শুরুর আগেই বাইক (মটরসাইকেল আরোহী) নিয়ে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক উত্তেজনাকর কথা বলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে অকস্মাৎ মসল্লীদের উপর বাইক উঠিয়ে দেয়। এতে কয়েকজন মুসল্লী সামান্য আহত হন। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুসল্লীরা তাকে ঘেরার করে এবং ৯১১-এ কল করলে দ্রুত এনওয়াইপিডি'র বিপুল সংখ্যক পুলিশ এসে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগেই এবং উত্তেজিত মুসল্লীদের কবল থেকে পুলিশ যুবকটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। হামলাকারী যুবকের নাম-পরিচয় জানা না গেলেও সে আফ্রিকান বংশোদ্ভুত বলে জানা গেছে। উল্লেখিত ঘটনায় আহতদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় কমিউনিটি বোর্ড-৭ এর সদস্য এবং বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতা মঞ্জুর চৌধুরী জগলু জানান, মুসল্লীদের উপর হামলাকারী যুবকটি স্থানীয় এলাকায় বাস করে এবং মাঝে মধ্যেই কারো না কারো সাথে বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে যায়। শুক্রবারদিন জুম্মার নামাজের সময় মসজিদের বাইরে নামাজের অপেক্ষমান একজন বাংলাদেশী তরুণের সাথে আকস্মিকভাবে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এতে উপস্থিত মুসল্লীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং বাইক সহ তাকে আটক করে পুলিশ কল করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তিনি জানান, উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ঘটনার মিমাংসা করা হয় এবং ঘটনার ব্যাপারে কোন মামলা হয়নি। হামলাকারী যুবকটিকে সতর্ক করা হয়েছে।

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতা আব্দুল হাসিম হাসনু ঘটনার সত্যতা শিকার করে বলেন এটা অত্যন্ত দু:খজনক। আমরা এমনটি আশা করি না। তিনি বলেন ঘটনাটি 'হেইট ক্রাইম' কিনা তা সংশ্লিষ্টদের খতিয়ে দেখা এবং ঘটনার সাথে জড়িত যুবকের দৃষ্টান্ত শাস্তি হওয়া উচিৎ।

ছবি: মিজানুর চৌধুরীর লাইভ ভিডিও থেকে সংগৃহীত

সিলেট এম.সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক

SYLHET M.C. & GOVT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC.

আচ্ছালামুয়ালাইকুম/শুভেচ্ছা

সুধী,
আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২০ইং রোজ শনিবার রাত ৮ ঘটিকায় Zoom এর মাধ্যমে সিলেট এম সি এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক এর বার্ষিক সাধারন সভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সাধারন সভায় এম সি কলেজ এবং সিলেট সরকারী কলেজের সকল প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী বৃন্দকে যোগ দিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত এবং অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বার্ষিক সাধারন সভা

১২ই সেপ্টেম্বর ২০২০ইং রোজ শনিবার রাত ৮ ঘটিকায়

Zoom ID 878 6546 5415
Password. 123

বিনীত

বেলাল উদ্দিন
সভাপতি

মোহাম্মদ নুরুর রহমান সাচ্চু
সাধারন সম্পাদক

প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আকমল খান কর্তৃক প্রচারিত।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & Investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-3661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্স ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

ওজন পার্কে বারী হোম কেয়ারের

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্কের ওজন পার্কে। ব্রুকলীন এবং ওজন পার্কের গ্রাহকদের সুবিধার্থে ১ সেপ্টেম্বর থেকে বারী হোম কেয়ারের ওজন পার্ক কার্যালয়ে ৩৩, ১০১ এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ-ইয়র্ক-১১২০৮ এই ঠিকানায় হোম কেয়ার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হবে বলে প্রতিষ্ঠানটি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এতে বলা হয়, নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সার্ভিসের জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বারী হোম কেয়ার দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটিতে অসুস্থ, শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম এবং প্রবীণদের সেবা দিয়ে আসছে নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে। প্রতিষ্ঠানটি নিউইয়র্ক ষ্টেটের আইন মেনে সহজ পদ্ধতিতে হোমকেয়ার সার্ভিস দিয়ে থাকে, দ্রুততার সাথে হোম কেয়ার সেবা চালু করার নিশ্চয়তা দান করে এবং ঘরে বসে উপার্জনে সহায়তা করে।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, লং আইল্যান্ডে বারী হোম কেয়ারের সকল শাখা দীর্ঘ লক ডাউন শেষে পুরোদমে তাদের কার্যক্রম চালু করেছে। উল্লেখ্য, ব্রুকলীনে বাঙালী কমিউনিটির সুবিধার্থে বারী হোম কেয়ার ওজন পার্কে নতুন অফিস চালু করেছে এবং এই অফিস থেকে ওজন পার্ক এবং ব্রুকলীনবাসীর জন্য হোম কেয়ার সার্ভিসের সকল সুবিধা প্রদান করা হবে। কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের কারণে লোক সমাগম নিষিদ্ধ থাকায় অনাড়ম্বরভাবেই উদ্বোধন হবে বারী হোম কেয়ারের ওজন পার্ক শাখা।

প্রতিষ্ঠানটির কর্নধার আসিফ বারী জানিয়েছেন, আমরা সকলের দোয়া প্রার্থী। বারী হোম কেয়ারের ওজন পার্ক শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা কোন অনুষ্ঠান করতে পার-ছিনা, তথাপি প্রত্যাশা করব, বরাবরের মত এবারের অগ্রযাত্রাতেও আপনাদের সকলের দোয়া এবং শুভকামনা বারী হোম কেয়ারের সাথে থাকবে। তিনি আরো জানান, গত বছর অগ্নি সংযোগের কারণে জ্যাকসন হাইটসে বারী হোম কেয়ারের মূল কার্যালয় অস্থায়ী ভাবে স্থানান্তর করা হয়েছিল, বর্তমানে তা আবার আগের জায়গায় চালু হয়েছে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ তথা করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালীন সময়েও নি:স্বার্থভাবে কমিউনিটিতে সেবার হাত বাড়িয়েছে বারী হোমকেয়ার। ইতোমধ্যেই কমিউনিটিতে মারনঘাতী করোনায় মৃত্যুবরনকারীদের ফিউনারেলের খরচ বহন করে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

আসেফ বারী জানান, ইতোমধ্যে আমরা কমিউনিটির অনেককে মারনঘাতী করোনা রোগে হারালাম। তাদের মধ্যে যেসব দরিদ্র পরিবার, তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের এদেশের ব্যয়বহুল ফিউনারেল খরচ যোগাতে হিমশিম খাচ্ছিল, আমরা সাধ্যমত তাদেরকে অর্থ সাহায্য দিয়েছি এবং তাদের দাফনের সার্বিক তত্বাবধান কার্যক্রমে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে পাশে থেকেছি। কমিউনিটিতে করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের পরিবারের সদস্যরা ফিউনারেলের জন্য আর্থিক সহযোগীতা পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে ৬৩১-৪২৮-১৯০১।

করোনায় শহীদদের ফিউনারেল এর খরচ যোগানোর পাশাপাশি বারী হোম কেয়ার করোনাকালীন সময়ে কমিউনিটিতে ফুড ড্রাইভে বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিউইয়র্কের বিভিন্ন বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় করোনা আক্রান্ত বয়স্ক, অসুস্থ, অস্বচ্ছল পরিবারগুলোর কাছে নিয়মিত খাবার পৌঁছে দেওয়ার দ্বায়িত্ব পালন করেছে বারী হোম কেয়ার। সেইসাথে কমিউনিটিতে আনডকুমেন্টেড জনগোষ্ঠীকে অর্থ সহায়তা দিয়ে সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বারী হোম কেয়ার।

আসেফ বারী অনুরোধ করেন কমিউনিটির বিত্তশালীরা, কমিউনিটিতে নেতৃতবদানকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সাধ্যমত অর্থ সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে এই সংকটকালীন সময়ে কমিউনিটির পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি আরো বলেন, এই সংকটকালীন সময়ে আমরা যেন মনোবল হারিয়ে না ফেলি। আসুন আমরা করোনা প্রতিরোধে যথার্থ নিয়ম কানুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, যথাসম্ভব ঘরে থেকে করোনার বিস্তার রোধ করি, আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে/রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে শরীরের প্রতি যত্নশীল হই। করোনা সম্পর্কিত মানসিক চাপ বর্জন করে সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হই। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

উল্লেখ্য, আসেফ বারী গত কয়েক দশক ধরে কমিউনিটির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা, রংপুর জিলা সমিতির সভাপতি হিসেবে কমিউনিটির মানুষের জীবন মান উন্নয়নে এবং বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে অনণ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কমিউনিটিতে

(শেষের পাতার পর)

নিজে যে কোন সময়ে যে কোন স্থান থেকে টাকা পাঠানোর সহজ সমাধান নিয়ে আসে সেন্ডওয়েভ। এর পর সহজ ব্যবহার, নিরাপদ এবং আকর্ষনীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে ফ্রিতে মানি ট্রান্সফারের সুযোগ তৈরি হওয়ায় দিন দিন এর গ্রাহকসংখ্যা বাড়ছে।

দ্রুততম সময়ে প্রবাসীদের আস্থা অর্জন করা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি সেন্ডওয়েভ বাংলাদেশের জনপ্রিয় মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশের মাধ্যমে এই সার্ভিস দিচ্ছে। সেন্ডওয়েভে সহজ রেজিস্টেশনের পর একজন গ্রাহক মাত্র কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে নিরাপদে দেশে প্রিয়জনের কাছে টাকা পাঠাতে পারেন। গ্রাহকদের সুবিধার্থে ২৪ ঘন্টা চালু থাকে এর সার্ভিস। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে সেন্ডওয়েভ অ্যাপস ডাউনলোড করে খুব সহজ অথচ নিরাপদ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে একজন গ্রাহক সহজেই মানি ট্রান্সফারের এই সেবাটি ব্যবহার করতে পারেন।

দেশে ব্যাংক বন্ধ থাকলেও আর দুশ্চিন্তা নেই প্রবাসীদের। ২৪ ঘন্টা প্রিয়জনের বিকাশ একাউন্টে যখন তখন টাকা পাঠানোর সুযোগ তৈরি হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এর ব্যবহারকারীরা। নতুন ব্যবহারকারীরা প্রমো কোড ব্যবহারের মাধ্যমে বাড়তি সু-বিধাও পাচ্ছেন। ফলে গ্রাহকবান্ধব সেবাটি সুখে দুখে প্রবাসীদের সঙ্গে দেশে থাকা স্বজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

পৃথিবীজোড়া টাকা পাঠাতে যখন ব্যয়বহুল ও চড়া কমিশন দিতে হয়, ঠিক সেই সময়ে ফ্রিতে গ্রাহকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় টাকা পাঠানোর সুযোগ তৈরি করতে ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ডওয়েভ। এই অর্ধ যুগে প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সঙ্গে যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে জনপ্রিয়তা ও আস্থা অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বোস্টনভিত্তিক কোম্পানিটি সেবার হাত বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে।

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সেন্ডওয়েভের মার্কেটিং কনসালট্যান্ট রিজু মোহাম্মদ জানান, প্রবাসীদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে সেন্ডওয়েভ সম্প্রতি বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ফলে আমেরিকা থেকে সহজে রেজিস্ট্রেশন করে মুহূর্তেই দেশে প্রিয়জনের বিকাশ একাউন্টে টাকা পাঠাতে পারবেন। এক্ষেত্রে গ্রাহককে কোথাও যেতে হয় না, নিজের অবস্থানে থেকেই স্বাচ্ছন্দে কিন্তু ফ্রিতে আকর্ষনীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে তিনি টাকা পাঠাতে পারছেন। সার্ভিসটি দিন দিন বাংলাদেশিদের নিজস্ব বা আপন একটি সার্ভিসে পরিণত হচ্ছে। প্রবাসীদের বিপুল সাড়া এবং আমরাও তাদের সেবা দিতে পেরে আনন্দিত।

প্রতিষ্ঠানটির গ্রোথ ম্যানেজার অ্যালেক্স ব্যাংকস জানান, সেন্ডওয়েভ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে পেরে আনন্দিত। সেন্ডওয়েভ গ্রাহকদের সেবা, সহজ ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেনে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেন্ডওয়েভের মাধ্যমে গ্রাহকরা আকর্ষনীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে তাৎক্ষণিক নিরাপদে টাকা পাঠাতে পারেন। আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিপুল সমর্থনে আনন্দিত। সেন্ডওয়েভ আপনার ও আপনার পরিবারের সঙ্গে আছে। আপনিও সেন্ডওয়েভ অ্যাপ ব্যবহার করুন, নিরাপদে ও আনন্দে টাকা পাঠান।

নবীজির দুই ফুল হাসান ও হুসাইন (রা.)

(শেষের পাতার পর)

বৈশিষ্ট্য হলো তিনি শারীরিক গঠনে অনেকটা রাসুল (সা.)-এর মতো ছিলেন। এ ব্যাপারে আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, লোকদের মাঝে দৈহিক কাঠামোয় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে হাসান ইবনে আলীর তুলনায় বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিল না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৭৬)

পৃথিবীতে তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর সুগন্ধময় ফুল। ইরশাদ হয়েছে, হাসান ও হুসাইন দুজন এই পৃথিবীতে আমার দুটি সুগন্ধময় ফুল। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৭০)

যুগ যুগ ধরে মানবসভ্যতায় ফুলকে ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়। প্রিয় নবী (সা.) তাঁর দুই দৌহিত্রকে ফুলের উপমা দিয়ে আমাদের বুঝিয়েছেন যে তিনি তাঁদের কতটা ভালোবাসতেন। আর হুসাইন (রা.) ছিলেন সেই দুই সৌভাগ্যবানের একজন। রাসুল (সা.)-এর ভাষ্য মতে, তিনি হবেন জান্নাতি যুবকদের সর্দারদের একজন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হাসান ও হুসাইন (রা.) প্রত্যেকেই জান্নাতি যুবকদের সর্দার। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৬৮)।

তাঁদের প্রতি রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে অবসরে তাঁদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে রাখতেন। এবং যারা তাঁদের ভালোবাসবে তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক রাতে আমার কোনো প্রয়োজনে নবী (সা.)-এর কাছে গেলাম। অতএব নবী (সা.) এমন অবস্থায় বাইরে এলেন যে একটা কিছু তাঁর পিঠে জড়ানো ছিল, যা আমি অবগত ছিলাম না। আমি আমার প্রয়োজন সেরে অবসর হয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার দেহের সঙ্গে জড়ানো এটা কী? তিনি পরিধেয় বস্ত্র উন্মুক্ত করলে দেখা গেল তাঁর দুই কোলে হাসান ও হুসাইন (রা.)। তিনি বলেন, এরা দুজন আমার পুত্র (দৌহিত্র) এবং আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমি তাদের ভালোবাসো এবং যে ব্যক্তি এদের ভালোবাসবে, তুমি তাদেরও ভালোবাসো। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৬৯)

হুসাইন (রা.)-এর প্রতি রাসুল (সা.)-এর অকৃত্রিম ভালোবাসার মাত্রা কতটুকু, তা আরেকটি ঘটনা দ্বারা আরো বেশি উপলব্ধি করা যায়। একদিন হুসাইন (রা.) গলির মধ্যে খেলছিলেন। প্রিয় নবী (সা.) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লোকদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে দিলেন। বালকটি এদিক-ওদিক পালাতে থাকল। কিন্তু নবী (সা.) তাকে হাসতে হাসতে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অন্য হাত তার মাথার তালুতে রাখলেন। তিনি তাকে চুমু দিলেন এবং বলেন, 'হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪৪)

অতএব, আমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই, আমাদের অবশ্যই রাসুল (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা স্থাপন করতে হবে। তিনি যাদের ভালোবাসতেন তাদের ভালোবাসতে হবে। হুসাইন ও হাসান (রা.)-কেও আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে।

বাড়ি ইন্সপেকশন না করাটি কি উচিত ?

(শেষের পাতার পর)

থাকেন তবে সে কাজটি কোন একটি বাড়িকে বাজারে ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। এ কাজটি যে কোন বাড়ি বিক্রেতার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি সে বাড়ির ক্রেতা হলে আপনার জন্য তা একটি বড় পাওনাও। কারণ বাড়িটির খুঁটিনাটি সম্পর্কে আপনি একটি ডাইম ব্যয় করা ছাড়াই ইন্সপেকশন রিপোর্ট দেখে বিস্তারিত জেনে নিতে পারছেন। কিন্তু তারপরও বহু বাড়ি ক্রেতা আছেন যে যারা আবার নিজের পয়সা ব্যয় করে বাড়িটি ইন্সপেকশন করিয়ে নেন। এটার কারণ হল, সাধারণ আইন হচ্ছে, এটর্নী নিয়োগের মতোই, যে ইন্সপেক্টর একটি বাড়ি ইন্সপেকশন করেন তিনি শুধু তার এ কাজের জন্য যিনি নিয়োগ দেন তার কাছেই দায়ী। সুতরাং আইন অনুযায়ী সে ব্যক্তি শুধু বাড়ি বিক্রেতার কাছেই দায়ী হবেন এবং তিনি যদি তার রিপোর্টে বাড়ির কোন ত্রুটি উল্লেখ না করেন তবে বাড়ি ক্রেতা তার জন্য তাকে দায়ী করতে পারবেন না।

রিয়েলটররা জানেন, কোন কিছুতে ভাল ফলাফলের জন্য সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা চাইবে আপনার অফারটি দ্রত করে ফেলতে এবং সেই সাথে আপনি আপনার পছন্দকৃত বাড়িটি ইন্সপেকশনের জন্য সময় নির্ধারণ করে ফেলুন। এমনকি সেটি এতই দ্রুত সময়ের মধ্যে যে আপনার অফারটিতে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের আগেই। যারা পাকা রিয়েলটর এজেন্ট তাদের সাথে বাড়ি ইন্সপেক্টরদের বেশ ভাল খাতির থাকার কথা। তারা দুই একদিনের মধ্যেই বাড়ি ইন্সপেকশনের সিলিউল নির্ধারণ করে ফেলতে পারেন এবং আপনার অফারের দেওয়া সময়ের মধ্যেই তারা দ্রত বাড়ি বিক্রেতাকে জানাতে পারেন যে, বিষয়টি ভালভাবে এগুচ্ছে।

বাড়ির মূল্য সংক্রান্ত প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়টি ক্রেতার আবেগ এবং সেই তার মধ্যে বাড়ি কিনে কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে সে ভীতির সাথেও জড়িত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন বাড়ি ক্রেতার উচিত তার সামনে একটি বড় প্রেক্ষাপট স্থাপন করা। কারণ বাড়ি ক্রয় করা আর দশটি বিষয়ের মত নয়, এটি হতে পারে একজনের জীবনের সবচেয়ে বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত। আপনাকে এই বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করতে হবে, দিনের পর প্রতি সকালে এই বাড়িতে আপনি নতুন একটি দিন শুরু করতে যাচ্ছেন এবং সে সকালটি যেন আপনাকে এই বাড়ি নিয়ে কোন দুঃচিন্তাগ্রস্থ হতে না হয়। এই বিনেয়োগ থেকে আপনি আপনার ও আপনার পরিবার যাতে একটি সমস্যামুক্তভাবে পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন- সে বিষয়টি অবশ্যয় বাড়ি কেনার আগে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে। অর্থ বিনোয়োদ করা বা যার সাথে একটি বিশাল অংকের পরিমাণ জড়িত সেটি ফান করার মত কোন বিষয় হতে পারে না। আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপোয়ার অথবা কোন মর্টগেজ প্রোগ্রাম আপনার জন্য প্রযোজ্য- এবং বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ গ্রহণে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আজই কল করুন। এই নম্বরে-718-507-LOAN.

কাজী জাফর থেকে শিখলাম আন্ডার

(প্রথম পাতার পর)

আলোচনায় তার স্মরণে পুরনো দিনের গল্প শোনালেন বন্ধু-সহকর্মীরা।

কাজী জাফরের মেয়ে কাজী জয়া আহমেদের সঞ্চালনায় 'ই-তিহাসে সমুজ্জ্বল কাজী জাফর আহমেদ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার, প্রবাসী শিক্ষাবিদ আতিকুর রহমান সালু এবং ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী।

ড. ইউনূস বলেন, সে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল। আমি এসএম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম, কাজী জাফরও এর ছাত্র ছিল। সে প্রায়ই আসতো, রাজনৈতিক কারণেই আসতো। তখন দেখা সাক্ষাৎ হতো, আলাপ হতো, হলকে উপলক্ষ করেই জানাশোনা শুরু হয়। বন্ধুত্ব হলেও সেই বন্ধুত্বটা একটা বিশেষ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তবে আমি ছাত্র রাজনীতি করিনি, কাজেই সেই দিক থেকে তার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার কারণ ছিল না। এস এম হলে তখন বাম রাজনীতিরও খুব একটা জায়গা ছিল না। তবু উনি আসতেন সেখানে এটার প্রসার করা যায় কিনা এই ভেবে।

কাজী জাফরের আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'আইয়ুব খানের আমলে চট্টগ্রাম থেকে একটা পিআইএর (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স) ফ্লাইট ছিল। ঢাকায় আসার মাঝখানে কুমিল্লায় থামতো। একটা ফ্লাইটে আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসছি, কুমিল্লায় থামল। যারা কুমিল্লার যাত্রী তারা নেমেছে। কুমিল্লা থেকে ঢাকার যাত্রী উঠল। তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম, একজন দাড়ি-গোঁ-ফওয়ালা একজন চাদর গায়ে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে ঢুকল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কেন তাকালো! যেই আমার পাশে আসলো, মাথা নিচু করে বলল-আমি কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে আছি, আপনি কিছু বলবেন না। আমি এই মাত্র চিনলাম, আগে তো বুঝিনি। এই হচ্ছে কাজী জাফর। তখন বুঝলাম যে, আন্ডার গ্রাউন্ডটা কী জিনিস (হেসে)। বুঝলাম ছাত্র রাজনীতি করার ফল।চ

আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে। আমি বিদেশে লেখাপড়া করে ফিরে এসেছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি, জাফর তখন (জিয়াউর রহমান ক্ষমতায়) শিক্ষামন্ত্রী হলেন। একদিন তার ফোন, আমি একটি কাজ করছি, আপনি সাহায্য করুন। আমি একটি শিক্ষা কমিশন করবো। আপনি থাকবেন। আমি বললাম, আপনি যখন ব‡লছেন নিশ্চয়ই থাকবো, আর কারা থাকবেন। তিনি বললেন, আপনিই বলুন আর কাদের রাখা যায়। আমি দু-চারজনের নাম বললাম। যাই হোক পরে সেটা হলো। সেটাকে শিক্ষা কমিশন না বলে শিক্ষা কমিটি বলা হলো ৬শিক্ষা নীতি কমিটি বলা হয়েছিল সম্ভবত। তখন কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে হইচই হচ্ছে। অনেক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ঢাকায় ওই কাজ করতে এসে ভালো লাগছিলো। অনেক কথা বলার সুযোগ হলো। বিশেষ করে অনেক বন্ধু পেলাম। জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিল, শিল্পী কামরুল হাসান ছিল, হোসেন আরা শাহেদ, শফিউল্লাহ সহ অনেকেই ছিল। নারী শিক্ষার উপর জোর দেয়া হলো, ধর্মীয় শিক্ষা যোগ করা হলো।

তখন আমি গ্রাম সরকার নিয়ে লেখালেখি করছি। আমি সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সেটা গ্রাম থেকে শুরু করতে হবে। গ্রামের মধ্যেই একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর ইউ-নয়ন সরকার, থানা সরকার এভাবে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সরকার। আমি চাচ্ছিলাম, এ ধরনের কাঠা‡মা শিক্ষানীতির মধ্যে আনা যায় কিনা। সবার অবশ্য এর মধ্যে আপত্তি ছিল।

আমার সেই গ্রাম সরকারের ধারণায় আমি বলেছিলাম, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামবই বলে একটা বই থাকবে। প্রত্যেক গ্রামে বইটা আলাদা হবে। বাকি সব বই একই রকম থাকবে, শুধু ওইটা আলাদা থাকবে। ওই বইয়ে গ্রামের মানচিত্র, রাস্তাঘাট, বাজার, ইতিহাস, ভূগোল, বৈচিত্র্য, কৃষি, কারা এখানে জন্মেছেন ইত্যাদি বিষয় থাকবে যেগুলো ছেলেমেয়েরা পড়ে আনন্দ পাবে। আর সেই বইটা লিখবে স্কুলের ওই অঞ্চলের শিক্ষকরা মিলে। এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু আমেরিকা-জাপান সম্পর্কে না জেনে নিজের সম্পর্কেও জানা। একইভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে একটা মাধ্যমিক স্কুল হবে, বই হবে- ইউনিয়ন বই।

কথাগুলো একারণে বললাম, কাজী জাফর এটাকে সমর্থন করছিলেন। যাই হোক, পরবর্তী কালেও তার সাথে সেই বিশেষ সম্পর্ক টিকে থাকলো। বিশেষ কিছু হলে আলাপ হতো। আমার কোন সংবাদ পেলে খোঁজ নিতেন। শেষ দিন পর্যন্ত তার সাথে সেই বিশেষ সম্পর্ক, পারস্পারিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক রয়ে গিয়েছিলো। তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসীব করুন।

ডিজাস্টার লোন সহ

(শেষের পাতার পর)

প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জেনে শুনে, ভালো ফার্ম বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সুবিধা নেয়াই উত্তম। বাংলা পত্রিকার সাথে আলাপকালে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

প্রফেসর এহতেশামুল হক ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে অত্যন্ত দক্ষতা ও নির্ভরতার সাথে ট্যাক্স ফাইলিং ও কাউন্সেলিংয়ের কাজটি করে আসছেন। এটি যতটা না তার পেশা, তার চেয়ে বেশী কমিউনিটির প্রতি অঙ্গীকার। তিনি সবসময় সেবার মনোভাব নিয়ে এ কাজটি করে থাকেন। তাই জ্যাকসন হাইটসের সাউথইস্ট ইউএসএ ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস বাঙালী-অবাঙালী সবার কাছে একটি জন-প্রিয় নাম।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, 'আমরা নির্ভুলভাবে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের কাজটি করে থাকি। অনেকেই সঠিকভাবে এটি করতে না পেরে নানা রকম হয়রানীর শিকার হয়েছেন। আমরা সবাইকে বলি ট্যাক্স ফাইলিংয়ের ব্যাপারে কোন রকম মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। আপনারা সঠিক তথ্য দিন। আমরা আইনানুগভাবে সর্বাধিক রিফান্ড পাওয়ার ব্যবস্থা করবো। আমাদের গ্রাহকরা ভবিষ্যতে কোন আইনগত জটিলতায় যাতে না পড়েন সেদিকটিতে আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি', প্রফেসর এহতেশাম বলেন।

বাংলা পত্রিকার সাথে আলাপচারিতায় তিনি আরও বলেন, শুধু ট্যাক্স ফাইলিংয়ের সময় নয় ফেডারেল, ষ্টেট বা সিটির কোনরূপ ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। "সবার উচিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফর্ম ফিলাম বা অ্যাকাউন্টিং বা ট্যাক্স ফাইলিংয়ের কাজটি করানো। আইআরএস (ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস) কোন ব্যাক্তির বিগত আট বছরের ট্যাক্স ফাইলিংয়ের ইতিহাস চেক করতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাছাড়া নিয়মিত ও সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং না হলে গ্রীনকার্ড, সিটিজিনশীপ বা ফ্যামিলি স্পন্সরশীপের সময় সমস্যা হতে পারে," তিনি বলেন।

প্রফেসর এহতেশামের অসাধারন কর্মদক্ষতা, মেধা ও সততার ফলে তার সাউথইস্ট ইউএসএ ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ একশত ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। "সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আইআরএস অনুমোদিত ৯২ হাজার ৫০০টি প্রতিষ্ঠান আছে। শীর্ষ পাচশতের মধ্যে আগে আমরা থেকেই ছিলাম। গতবছর র‍্যাঙ্কিংয়ে আমরা শীর্ষ একশতে ওঠে এসেছি', তিনি জানান।

করোনায় বিধ্বস্ত ভারত, দৈনিক সংক্রমণে বিশ্ব রেকর্ড

(প্রথম পাতার পর)

(কভিড-১৯) দৈনিক সর্বোচ্চ সংক্রমণে নিজেদের একদিন আগের রেকর্ড ভেঙে ফের বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে দেশটি। শুধু তাই নয়, এক সপ্তাহের টানা সর্বোচ্চ সংক্রমণেও বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে দেশটি। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়, শনিবার ভারতে আরও ৭৮ হাজার ৯০৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে যা নতুন বিশ্ব রেকর্ড।

টাইমস অব ইন্ডিয়া আরও জানায়, দৈনিক ৭০ হাজার ৮৬৭ শনাক্ত নিয়ে ভারতে গত এক সপ্তাহে মোট ৪ লাখ ৯৬ হাজার ৭০ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছে যা বিশ্ব রেকর্ড। গত জুলাইয়ের শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্র এই রেকর্ডের মালিক হয়েছিল।

এক এবং দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া

ইস্টএলমহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুম ও দ্বিতিয় তলায় একটি এক বেড রুম-এর বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুলা-১৩/২০

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

এখন থেকে আর, এম ট্রেন সংলগ্ন ৬৩ ড্রাইভ কুইন্স বুলেভার্ড রিগো পার্ক মল থেকে ২ ব্লকের ৯৯/২২ ৬২ ড্রাইভেং বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর বা ২ জন মহিলাকে অগ্রাধীকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯৭-১৩৯৭ অথবা ৩৪৭-২১৩-৪১৫৯
০৬/১৪

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্ষ্ট-এর ৩০ এভিনিউ ৮৬ স্ট্রিটে নতুন রেনোভেটেড ২ রুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার ও আরেকটি ষ্টুডিও ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৪-৭০৩৭ অথবা ৭১৮-৬৫১-২৬৫৮
০৬/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

ষ্টুডিও ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় ষ্টুডিও রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস, ট্রেন, বাংলা গ্রোসারী, রেস্টুরেন্ট সহ সব কিছু আছে। স্ট্রিট লেবেল বেসমেন্ট। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-২৪৫৯
০৬/১৪

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

বাড়ী ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৬ ১৮৩ স্ট্রীটে সুবিশাল তিন বেডরুম, পৃথক ইন্টারেন্স লিভিং ডায়ানিং, বড় একটি ফুল বাথরুম এবং সুন্দর বড় কিচেন, সেকেন্ড ফ্লোর-এর বাড়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। সকল ধরনের ট্রান্সপোর্ট ও গ্রোসারী খুব কাছে এবং এফ ট্রেন সাবওয়ে মাত্র দুই ব্লক দূরে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬৪-১৬৬০ অথবা ৯২৯-৩৭২-০৪৪১
জুলা-২০/২৭

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউর কর্নারে দুই বেড, দুই ফুল বাথরুম, কিচেন, ডাইনিং, লিভিং এরিয়া ছাড়াও এলিভেটর এবং বেসমেন্টে ওয়াশার, ডায়ার ও ইনডোর পার্কিং-এর সুবিধা সম্পন্ন এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বাস, সাবওয়ে, ওয়ালগ্রীন এবং মসজিদ সংলগ্ন বিল্ডিং। যোগাযোগ: রেজা। ফোন: ৯১৭-৪৫৯-৭০০৯ অথবা ৯১৭-৫৩৩-৩৯২৮
জুলা-২০/২৭

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্ক এ ট্রেন এর পাশে ৫ বেডরুম আর ২ বাথ রুম এর একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ২৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮ -৪১৫-৫৫০১
জুলা-২০/২৭

রুমমেট চাই

ব্রঙ্কসের পাকচেস্টার এলাকায় ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১জন অধূমপায়ী রুমমেট চাই। ভাড়া ৪০০ ডলার বিল সহ। যোগাযোগ: ৭১৮-৬২৯-৭৫০৬ অথবা ৯১৭-৬৫০-৩৬৮২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

১ জুলাই থেকে একজন পুরুষের জন্য সেমি বেসমেন্ট বড় ১টি রুম শেয়ার ভাড়া হবে। সাবওয়ে সহ সবকিছু হাতের নাগালে। ১০৯ এভিনিউ সাতফিন, জ্যামাইকা। বিল সহ ভাড়া ৪০০ ডলার। যোগাযোগ: ৫১৬-৮৫৩-৫৬৩২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট এবং গথিক এভিনিউ মসজিদ এবং সাবওয়ের কাছে একটা আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৫৩-০৭৫৭। ০৭/২৭

রুমমেট

ফ্লাশিং ৭ ট্রেনের সন্নিকটে একপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে নিবিরিলি পরিবেশে থাকার জন্য রুমমেট আবশ্যক।

যোগাযোগঃ

৩৪৭-৯৯৫-৬২২৯। ০৬/১৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া (এল, আই, সি) ৩৯-৪৯ ২৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ফুল বাথরুম সহ এখনি উঠার উপযোগী ১টি বাসা ব্যাচেলরদের/অফিস ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪০০-৯২১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাতফিন বুলেভার্ডে (ই, জেড, এল, আই, আর) ট্রেন ও কিউ ৬০, ৪০, ৬ বাস সন্নিকটে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বড় ৪ বেডরুমের বাসা ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের এল্ডার এভিনিউতে ২ রুমের ১টি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে, ব্যাচেলরদের অগ্রগন্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৫১-৭৭৪৯ অথবা ৯১৭-৪০২-৮৪৭৯
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬১-৬৭ ৮৬ এভিনিউতে এফ ট্রেন সংলগ্ন ২য় তলায় ও এটিক সহ ৩ বেডরুম সহ ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩০১-০৩২১ অথবা ৬৪৬ড় ২৮৭-০০১১
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস পেলহামবে পার্ক/পার্কচেস্টার ১ বেডরুমের ওয়াকিং সম্পূর্ণ রেনোভেটেড এপার্টমেন্ট আলাদা বেডরুম, বড় লিভিংরুম আলাদা প্রবেশ পথ ব্যাকইয়ার্ডে গাড়ি ড্রাইভওয়ে সহ শুধু বড়দের এবং কোয়ালিফাইডদের জন্য ভাড়া হবে। ৬ ট্রেন ও বাস বি এক্স ৮, ২৪, কিউ ৫০। সব কিছু কাছে, ভালো এলাকা। যোগাযোগ: ৯১৭-২০১-১৬১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার মেরিক বুলেভার্ডে ১১০ এভিনিউতে ১ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। এবং ৩ বেডরুমের ১টি রুম ১জন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৪১-৯৬৩২ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৪১৩৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৭ ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ ও সুপার মার্কেট সংলগ্ন মনোরম পরিবেশে সুন্দর এক বেডরুমের বাসা বেডরুম, লিভিংরুম, স্টোররুম) অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রী/ ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩০-১০৪০ অথবা ৭১৮-৩৬১-১৩১৫
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১০৩ স্ট্রিট ওজন পার্কে ১ম তলায় ৩ বেডরুম ও ২য় তলায় ৪ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এ ট্রেন এবং বাস কিউ ৮ ও ১১২ ১ ব্লকের ভিতর। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৬৮৯৩ অথবা ৩৪৭-৬১৩-৭০২৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইড সাইডের প্রাণকেন্দ্রে ৫৮ স্ট্রিটে মসজিদ. মাদ্রাসা, মন্দির, স্কুল, হালাল গ্রোসারি সেভেন, এম, আর/আল, আই, আর কিউ লাইনের বাস) এর সন্নিকটে ৪ বেড ২ ফুল বাথরুম, লিভিং, কিচেন বেলকুনি ও প্রত্যেক রুমের আলাদা রাস্তা সহ বড় ফ্যামিলি ৪/৫ জনের নিকট ১লা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২৫-৬০১১ অথবা ৯২৯-৪৩৫-৮৬৭০
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রিটের উপরে ১ম তলায় ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ:৯১৭-৩০১-২০৬৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল সাইড এভিনিউ ১৯৭ স্ট্রিটে ৩ বেডরুমের বড় বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৩-০০২৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১৭৮-১৩ ১০৭ এভিনিউ ২য় তলায় ৩ বেড, লিভিং, কিচেন ফুল ২ বাথরুম, ৫ ক্লোজেটসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ এবং স্কুলের সন্নিকটে এখনি উঠা যাবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫১৩-৭৭৫৯
০৮/০১

বেসমেন্ট ভাড়া

ওজনপার্কে রেনোভেটেড এক বেডরুমের ওয়াক-ইন-বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য (লিভিং ও কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আনসার। ফোন: ৭১৮-৮৪৫-১৭৭৬
আ-২৪/৩১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৯-১৯ ৩২ স্ট্রীটে সেভেন ট্রেনের ৯০ স্ট্রীটের সাবওয়ের কাছে কিউ ৪৯ বাসস্টেশন সংলগ্ন একটি বাসায় রুমমেট আবশ্যক। ভাড়া ৩৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৬-২০১৬
আ-২৪/৩১

বেবী সিটিং

কুইন্স ভিলেজ, হলিস ও জ্যামাইকা অধ্যুষিত এলাকায় নিজ বাসায় যত্নের সাথে এবং দায়িত্ব সহকারে বেবী সিটিং করি। ব্যস্ত জীবনে ঘরোয়া পরিবেশে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য আপনার বাচ্চাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমার সহায়তা নিন। আমার পারিশ্রমিক এফোর্ডেবল (সাশ্রয়ী), আমার রেফারেন্স আছে। যোগাযোগ: খাদিজা। ফোন: ৬৪৬-৭৬৪-৩১৩৯
সে-২৮

মালিক কর্তৃক বাড়ী (প্রপার্টি) বিক্রয়

নিউইয়র্কের বাফেলো সিটিতে সিঙ্গেল ফ্যামিলি একটি বাড়ি বিক্রয় হবে। বাড়িটিতে ৪ বেডরুম ও দুই বাথরুম রয়েছে। বাড়িটির সাইজ ১৬৩৮ স্কয়ার ফুট এবং লট সাইজ ৩১৫০ স্কয়ার ফুট। বাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভাল। সুলভে বাড়ি ক্রয়ের জন্য রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের বদলে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: খাদিজা। ফোন: ৬৪৬-৭৬৪-৩১৩৯
সে-২৮

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট মুসলিম সেন্টারের নিকটে সেমিবেসমেন্টে থাকার জন্য ভদ্র দুইজন রুমমেট আবশ্যক। নামাজী হলে ভাল হয়। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৩৭-১৯৯৫।

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এ ৮৫ স্ট্রিট ৩৫ এভিনিউ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ২ বেডরুমের বাসার ১টি রুম ভাড়া দেয় হবে। শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রী/মহিলার অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪৮-০৯৬৭
০৮/০১

রুম ভাড়া

নাসাউ কাউন্টির এলমন্ডে ২টি রুম স্বামী-স্ত্রী/২জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয় হবে। মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারির সন্নিকটে ও ২ বেডরুমের ১টি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫০০-৪৪৮৪ অথবা ৯২৯-২৭৮-৬৬০২
০৮/০১

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের ৩৮-২৪ ৫৫ স্ট্রীট, উডসাইড-এ ফাস্ট ফ্লোরে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া ২৭০০ ডলার। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
আ-১০/১৭

মেডিকেল অফিসের জন্যে 'আবশ্যক'

নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে ৪৮৬ ম্যাকডোনাল এভিনিউতে একটি মেডিক্যাল অফিসের জন্য পিএ (Physian Assistant), এন পি (Nurse Practitioner), মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ২ জন (এমবিবিএস) আবষ্যক। প্রাথীদেরকে বাংলা/ই:রেজীতে পারদশী হতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৪৭-৭২২৬
আ-৩১/সে-৭/৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট সাবওয়ের কাছে ৯০-১০ ১৮২ স্ট্রীট ঠিকানায় ১ অক্টোবর থেকে স্বামী-স্ত্রীর জন্য বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৮৯২৩
আ-৩১/সে-৭/৮

বাসাভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১
আ-৩১/সে-৭/৮

সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের ৯৫-২৪ ১০৫ স্ট্রীটে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২টি বেড রুম একটি বেবী রুম, ডাইনিং এন্ড লিভিং এবং কিচেন সহ সম্পূর্ণ নিউ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। গ্রোসারী, স্কুল, মসজিদ, কিউ২৪ ও কিউ৮ বাস এবং ১০৮ স্ট্রীট সাবওয়ে এ ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩
আ-১০/১৭

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭২-৮৯ ১৬ হিলসাইড এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট-এর ২টি আলাদা রুম আগস্ট শুধু মাত্র ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৯-৩৮৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৯৩-৭১০৪। ০৮/০১

গ্যারেজ ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৫ ষ্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি ইনডোর গ্যারেজ (রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত) গ্যারেজ ভাড়া হবে। ম্যাসেজ রাখুন-৯১৭-৫৩৩-৩৯২৮
আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ১৯৬ ষ্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউতে (হিলসাইড এভিনিউর পাশে) একটি এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ইস্ট নিইয়র্ক-এ (ইউক্লিডি এভিনিউর কাছে) নিউলি রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর আগ্রাধিকার। এক ব্লক দূরত্বে এ/সি সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৩০১৮ অথবা ৮৪৮-৪৬৭-০৩৪৯
আ-১৭/২৪

রুম ভাড়া

ব্রয়ারউড-ভ্যান উইক এফ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে আগস্ট মাস থেকে ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৬০০-৯১৪৬
০৮/০১

মেডিকেল অফিসে লোক আবশ্যক

১। পিএ - ফিজিশিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট-একজন
২। আরএনপি -রেজিস্ট্রারড নার্স প্রেকপিশনার -একজন
৩। মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট (এমবিবিএস)- দুইজন
যোগাযোগঃ
SWMPC
486 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-247-7226
347-413-8181 জুলা২০/২৭

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়/ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ ৯২৯৩৯৩৬৮০৭

টিউটর আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইডে GED কারিকুলাম অনুযায়ী ইংলিশ ও সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানোর জন্য টিউটর আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৯৪-৫২৫৬
জুলা-১৩/২০

ডুপলেক্স হাউজ সেল

জ্যামাইকায় ওয়ান ফ্যামিলির সুন্দর হাউজ বিক্রি হবে। স্পূর্ণ রেনোভেটেড, এক্সিলেন্ট কন্ডিশন এবং সবকিছুই নতুন। ফাস্ট ফ্লোরে লিভিং, কিচেন, ডাইনিং হাফ বার্থরুম এবং সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম সহ ফুল বাথরুম। এছাড়াও বেসমেন্টে কিচেন ও ফুল বাথরুম সসহ বড় স্টুডিও রুম রয়েছে। বাস, ট্রেন, গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি।

যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪২-৮৬৪৮ অথবা ৯১৭-৮৯২-৭৫০০
আ-৩১/সে-৭/৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

সেই বিশেষ সংখ্যা!

(শেষের পাতার পর)

কোন পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। ভীষনভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। কারন ওই বিশেষ সংখ্যাটি আমার হাত দিয়েই বের হয়েছিল। আমি ছিলাম তখন খবরের বার্তা সম্পাদক। পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াটা নিজ হাতে করেছিলাম। এর কোন কপি আমার কাছে নাই। যেটা ছিল অনেক আগেই নষ্ট বা হারিয়ে গেছে। অনেক খুঁজেছি, পাই নাই। স্বভাবতই ছবিগুলো দেখে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম।

এই বিশেষ সংখ্যা বের করার জন্য ফটো সাংবাদিক লুৎফর রহমান বিনুকে নিয়ে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে টুঙ্গিপাড়া গেছিলাম। (এ অভিযানের বিবরন আমার অন্য এক স্মৃতিচারণে উল্লেখ আছে) বাঁশের বেড়া দেয়া জীর্ণশীণ বঙ্গবন্ধুর কবর, তার মরদেহবাহী কফিন, শেখ পরিবারের অন্যান্ন শরীকদের বাড়ীর ছবি, যারা বঙ্গবন্ধুর শেষ গোসল দিয়েছিলেন জানাজা পড়ে কবরে সমাহিত করেছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার এবং ছবি, আরও কিছু অজানা তথ্য তুলে এনে পরিবেশন করেছিলাম। ২০ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যায় কয়েক পৃষ্ঠা ছিল পিকটোরিয়াল। প্রায় ভাঙ্গা বাঁশের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারতরত আমার একটি ছবিও ছেপেছিলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যনার হেডিং ছিল '১৫-আগষ্টের বব্বরতার নির্মম কাহিনী' তার ঠিক ওপরে শোল্ডার 'বঙ্গবন্ধুর শেষ উচ্চারণ: আমার দেশকে ধ্বংশ হতে দেব না'। মাস্টহেডের নীচে বঙ্গবন্ধুর মরদেহবাহী কফিনটির ছবি। নীচে উপ শিরোনাম '২৯টি গুলী করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে : ৫৭০ সাবান দিয়ে গোসল : রিলিফের শাড়ি দিয়ে দাফন'। যারা তাকে গোসল দিয়েছিলেন দাফন করেছিলেন এই তথ্যগুলো তারা জানিয়েছিলেন। প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ পাশে একটি শিরোনাম ছিল 'দাফন ছাড়াই কফিনশুদ্ধ মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল ওরা' ওপরে শোল্ডার 'বঙ্গবন্ধুর পড়নে ছিল চেক লুঙ্গি, গেঞ্জি ও সাদা পাঞ্জাবী : ঘাড়ে তোয়ালে, পকেটে পাইপ ও চসমার ফ্রেম'। ডানধারের আইটেমটির শিরোনাম 'বাঘের পিঠে চড়ে এসেছিলেন তিনি- তাই হলেন শেখ', ওপরে শোল্ডার 'বঙ্গবন্ধুর আদি পুরুষরা ছিলেন সৈয়দ বংশোদ্ভুত'। এই তথ্যগুলো জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর দুর সম্পর্কের এক চাচা শেখ বাড়ীর এক শরীক বয়োবৃদ্ধ শেখ মাহফুজুল হক। '৮১এর মে'তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এলে মাঝেমাঝেই দেখা করতে যেতাম। একবার কথায় কথায় বলেছিলাম, আপনারা তো শেখ না, সৈয়দ। তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, ওই মাহফুজ দাদার কাছ থেকে শুনেছেন তো, ওই বুড়োর কাছে সব হাড়ির খবর আছে। আপনাদের খবরের ওই সংখ্যাটা আমি দিলীতে বসেই পড়েছিলাম। তবে একটা কথা, আর কখনও কিন্তু আমাদেরকে সৈয়দ বলবেন না। আমরা শেখ আছি শেখই থাকতে চাই। আমিও হেসে বলেছিলাম, জ্বী আপা আর কোথাও লিখবো না। প্রথম পৃষ্ঠার নীচের দিকের আইটেমটির শিরোনাম ছিল 'ধর্মীয় বিধিবিধানকে পদদলিত করে হত্যাকারিরা ১৭টি মৃতদেহকে মাটিচাপা দিয়েছে'। পৃষ্ঠার মাঝখানে বাঁশের বেড়া দেয়া বঙ্গবন্ধুর জীর্ণশীর্ণ কবরের ছবি। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় বাড়ীর বিভিন্ন অংশের ছবি ছেপেছিলাম। ভেতরে অনেকের লেখাই ছিল। তখনকার ছাত্র নেতা ওবায়দুল কাদেরও একটি লেখা দিয়েছিলেন। কাদের প্রায়ই লেখা নিয়ে খবরে আসতেন। প্রচুর কাটতি হয়েছিল সে বারের সেই বিশেষ সংখ্যাটির। দশ হাজার ছাপার টার্গেট ছিল, শেষ পর্যন্ড় পঞ্চাশ হাজারেও কুলানো যায় নাই। ছাপা হয়েছিল বাংলার বানী বা মধুমতি মুদ্রনালয়ে। প্রেসে নিউজপ্রিন্টের রোল শেষ হয়ে যাওয়ায় ছাপা ক্ষ্যান্ত দিতে হয়। দাম ছিল সম্ভবত: পাঁচ টাকা। পরে শুনেছি ব্যাকে দশ টাকা বিশ টাকা করেও নাকি বিক্রি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফটোকপিও বিক্রি হয়েছিল বলে জানতে পেরেছিলাম। '৭৫-এর ১৫ আগষ্টের পর সম্ভবত: সে বারই প্রথম পত্রিকায় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা বের করা হয়েছিল। সে দিন আরও একটি সাপ্তাহিক 'মুক্তিবানী'ও বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল। খবরের সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, আমি বার্তা সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদক হাবিবুল্লাহ রানা, অঙ্কনশিল্পী হামিদুল ইসলাম, খন্ডকালীন আলোকচিত্র সাংবাদিক লুৎফর রহমান বীনু। মুক্তিবাণীর সম্পাদক ছিলেন নিজামউদ্দিন আহমদ, নির্বাহি বা বার্তা সম্পাদক অভিনয় কুমার দাশ (প্রথাগত সাংবাদিকতায় আমার গুরু)। দেশে তখন জিয়াউর রহমানের শাষনকাল। ততদিনে পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ যে খুব একটা দোষের তেমনটা নয়। তারপরও 'জাতীয় শোক দিবস' নাম দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের ওপর বিশেষ সংখ্যা বের করা ছিল একটি দু:সাহসী কাজ। না, এর জন্য আমাদেরকে কোন সরকারি বিগ্রহ বা হয়রানীর শিকার হতে হয় নাই। তবে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত অনুরক্ত তখন দেশে অনেকেই ছিলেন, ১৫ আগষ্টের আগ পর্যন্ত যারা বঙ্গবন্ধুর নামে মূর্ছা যেতেন বা যে আট শ' সাংবাদিক দল বেঁধে বাকশালে যোগ দিলেন তারা কিন্তু তখনও পেশায়, কেউ একজন এমন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন নাই। এই ধরনের সুখের পায়রা বা মৌসুমী পাখি ১৫ আগস্টের আগে দেখেছি আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এখনও দেখছি। সেদিন যারা রিস্ক নিয়ে ওই বিশেষ সংখ্যা বের করেছিলেন তারা কেউ বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন বলে আমার জানা নাই। আমরা যেটা করেছিলাম- বিবেকের দায়বদ্ধতা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে। খবরের সেদিনের সেই বিশেষ সংখ্যাটির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা জানি না তবে বিষয়টি ছিল আমাদের কাছে আবেগ, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতার।

'মুক্তধারা সেরা বই' পুরস্কারের জন্য

(শেষের পাতার পর)

বলে আয়োজক 'মুক্তধারা ফাউন্ডেশন' সূত্রে জানা গেছে। বইগুলো হলো: জীবন চৌধুরীর গ্রন্থ 'গান আর গানের মানুষ', প্রকাশক: মূর্ধন্য, সেলিম জাহানের গ্রন্থ 'স্বল্প কথার গল্প', প্রকাশক: প্রথমা, মুজিব ইরমের গ্রন্থ 'পাঠ্যপুস্তক', প্রকাশক: চৈতন্য, ফকির ইলিয়াসের গ্রন্থ 'নক্ষত্র বিক্রির রাতে', প্রকাশক: ঘারোয়া বুক কর্নার এবং স্মৃতি ভদ্রের গ্রন্থ 'অন্তর্গত নিষাদ ও পায়রা রঙের মেঘ', প্রকাশক: পেন্সিল পাবলিকেশন্স।

এই ৫ বই থেকে 'সেরা বই'-এর চূড়ান্ত নির্বাচনের দায়িত্বে রয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি প্যানেল। মেলার পঞ্চমদিন (২২ সেপ্টেম্বর) এই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা বসবে সেপ্টেম্বরের ১৮-২৭ তারিখ পর্যন্ত। করোনাভাইরাসের কারণে ১০ দিনব্যাপী এই মেলার পুরোটাই হবে অনলাইন বা ভার্চুয়ালে।

এবছরের মেলায় প্রথমবারের মত 'মুক্তধারা সেরা বই' পুরস্কার চালু হচ্ছে। এই পুরস্কার শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে অবস্থানরত বাঙালী লেখকদের প্রকাশিত বইয়ের জন্য নির্ধারিত। পুরস্কারের মূল্যমান ৫০০ ইউএস ডলার। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এবারের মেলায় গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাঙালি লেখকদের প্রকাশিত ৫৪-টি বই থেকে সেরা বইটি বেছে নেওয়া হচ্ছে। মুক্তধারার আহবানে এই ৫৪টি বই জমা পড়ে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

উত্তর আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্ব

(শেষের পাতার পর)

বছরের ১০ ও ১১ অক্টোবর। বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে অনুষ্ঠানটি পূর্বনির্ধারিত স্থান ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগো শহরের বদলে আন্তর্জালে বা ইন্টারনেটে আয়োজন করা হয়েছে। তাই এবারের সম্মেলনের শ্লোগান 'রুদ্ধ তনু মুক্ত মন, সাহিত্যে হোক মেঘমিলন'। সমাবেশের আহ্বায়ক ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাভাষী সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমী সকলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি এবং পরস্পরের চিন্তা ও চেতনার আদান প্রদান এই সমাবেশের লক্ষ্য। অনাবাসী বাঙালী লেখকদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির চিন্তা থেকেই ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশের বাঙালী লেখক ও সাহিত্যপ্রেমীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে 'উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদ'।

স্বরচিত সাহিত্যপাঠ, সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার, গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি, সাহিত্য আড্ডা- এমনি নানা ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালি সাহিত্যিকদের পারস্পরিক যোগাযোগ সমৃদ্ধতর করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত হচ্ছে অনুষ্ঠানসূচি।

সমাবেশের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠান সূচিতে থাকছে পরস্পরের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিতি লাভ, প্রবাসে সাহিত্য চর্চার অসুবিধা-সুবিধা অনুধাবন, অন্য ভাষায় বিশেষ করে ইংরেজিতে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-প্রসঙ্গ ও এর অগ্রগতি, অনাবাসী বাঙালিদের রচিত সাহিত্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন- এরকম নানা বিষয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনাবাসী বাংলা লেখকদের রচনা নিয়ে বিশ্ব সাহিত্য সমাবেশের স্মারক সংকলন 'হৃদবাংলা' এবারও প্রস্তুত করা হচ্ছে। তবে সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংকলনটি অন্তর্জালে প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বাইরে যারা আছেন তাদের বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সমাবেশের প্রধান লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে সকলেই আমন্ত্রিত এবং এ সমাবেশ বাংলা সাহিত্যের সকল অনুরাগীর জন্য উন্মুক্ত। সমাবেশটি সার্থক করার জন্য উত্তর আমেরিকার বাংলা সাহিত্যানুরাগী ও সংস্কৃতিসেবী শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এসেছেন এবং সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছেন। বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে https://www.nabls.org।

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় ভাড়া ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ ৯২৯-৩৯৩-৬৮০৭

ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া হবে

একটি সিজনাল সিটিওয়াইড ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে ইচ্ছুক যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৫২৭-২৭৮৮ অথবা ৯২৯-৬৬৬-৯৫৬৪

জুলা-১৩

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. Duplex House.

Need: 716-544-3646

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি কিংবা কোন আমেরিকান ছেলে অথবা মেয়ের জন্য বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রী খুজছেন

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইন্ডিয়ান/পাকিস্তানি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অ্যাকাউন্টেন্ট, নার্স, বেজবেসল জব, সিটিজেন, গ্রীনকার্ড জব, ব্যবসায়ী, ইন্টারপ্রিনিউর, হাফহালী, ডিভোর্সি, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

এ-টাই প্রোগ্রামের আওতায় পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অভিজ্ঞ।

আপনার অযুল্য সময়ের কিছু অংশ দান করে আমাদের উদ্বিগ্ন দূর করুন।

খান ভাই

646-637-7690

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্য়ক সিটি ল অনুযায়ী আর্কিভ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462





মুসলিম কাজী

কাজী মাওলানা ক্বারী

মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম

এম,এম,এম,এফ

পেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।

1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472

Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)

Email: mmislam67@yahoo.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Living home never felt better.

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435

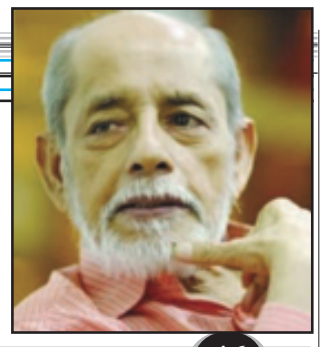


Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika



প্রখ্যাত সাংবাদিক রাহাত খান আর নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কথাশিল্পী, ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও উপন্যাসের নিপুণ কারিগর, একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রখ্যাত সাংবাদিক রাহাত খান আর নেই। শুক্রবার (২৮ আগষ্ট) বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় রাজধানী ঢাকার ইস্কাটনের নিজ বাসবভনে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। শুক্রবার রাত সোয়া ৯টার দিকে রাহাত খানের স্ত্রী অপর্ণা খান নিজ ফেসবুকে তাঁর মৃত্যুর খবর জানান। সর্বশেষ তিনি দৈনিক 'প্রতিদিনের সংবাদ' পত্রিকার (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

নিউইয়র্কে সড়ক দূর্ঘটনায় আরো এক যুবকের অকাল মৃত্যু



মায়ের সাথে ফারহান সাদিক



জ্যামাইকায় বাসার সামনে পার্ক করা ফারহান সাঈদের গাড়ী। সে সোমবার দিনই গাড়িটি ক্রয় করে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অতি সম্প্রতি নিউইয়র্ক প্রবাসী ৪ বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যুর পর এবার নিউইয়র্কে সড়ক দূর্ঘটনায় আরো এক যুবকের মৃত্যু ঘটলো। নিহতের নাম ফারহান মোহাম্মদ সাদিক। বয়স মাত্র ২১ বছর। সে কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাস করতো। মৃত্যকালে সে মা-বাবা আর এক ভাই রেখে যান। তার দেশের বাড়ী টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ। শিশু বয়সে সে মা-বাবার সাথে যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসী হয়। ফারহান সাদিকের অকাল ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে প্রবাসী টাঙ্গাই-লবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর ইউএনএ'র। জানা গেছে, মঙ্গলবার (২৫ আগষ্ট) ভোর রাত ৪টার দিকে নিউইয়র্কের আপষ্টেটের বেয়ার মাউন্টেইন (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

সি.আর দত্ত'র মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শোকসভা

'তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে'



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ৪নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত)-এর মৃত্যুতে শোক সভা করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। গত ২৬ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ষ্ট্রীটে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা সি আর দত্তকে একজন খাঁটি একজন দেশপ্রেমিক আর অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ হিসেবে অভিহিত করেন। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সামাজিক দূরত্ব মেনেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে সংশ্রিসটরা দাবী করেন। উল্লেখ্য, ২৪ আগষ্ট সোমবার রাত দিবাগত ১১:১৫ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার বয়নটন বীচ জি বেথসদা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়া ঢাকায় সম্পন্ন হবে। এজন্য মরদেহ বাংলাদেশে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলছে। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত ব্যতিক্রমী এই শোক সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন একই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বারী ও মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রীচি। সভা পরিচালনা করেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। সভায় ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, তৎকালীন সেনাবাহি-নীর সর্বপ্রথম উচ্চ পদস্থ বাঙালী অফিসার, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ৪নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সীমান্ত রক্ষা প্রহরী গঠনের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা তথা তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলসর (বর্তমান বিজিবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সাবেক চেয়ারম্যান, বৃহত্তর সিলেটের কৃতিসন্তান মেজর জেনারেল (অব.) চিত্ত রঞ্জন দত্ত'র কৃতিত্বপূর্ণ অবদান জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

তিনি বলেন, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অকুতভয় এই মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর উত্তম' উপাধি দিয়েছিলেন, তাঁকে স্যালুট জানাই। ছিলেন খাটি দেশ প্রেমিক। আমরা তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

রাশেদ আহমেদ বলেন, মেজর জেনারেল (অব.) সি.আর. দত্ত'র কৃতিত্বপূর্ণ অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। তার শূন্যতা পূরণ হবার নয়। তিনি নিউইয়র্কে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সি আর দত্তের যোগদানের স্মৃতিচারণ করেন।

শোক সভায় মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বারী ও মুক্তিযোদ্ধা (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)



জাতিসংঘে আবারও ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র

নিরাপত্তা পরিষদের অবস্থানে ক্ষুব্ধ ওয়াশিংটন পশ্চিমা মিত্র দেশগুলোকেও কাছে পায়নি তারা

হককথা ডেস্ক: ইরান ইস্যুতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আবারও ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (২৫ আগষ্ট) সংস্থাটিতে ইরানবিরোধী নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের প্রস্তাব তোলে ওয়াশিংটন। তবে নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৩টি দেশই যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় এটি খারিজ হয়ে যায়। এর আগে গত শুক্রবারও ওয়াশিংটনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল ওই ১৩ টি দেশ। সংবাদসূত্র: রয়টার্স, আল-জাজিরা, ডয়চে ভেলে। ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি ইরান ভঙ্গ করেছে, এই অভিযোগে নতুন করে তেহরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চেয়েছিল ওয়াশিংটন। গত সপ্তাহে জাতিসংঘে এই প্রস্তাব দেয় তারা। যে প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব এনেছিল, তাকে কূটনৈতিক পরিভাষায় বলা হয় 'স্ন্যাপব্যাক'। তবে এটি উত্থাপনের পরপরই সংস্থাটির অন্য সদস্য দেশগুলো এর বিরোধিতা করে। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসি) প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে স্ন্যাপব্যাক ম্যাকানিজম চালুর আবেদন করেছে তা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনও সুযোগ নেই।' (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

প্রকাশিত খবর সম্পর্কে ড. সিদ্দিকুর রহমানের বক্তব্য

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শুভ্রত তালুকদার' খবরটির সাথে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবী করেছেন সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। খবরটি কেউ কেউ সোস্যাল মিডিয়ায়ও প্রচার করছেন। উল্লেখিত বিষয়ে ড. সিদ্দিকুর রহমানের বরাত দিয়ে সংগঠনের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম জানিয়েছেন-

'নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শুভ্রত তালুকদার' এই খবরের সাথে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য যে, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের নির্দেশে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয় । যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এমন ভিত্তিহীন খবরের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং দলীয় যেকোন খবর সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশনের জন্য সা-ংবাদিক বন্ধুসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে।



প্রখ্যাত সাংবাদিক রাহাত খান আর নেই

(৪৬ পাতার পর)

সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এদিকে, রাহাত খানের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক প্রকাশ করেছেন। পৃথক পৃথক শোক বার্তায় তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারেরপ্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গত ২০ জুলাই রাহাত খানকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগের দিন বাসায় খাট থেকে নামতে গিয়ে কোমরে ব্যথা পান তিনি। এরপর চিকিৎসকের পরামর্শে এক্স-রে করা হলে পাঁজরে গভীর ক্ষত ধরা পড়ে। এর পাশাপাশি তার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে তাকে বারডেম হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে তিনি বাসায় চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শুক্রবার রাতেই তার মরদেহ বারডেম হাসপাতালের হিমাগারে রাখা হয়। শনিবার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে। দাফনের আগে রাহাত খানের মরদেহ জাতীয় প্রেসক্লাব, বাংলা একাডেমি ও শহীদ মিনারে নেয়া হতে পারে বলে অপর্ণা খান প্রতিদিন সংবাদ-কে জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। রাহাত খান দীর্ঘদিন থেকে হৃদরোগ, কিডনি, ডায়াবেটিস রোগসহ শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। এছাড়া করোনার কারণে তিনি সার্বক্ষণিক বাসাতেই অবস্থান করছিলেন।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আশরাফ আলী জানান, শনিবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সাংবাদিক রাহাত খানের নামাজে জানাজা শেষে তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী ঢাকায় বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য রাহাত খান ১৯৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার পূর্ব জাওয়ার গ্রামের খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে রাহাত খান কিছুদিন জোট পারচেজ ও বীমা কোম্পানিতে চাকরি করে ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজে যোগদান করেন। তারপর একে একে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীতে সাংবাদিকতা আর লেখা-লেখিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৯ সালে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় তার সাংবাদিকতা জীবনের হাতেখড়ি। পরে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় যোগদান করেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৩ সালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক বর্তমান পত্রিকা। বর্তমানে তিনি দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)'র পরিচালনা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান। ছিলেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংবাদিক ফোরাম, ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক। পরবর্তীতে তিনি প্রতিদিনের সংবাদ-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিতি এই পদেই ছিলেন। রাহাত খান প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৩), সুহৃদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৫), সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার (১৯৭৯), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮২), ত্রয়ী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮) এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক (১৯৯৬)।

১৯৭২ সালে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ অনিশ্চিত লোকালয় প্রকাশিত হয়। তার পরবর্তী উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- অমল ধবল চাকরি, ছায়াদম্পতি, শহর, হে শূন্যতা, হে অনন্তের পাখি, মধ্য মাঠের খেলোয়াড়, এক প্রিয়দর্শিনী, মন্ত্রিসভার পতন, দুই নারী, কোলাহল ইত্যাদি। বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতা জীবনে রাহাত খান কথাশিল্প, ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও উপন্যাসের নিপুণ কারিগর হয়ে উঠেছেন। তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমাদৃত হলেও কর্মসূত্রে রাহাত খান আপাদমস্তক সাংবাদিক ছিলেন।

শোক প্রকাশ: প্রখ্যাত সাংবাদিক রাহাত খানের মৃত্যুতে এক শোক বিবৃতিতে বিএফইউজের (একাংশ) সভাপতি মোল্লা জালাল ও মহাসচিব শাবান মাহমুদ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে বলেছেন, রাহাত খান সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তিনি দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে পেশাগত অবস্থান থেকে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। নেতৃবৃন্দ মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও রাহাত খানের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন পরিবারের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করেছেন সম্পাদক/সিইও আবু তাহের। আরো শোক প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং হককথা.কম ও বার্তা সংস্থা ইউএনএ'র সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ।



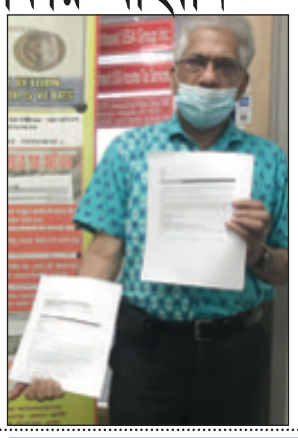
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

বাংলা পত্রিকাকে এহতেশামুল হক প্রতারনা বাড়ছে

ডিজাস্টার লোন সহ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে সর্তক থাকার আহ্বান



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের সাউথইস্ট ইউএসএ ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেসের স্বত্তাধিকারী প্রফেসর এহতেশামুল হক বলেছেন, করোনাভাইস পরিস্থিতিতে ডিজাস্টার লোন সহ ফেডারেল, ষ্টেট ও সিটি ঘোষিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আর এই সুযোগে কেউ কেউ সংশ্লিস্টদের সাথে প্রতারণা করছেন। আবার অনেকে আইন-কানুন বুঝে বা না বুঝেই সহজ সরল বাংলাদেশীদের ফাঁদে ফেলে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে নিচ্ছেন। প্রফেসর হক এসব প্রতারকদের কাছ থেকে সতর্ক থাকার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়

করোনাভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি

নিউইয়র্কে আজ থেকে বাস ভাড়া চালু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সিটির বাসগুলো দীর্ঘদিন ফ্রি থাকার পর আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) থেকে পুনরায় কার্যকর হচ্ছে নিউইয়র্কের বাসভাড়া। সোমবার সকাল থেকে সিটি বাসের যাত্রীদের ভাড়া দিয়ে ভ্রমণ করতে হবে। ভাড়াও সেই আগের মতো দুই ডলার-সেভেন্টি ফাইভ সেন্ট। মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর চালকদেরকে করোনা মুক্ত রাখতে বাসের সামনের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর থেকে যাত্রীরা শুধুমাত্র পেছনের দরজা দিয়ে বাসে উঠানামা করতে পারতেন এবং এজন্য কোন ভাড়া দিতে হতো না। অর্থাৎ বাসে কোন অর্থ দিতে হতো না বা মেট্রোকার্ড ব্যবহার করতে হতো না। সামনের দরজায় কাছে ভাড়ার বক্সটি থাকায় বাসভাড়াও মওকুফ করে দেয়া এমটিএ কর্তৃপক্ষ। মূলত: লকডাউন পরিস্থিতিতে 'অ্যাসেনসিয়াল ওয়ার্কার'-দের যাতায়াতের জন্যই এই ব্যবস্থা করে সিটি প্রশাসন তথা এমটিএ। তবে 'অ্যাসেনসিয়াল ওয়ার্কার' ছাড়াও যে কেউ ফ্রি বাস ব্যবহার করতে পারতেন। এদিকে দীর্ঘদিন বিনা ভাড়ায় যাত্রীসেবা দেয়ায় বেশ ক্ষতির মুখে পড়েছে এমটিএ। অপরদিকে নতুন করে ভাড়া আদায় সহ বাস সার্ভিস চালুর পূর্বে এমটিএ কর্তৃপক্ষ সিটির বাসগুলোর পিছনের দরজা দিয়ে উঠা বন্ধ করে সামনের দরজা চালু করে যাত্রী উঠায় এবং চালকরা যাত্রীদের মনে করিয়ে দেয় যে সোমবার থেকে আর ফ্রি নয়, বাস ভাড়া পে করতে হবে।



নবীজির দুই ফুল হাসান ও হুসাইন (রা.)

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

প্রিয় নবীর প্রিয় দৌহিত্র, নয়নমণি, জান্নাতের ফুল হুসাইন (রা.)। তাঁর অন্যতম (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম



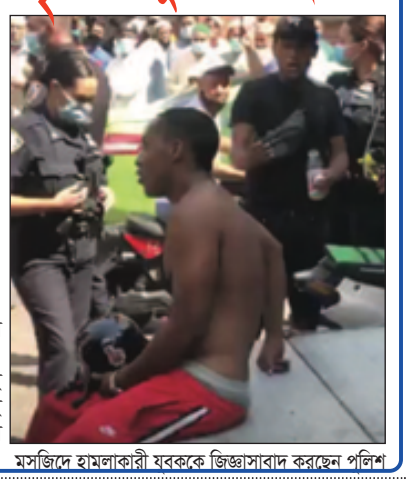
সেই বিশেষ সংখ্যা!

রাতে ফেসবুকে স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ মিজানুল হক নামে এক ফেসবুক বন্ধুর একটি পোস্টে এসে চোখ আটকে যায়। আজ থেকে ৪১ বছর আগে ১৯৭৯ সালের ১৫ আগষ্ট 'জাতীয় শোক দিবস' (তখনও রাস্ট্রীয় নয়, আওয়ামী লীগ পালন করতো) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সাপ্তাহিক খবরের বিশেষ সংখ্যার তিনটি পৃষ্ঠার ছবি তিনি আপলোড করেছেন। বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর সম্ভবত: এটিই প্রথম (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

ব্রঙ্কসে মসজিদে মুসল্লীদের উপর কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের হামলা



উত্তেজিত মুসল্লীদের একাংশ।



মসজিদে হামলাকারী যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন পুলিশ

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে মুসল্লীদের উপর এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের হামলায় কয়েকজন মুসল্লী আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৮ আগষ্ট) জুম্মার নামাজের সময় স্থায়ী একটি মসজিদে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে যুবকটিকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় মুসলিম কমিউনিটিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নর্থ ব্রঙ্কস এলাকার ২০৬ (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ওজন পার্কে বারী হোম কেয়ারের উদ্বোধন ১ সেপ্টেম্বর



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অনন্য সেবা এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বারী হোম কেয়ারের পঞ্চম শাখার উদ্বোধন হচ্ছে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ঘরে বসে দেশে টাকা পাঠান
কোন ধরনের ফি ছাড়া
আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে
নিরাপদে মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয়জনের
বিকাশ একাউন্টে
sendwave bKash
SIGN UP TODAY GET $5 CREDIT PROMO CODE: POTRIKA
sendwave Download on the App Store GET IT ON Google Play sendwave
28 ঘন্টা দেশে টাকা পাঠান যখন প্রয়োজন তখন
*Terms and conditions may apply

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ি ইন্সপেকশন না করাটি উচিত ?



এম কামাল: যদি বিক্রেতা ইতিমধ্যেই তার বাড়ি নিজ খরচে ইন্সপেকশন করিয়ে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নিউইয়র্ক বইমেলা-২০২০

'মুক্তধারা সেরা বই' পুরস্কারের জন্য ৫টি বই মনোনীত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলায় ২০১৯ সালে প্রকাশিত বই থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ে ৫টি বই মনোনীত হয়েছে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

উত্তর আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ অক্টোবরে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে চলতি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কমিউনিটিতে

ঘরে বসে ফ্রিতে টাকা পাঠানোর অ্যাপ 'সেন্ডওয়েভ'

বিশেষ প্রতিনিধি: আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ঘরে বসে টাকা পাঠানোর অ্যাপ সেন্ডওয়েভ। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে সহজে ও নিজে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

CHAUDRI ASSOCIATES
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
Email: chaudricpa@gmail.com



আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759



J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DOC.
Tax File Only For $50.00
347-536-5107



গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-8994
718-296-8283
718-296-9872
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8299, EMAIL: GLOBALAIR@YAHOO.COM

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মার্কি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road, Bronx, NY 10472.

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Cell: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৪১ পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com